# মাধবরাও।

( ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। ).

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

প্রথম অভিনয় রজনী—

শনিবার, ৪ঠা বৈশাখ, ১৩২২ সাল।

ষ্টার থিয়েটার হইতে

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

# উৎসর্গ।

—○—

নাট্য-সাহিত্যের পরম পরিপোষক

রঙ্গপুরাধিপতির পারিবারিক চিকিৎসক

নাট্য-বন্ধু সুলেখক নাট্য-সমালোচক

শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

কর-কমলে—সমাদরে

**আপবরাও**

সমর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম।

"নাট্য-মন্দির"
৩৪৭।১ নং অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।

নাট্যকার—
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

# নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

## পুরুষগণ।

| | |
|---|---|
| মাধবরাও ... ... | পুণার পেশোয়া। |
| নারায়ণরাও ... ... | ঐ কনিষ্ঠ সহোদর। |
| রঘুনাথরাও ... ... | ঐ পিতৃব্য ও প্রতিনিধি। |
| আপাজিরাও ... ... | ঐ শ্যালক ও সেনাপতি। |
| কুঙ্কুমতাম্ভিয়া, শিবপন্থ ও জনার্দ্দন ভানু ... | ঐ সেনানীগণ। |
| সখারাম ... ... | বঙ্গদেশী ব্রাহ্মণ। |
| জানো[illegible]জ অ্যাগ্রে ... ... | বর্গি-সর্দ্দার। |
| [illegible]দও ... ... | ঐ সহচর। |
| হায়দর আলি ... ... | মহীশূরের নবাব। |
| টিপু সুলতান ... ... | ঐ পুত্র। |
| গোলাম কাদের ... ... | ঐ সেনাপতি। |
| [illegible] ও [illegible]মতার ... ... | ঐ সেনানীগণ। |

[illegible] অমাত্য, রাজপ্রতিধিগণ, সেনানীগণ, রক্ষীগণ, সৈন্যগণ, পতাকাধারীগণ ইত্যাদি।

## স্ত্রীগণ।

| | |
|---|---|
| রমাবাঈ ... ... | পেশোয়ার সহধর্ম্মিনী, ( আপাজিরাওয়ের ভগিনী ) |
| আনন্দীবাঈ ... ... | বেদনুরের দুর্গাধিশ্বরী। |
| ইন্দ্রাবাঈ ... ... | সখারামের পত্নী। |
| জোবেদী ... ... | হায়দর আলির আত্মীয়-কন্যা ( টিপুসুলতানের প্রণয়িনী ) |

রঙ্গিনীগণ, নর্ত্তকীগণ, রমার সঙ্গিনীদ্বয়, সখীগণ, নাগরিকাগণ ইত্যাদি।

# ভূমিকা।

—*—

মাধবরাও—আমার তৃতীয় ঐতিহাসিক নাটক। মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসে পেশোয়া মাধবরাওএর নাম উজ্জ্বল অক্ষরে দেদীপ্যমান। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্র্যাণ্ট ডফ্ সাহেব এই মহারাষ্ট্র নরপতির চরিত্রালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"The plains of Paniput were not more fatal to the Mahratta empire than the early end of this excellent Prince." ফলতঃ এই বিচক্ষণ নরপতির অকাল মৃত্যুতে মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্যের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা আর পূরণ হয় নাই। পেশোয়া মাধবরাও—তাঁহার স্বনামখ্যাত পিতামহ বাজীরাওয়ের ন্যায় একাধারে আদর্শ শাসক, আদর্শ সেনাপতি, আদর্শ রাজনীতিক ও আদর্শ যোদ্ধা ছিলেন।*

পেশোয়া মাধবরাওয়ের পারিপার্শ্বিকগণের মধ্যে অনেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। জনার্দ্দন ভানু, (যিনি 'নানা ফড়নবিশ' নামে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন) শিবপন্থ, রঘুনাথরাও, নারায়ণরাও, হায়দরআলি, টিপু সুলতান, গোলামকাদের, আনন্দীবাঈ—প্রভৃতির নাম বঙ্গীয়

---

* পেশোয়া বাজীরাওয়ের কাহিনী মৎপ্রণীত "বাজীরাও" ও মাধবরাওয়ের প্রাথমিক পরিচয় "অহল্যাবাঈ" নাটকে দ্রষ্টব্য।

পাঠক-সমাজে পরিচিত। এই সকল চরিত্র অবলম্বন করিয়া— যতদূর সম্ভব ঐতিহাসিক সত্য অক্ষুন্ন রাখিয়া, এই নাটকখানি প্রণয়ন করিয়াছি। মহীশূরাধিপতি নবাব হায়দরআলির সহিত পেশোয়া মাধবরাওয়ের যে যুদ্ধকাহিনী এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতিরঞ্জিত বা কল্পিত নহে। আমার কোনও নাটকেই আমি নাটকান্তর্গত মুসলমান-চরিত্র বিকৃত করিয়া অঙ্কিত করি নাই। এক দিকে যেমন সয়তানপ্রকৃতি গোলামকাদেরের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ নরপিশাচ আপাজিরাওয়ের চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই জাতীয় চরিত্র-চিত্রনে নাট্যকারের লেখনী স্বাধীন—ইহা বলাই বাহুল্য।

এই নাটকবর্ণিত কোনও কোনও চরিত্র ভবিষ্যতে (এই নাটকান্তর্গত কালের পর) অধিকতর (পাপ ও পুণ্য—দুই দিকেই) প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। নাটকান্তরে তাহাদের কাহিনী বিবৃত করিবার বাসনা রহিল। ইতি

নাট্য-মন্দির।
৩৪৭।১ নং অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।
শনিবার, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩২২

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

# মাধবরাও।

—:০◯*◯০:—

## প্রথম অঙ্ক।

——*——

### প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বেদনুর—পার্ব্বত্যপথ। কাল—অপরাহ্ণ।

আনন্দীবাঈ ও রঘুনাথরাও।

রঘুনাথ।—ধরা দাও নারী!—পালাবার আর উপায় নাই।

আনন্দী।—এ নারীকে ধর্‌তে পারে—ধরায় এমন পুরুষ নাই।

রঘুনাথ।—এ তোমার অর্থহীন বড়াই! ভেবে দেখো—সঙ্গী-শূন্য শক্তিশূন্য নারী তুমি,—আশে পাশে দুর্গম পাহাড়,—সম্মুখে তোমার অস্ত্রধারী আততায়ী আমি।

আনন্দী।—আর সঙ্গীশূন্য শক্তিশূন্য কে এ নারী—তা কি তুমি জান অস্ত্রধারী?

রঘুনাথ।—জানি—তুমি আনন্দীবাঈ।

আনন্দী।—সঙ্গে সঙ্গে তা হ'লে এটাও জেনো—আমি যেখানে যাই, সেখানকার মাটি সৈন্যমূর্ত্তি ধরে—পাথর সজীব হ'য়ে উঠে—শিলা গোলা হ'য়ে ছোটে—বৃক্ষের পত্র অস্ত্র হ'য়ে শত্রুর মাথায় পড়ে!

রঘুনাথ।—আর শত্রু কি করে ?—মোহিনী রমণীর কমনীয় কণ্ঠ লক্ষ্য করে এইভাবে—

আনন্দীকে ধরিবার জন্য বেগে ধাবন ; ক্ষিপ্র ভাবে আনন্দীর অপসরণ, ভূতলে বাহু ও জানু স্থাপন পূর্ব্বক পতন হইতে রঘুনাথের আত্মসংবরণ)

আনন্দী।—হাঁ—ঠিক এইভাবে আততায়ী অস্ত্রধারী—নারীর চরণে সসম্ভ্রমে অস্ত্র রক্ষা করে !—এখন আমার এই আদেশ, ওই অস্ত্র এই মূহুর্ত্তে আমাকে সমর্পণ করো ; এতে যদি অসম্মত হও, তা হলে—( সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকধারী সৈন্যগণের প্রবেশ ও রঘুনাথকে পরিবেষ্টন ) আমার এই শরীররক্ষী সৈন্যদল তোমাকে এইখানে কুক্কুরের মতন গুলি ক'রে বধ করবে।

রঘুনাথ—আনন্দীবাঈ ! জানো কি তুমি—এ আদেশ ক'রছ কাকে ?

আনন্দী।—পেশোয়ার পিতৃব্যকে—পেশোয়ার প্রতিনিধিকে ! আরো শুন্‌বে—তুমি যদি স্বয়ং পেশোয়া হ'তে, তাহলেও এই আদেশ শুন্‌তে পেতে !—এখন আদেশ পালন করো রাও সাহেব !

রঘুনাথ।—ওঃ !—আমি আজ নারীর কৌশলে পরাস্ত !

আনন্দী।—সত্য ; কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই, কৌশল কেবল পুরুষেরই বল নয়—কৌশল নারীরও সম্বল

আমি আজ এ অরণ্যে একাকিনী শুনে—তুমি তোমার সৈন্যশ্রেণী ত্যাগ ক'রে আমাকে এখানে বন্দিনী করতে এসেছিলে, ফলে আমার কৌশলে তুমিই এক্ষণে বন্দীর অবস্থাপ্রাপ্ত হ'লে! এইই অদৃষ্ট! এইই নিয়তি! এ শৃঙ্খল ছিন্ন করা মানুষের সাধ্যাতীত;—সুতরাং শান্ত হও; এখন আমার আদেশ মত কার্য্য করো—ওই তরবারি আমার পদতলে স্থাপন করো; অবস্থা বুঝে কার্য্য করো রঘুনাথরাও!

রঘুনাথ।—জীবন সত্ত্বে যোদ্ধা কখনো অস্ত্র ছাড়ে না। তবে তোমার মতন বীরাঙ্গনাকে বীরের অদেয় কি থাকতে পারে? আমার তরবারি পেলেই যদি তুমি তুষ্ট হও,—এখনই নিতে পারো;—আর আমার কোনো আপত্তি নাই,—এই আমার তরবারি গ্রহণ করো—

( আনন্দীবাঈএর পদপ্রান্তে হস্তস্থিত তরবারি নিক্ষেপ। )

আর কি নেবে বল? এখনো প্রাণ আছে—প্রাণ চাই? প্রাণ নেবে?

আনন্দী।—পুরুষের প্রাণ—পুরুষকার; সে তো আগেই নিয়েছি, যেটুকু রেখেছি—তা খোলস মাত্র! তার কোনো সামর্থই নাই। তোমার এ পরাজয়—পুরুষকারের কাছে,—নারীর কাছে নয়! স্বার্থের অঞ্জনে চক্ষু রঞ্জিত ক'রে পুরুষ আজ পুরুষত্ব হারা—একই রাজ্যে দুই রাজা জয়ধ্বজা

প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চায়! শক্তিনাশের আশঙ্কায় তারা প্রজার স্কন্ধে চেপে প্রতিষ্ঠা বজায় রাখছে—ফলে প্রজা ধনে প্রাণে সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছে। তাই পুরুষকার আজ পুরুষের হৃদয়-আগার পরিত্যাগ করে নারীর অঞ্চল আশ্রয় করেছে! তোমায়—আমায় এ সংঘর্ষ নয়,—পুরুষকারের সঙ্গে পুরুষের এ সংগ্রাম!

( সৈন্যগণের হস্তে তরবারি প্রদান ; ইঙ্গিত ও তাহাদের প্রস্থান )

রঘুনাথ।—নারীকুলরাণী! শুধু কৌশলে নয়—শক্তিতে নয়—তর্কেও আমি তোমার নিকট পরাজিত! নারী-শ্রেষ্ঠ—সুন্দরী-শ্রেষ্ঠ—আনন্দীবাঈ! আজ তোমার নিকট মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত রাজনীতিক—কুটবুদ্ধি রঘুনাথরাও, ভারত-বিদিত—রাঘবদাদা, প্রসন্ন মনে আত্মসমর্পণ কর্‌ছে!—কিন্তু—কিন্তু—এই আত্মসমর্পণের সঙ্গে একটা উচ্চ—অতি উচ্চ আশা—আমার হৃদয়-মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে,—অভয় পেলে প্রকাশ করি!

আনন্দী।—কি সে উচ্চ আশা রাওসাহেব?

রঘুনাথ।—তোমার পানিগ্রহণ!—সুন্দরী! তোমার সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ নই—মুগ্ধ তোমার কৃতিত্বে! তোমার মত নারীরত্নের সাহায্য পেলে আমি অসাধ্য সাধন করতে পারি! তাই তোমার সাহায্য প্রত্যাশা করি; জীবনে

এই আমার একমাত্র উচ্চ আশা—এ ভিন্ন আর আমার কোনো আশাই নাই।

আনন্দী।—আর আমার কি আশা—শৈশব থেকে কি উচ্চ আশার উপাসনা ক'রে আস্‌ছি আমি—তা তুমি জান কি রাওসাহেব? আমার আকাঙ্ক্ষা—অখণ্ড প্রভুত্ব স্থাপন, আমার লক্ষ্য—পুণার সিংহাসন; আমার আকিঞ্চন রাজ-মুকুট মস্তকে ধারণ! এ আশা—এ আকাঙ্ক্ষা—এ কামনা আমার শৈশবের স্বপ্ন—যৌবনের তপস্যা; আমার এ আশা যিনি পূর্ণ কর্‌তে পারবেন, তিনিই আমার পানি-গ্রহণে সক্ষম হবেন।

রঘুনাথ।—তবে বোধ হয় তোমার সাহচর্য্য-লাভ আমার পক্ষে অসম্ভব হবে না।—যে উচ্চ আশা তোমার উপাস্য, তাই যে আমারো আরাধ্য আনন্দীবাঈ! অন্তরের এই অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যই যে তোমার সাহচর্য্য প্রত্যাশা ক'রেছি সুন্দরী! তোমার মতন আমারো যে প্রধান আকিঞ্চন—পুণার সিংহাসন।

আনন্দী।—তা আমি জানি; জানি ব'লেই তোমাকে আজ এভাবে আকর্ষণ ক'রে এনে তোমার হৃদয় অধিকার ক'রেছি। কিন্তু রাওসাহেব, তোমায়-আমায় আজ যেমন পরীক্ষা হয়েছে, পেশোয়ার সঙ্গেও অচিরে এমনই পরীক্ষা হবে, সে পরীক্ষায় যদি আমি জয়ী হই—তা হ'লে

পেশোয়ার অঙ্কলক্ষ্মী হবো; আর যদি পরাজিত হই—তখন তোমাকে আত্মদান ক'রবো—তোমার সাহায্যে বাহুবলে পেশোয়ার মুকুট লুণ্ঠন ক'রবো—জগতকে জানাবো—সংসারে আনন্দীবাঈয়ের অসাধ্য কিছুই নাই! এখন বিদায় রাওসাহেব—যথা সময়ে অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে। ( প্রস্থান )

রঘুনাথ।—আশ্চর্য্য রমণী! আশ্চর্য্য ক্ষমতা!—এক নিমিষে বাতাসে মিশে যেন অদৃশ্য হ'লো! আমার বাসনা—আমার যা লক্ষ্য—আমার যা কামনা—এরও দেখছি অবিকল তাই! এই রমণী-রত্নকে যদি সহধর্ম্মিণীরূপে পাই, তা হলে বোধ হয় পুণার সিংহাসন করায়ত্ত করা অসাধ্য হয় না। পুণার সিংহাসনের ওপর আমার আশৈশব লক্ষ্য; এ সিংহাসন অধিকার করবার চেষ্টারও ত্রুটি করিনি, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র মাধবরাও আর তার মহাবুদ্ধিমতী মহিষী রমাবাঈএর বুদ্ধি কৌশলে আমার সকল চেষ্টাই পণ্ড হয়েছে। পত্নীর অকাল মৃত্যুতে—বিশেষতঃ তার অন্তিম-কালের অনুরোধে পেশোয়ার বিরুদ্ধে আর বড় একটা মনোনিবেশ করিনি, দুরাকাঙ্ক্ষা এতদিন সুপ্ত ছিল,—কিন্তু অদ্যকার ব্যাপারে আবার সে সুপ্ত-কামনা জাগ্রত হয়ে উঠে আমার উদ্ভাসিত হৃদয়কে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলেছে! জানিনা—এ কামনার পরিণাম কি? ( প্রস্থান )

—o—

# দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেদনুর—সীমান্ত। কাল—সায়াহ্ন।

কুঙ্কুম তান্তিয়া, পেশোয়ার পতাকাধারী ও প্রহরী ;—অন্যদিকে ফয়জল আলি, কামতার, হায়দর আলির পতাকাধারী।

ফয়জল।—কি তান্তিয়াসাহেব! আপনাদের কর্ত্তা গেলেন কোথায় ? দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল যে! আর কতক্ষণ অপেক্ষা করি ?

কুঙ্কুম।—যখন রাওসাহেবের ফিরতে এত বিলম্ব হচ্ছে, তখন বোধ হয়, তিনি আনন্দীবাঈএর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে গেছেন।

ফয়জল।—কেন ? কেন ? সেই লড়ায়ে আওরতের সঙ্গে তোমাদের কর্ত্তা সাক্ষাৎ ক'রতে যাবেন কেন ?

কুঙ্কুম।—আমাদের কর্ত্তা তো আর তোমাদের মতন বেকুব নন, তিনি গোড়ায় চোপ দিতে চান ; কেননা—এই আনন্দী-বাঈ হচ্ছে—সকল বিভ্রাটের মূল। এ অঞ্চলে তোমরাও যেমন প্রভুত্ব কর—আমরাও ঠিক তেমনি করি ; তোমরা যে প্রজার কাছ থেকে খাজনা আদায় কর, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে তারি কাছ থেকে সেই মত খাজনা আদায় ক'রে নিই ! কিন্তু সেই সব আদায়ী টাকা—তোমার মনিবও পায় না,

আমার মনিবের কাছেও যায় না! যেমন আদায় হয়,—সঙ্গে সঙ্গে অমনি আনন্দীবাঈয়ের বরকন্দাজরা যমের মতন দেখা দিয়ে সে সমস্তই লুটে নিয়ে যায়! কাজেই এ ব্যাপারের মীমাংসা ক'রতে হ'লে আনন্দীবাঈকে চাই।

ফয়জল।—হাঁ—হাঁ—আলবৎ চাই! সালিসি কর্‌তে এসে যদি এমন একটা আওরতের মতন আওরতের দেখা পাই—তো মন্দ কি? আর যদি তেমন তেমন দেখি—তা হলে চুলের মুঠি না ধ'রে—ঘোড়ার ওপর চাপান দিয়ে একবারে মহিশূর!—কি বলিস কামতার?

কামতার।—ঠিক! ঠিক!—আনন্দীবাঈএর খোসনাম শোনা আছে—ভারী নাকি জবর আওরত আছে;—তা এখানে বাঈজী আস্‌বে তো?

কুঙ্কুম।—তা এখন কি করে বলি বল।—আচ্ছা তোমাদের মনিব—নবাব হায়দর আলি কি চান?

ফয়জল।—আমাদের নবাব তুইটি জিনিষ চান; প্রথম—যারা তাঁর কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে আদায়ী টাকা লুট ক'রেছে, তাদের তিনি বন্দীরূপে দেখতে চান। দ্বিতীয়—এই অঞ্চলটির ওপর নবাব তাঁর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব চান;—এর জন্য বরং তিনি তোমাদের মনিব পেশোয়াসাহেবকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিতে প্রস্তুত আছেন।

কুঙ্কুম।—আর আমাদের পেশোয়া কি চান—তা শুনেছেন কি?

আপনার নবাবের লোকেরা এ অঞ্চলে এসে উপদ্রব করে—নিরীহ প্রজাদের কাছ থেকে বলপূর্ব্বক অর্থ আদায় করে—একথা শুনে পেশোয়া মহাক্রুদ্ধ হ'য়েছেন; তিনি আপনাদের নবাবকে জানাবার জন্য আমাদের ব'লে দিয়েছেন—দ্বিতীয়বার যদি এরূপ ঘটনা ঘটে—মহীশূরের কোনো কর্ম্মচারী যদি এ অঞ্চলে প্রবেশ করে, তাহলে তদ্দণ্ডে তাকে অপরাধী ব'লে বন্দী করা হবে।

ফয়জল।—বটে! আপনাদের পেশোয়া তাহলে খাপ্পা হয়ে উঠেছেন! কিন্তু তাঁর কথা খাটছে না।

কামতার।—কখনই নয়,—এই বেদনুর আমরা নোবই;—এই পতাকা আজ এইখানে বসিয়ে যাবই। এই—বসাও পতাকা—

ফয়জল।—হাঁ—হাঁ—এইখানে লাগাও—

কুঙ্কুম।—তাহলে কিন্তু ভয়ঙ্কর গোলমাল হবে।

ফয়জল।—হাঁ হাঁ—হবে তো হবে—লাগাও পতাকা, গোলমাল তো হচ্ছেই—আবার হবে কি—লাগাও—

কুঙ্কুম।—(মহারাষ্ট্র পতাকাধারীর প্রতি)—এই! তুইও তাহলে এইখানে পতাকা বসা।

( উভয় পক্ষের পতাকাধারী পতাকা স্থাপনে প্রবৃত্ত—
বন্দুকধারী বরকন্দাজগণসহ আনন্দীবাঈএর প্রবেশ

আনন্দী। ওঠাও পতাকা—এই দণ্ডে ওঠাও!

সকলে।—কে—কে—কে—( তরবারি নিষ্কাষণ )

আনন্দী।—ফেল অস্ত্র—আমি আনন্দীবাঈ!—সৈন্যগণ! এদের ওপর বন্দুক—

ফয়জল।—থাক্—থাক্—যথেষ্ট হয়েছে—ফেললুম অস্ত্র;—কামতার! ছাড়ান দে—গুলি ছোটাবে নৈলে—

কামতার।—আচ্ছা—( তরবারি ত্যাগ )।

কুঙ্কুম।—তুমি কি জন্য—

আনন্দী।—চোপরাও পাজী—এই—এর গর্দ্দানা—

কুঙ্কুম।—না—না—এই ফেলেছি অস্ত্র—

আনন্দী।—( সৈন্যগণের প্রতি )—সব অস্ত্র তুলে নাও,—ওই দুজনের কাছ থেকে পতাকা কেড়ে নাও, যদি বাধা দিতে চায়—গুলি ক'রবে। ( সৈন্যগণ কর্ত্তৃক উভয় পক্ষের পতাকা গ্রহণ ) এদের কাছ থেকে সতরী কেড়ে নাও—

ফয়জল।—(হাত দিয়া সতরী চাপিয়া )—য়্যাঁ য়্যাঁ—সতরী—

কামতার।—জান দোব তো সতরী ছাড়ব না—

আনন্দী।—কেড়ে নাও সতরী—তলোয়ারের চোটে হাত কেটে দিয়ে সতরী কেড়ে নাও।

( সৈন্যদের তরবারি নিষ্কাষণ )।

ফয়জল।—হাঁ—হাঁ—হাঁ—হাত নামিয়েছি—

কামতার।—আরে বাপ—নাও সতরী! জানের চেয়ে সতরী বড় নয়!　　　( সৈন্যদের সতরী গ্রহণ )।

আনন্দী।—এইবার তোমরা নিজ নিজ প্রভুর কাছে গিয়ে এই এত্তেলা দাও,—বেদনুরের আনন্দীবাঈ তোমাদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে!—আমার মন্তব্য এই—একই নগরে দুই নৃপতির স্থান নাই!—হয় পুণার পেশোয়া—নয় মহীশূরের হায়দর আলি—একজন এই বেদনুরের অধিকারি, দুইজন নয়!—তফাত হও তোমরা। কশাঘাত ক'রে এদের সকলকে তাড়াও—

( দুইজন সৈন্যের কশাহস্তে উভয় পক্ষকে আক্রমণ )

কুঙ্কুম।—ওঃ—ওঃ—ওহো হোঃ—( পলায়ন )।

রক্ষীদ্বয়।—বাপ্—বাপ্—বাপ্—( পলায়ন )।

ফয়জল।—আঃ—আঃ—আঃ—উঃ উঃ—কামতার ( পলায়ন )

কামতার।—বস্ করো বাপ্—মাপ করো বিবিজান—জান ছুটল—( পলায়ন )।

আনন্দী।—( স্বীয় সৈন্যদের প্রতি )—প্রাসাদে চল।

( সৈন্যদের প্রস্থান )

সমস্যা এবার জটিল হতে জটিলতর হবে! বামে মহীশূরের সের—দক্ষিণে পুণার সিংহ ;—সিংহ শার্দ্দূলে সংঘর্ষ হবে—আর এই তর্জ্জনী সঞ্চালনে আনন্দীবাঈ তাদের নাচাবে!

---

# তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্রীরঙ্গপত্তন—প্রাসাদ-কক্ষ।

হায়দর আলি ও টিপু সুলতান।

হায়দর।—পুত্র! তিল তিল ক'রে হৃদয়ের শোণিত সেচন ক'রে কি ভাবে আমি এই বিপুল মহীশূর প্রদেশে নবীন মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছি, তুমি তা জান; কেননা এই সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে আমার হৃদয়-শোণিতের সঙ্গে তোমার আর সেনাপতি গোলামকাদেরের চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রমের যথেষ্ট সংশ্রব আছে।—কিন্তু আজ আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে প্রকাশ করতে হচ্ছে যে—মহীশূরের এই মুসলমান সাম্রাজ্যের যে দুটী দৃঢ় স্তম্ভ,—আমার প্রধান অবলম্বন—সাম্রাজ্য-বিস্তারে আমার বাহু স্বরূপ,—তাদের পরস্পরের মধ্যে কিছুমাত্র সম্প্রীতি নাই—আত্মকলহে তারা একেবারে আত্মহারা!—কথাটা আমার বুঝতে পারছো পুত্র?

টিপু।—বুঝতে পেরেছি পিতা,—কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি নিরপরাধ।

হায়দর।—গোলামও ঠিক এই কথা বলে; তার বিশ্বাস—সকল দোষ তোমার।

টিপু।—পিতা! সকলে জানে—টিপু সুলতান স্পষ্টবাদী, সত্য কথা বলে; দোষ ক'রে সে কখনো অস্বীকার করে না!—গোলামের ওপর আমার ব্যক্তিগত কোনো বিদ্বেষ নাই পিতা; তবে আমি তার রূঢ় ব্যবহার—সয়তানের আচার, পশুবৎ প্রকৃতির পক্ষপাতী নই—এটা সত্য।

হায়দর।—পুত্র! সর্ব্বগুণের আধার হয়ে কেউ কখনো দুনিয়ায় আসে না; গোলামের প্রকৃতি অত্যন্ত ক্রুর, প্রবৃত্তি তার সয়তানের চেয়েও ভীষণ—তা আমি জানি, কিন্তু সে অদ্ভুত-কর্ম্মা যোদ্ধা—তার সাহসের সীমা নাই।

টিপু।—তা হলেও সে নবাব হায়দর আলির অনুগৃহীত ভৃত্য—প্রভু নয়;—নবাবের উচিত নয়—তার হস্তচালিত যন্ত্রের মত কার্য্য করা।

হায়দর।—সংযত হয়ে কথা কও পুত্র! হায়দর আলির সম্মুখে দাঁড়িয়ে কেউ এ পর্য্যন্ত এমন কথা বলতে সাহস করেনি।—গোলামকাদেরের যুক্তি আমি বিনাতর্কে মঞ্জুর করি ব'লে তুমি আমাকে তার হাতের যন্ত্র বলতে চাও!—কিন্তু অর্ব্বাচীন পুত্র—এটা তুমি স্বীকার কর্‌তে চাও না—গোলাম কাদেরের যুক্তি অতি সঙ্গত,—সে মুখে যা বলে, কার্য্যেও তা করে।

টিপু।—তেমন কার্য্য সম্পন্ন কর্‌তে নবাবের অনেক কর্ম্মচারীই পারে।

( প্রহরীর প্রবেশ )

প্রহরী।—জাঁহাপানা! সেনাপতি সাহেব মুলাকাৎ কর্‌তে চান।

হায়দর।—আচ্ছা—যাও। ( প্রহরীর প্রস্থান )

( গোলামকাদের ও আনন্দীবাঈয়ের দুতের প্রবেশ )

গোলাম।—তসলীম জনাব!

হায়দর।—ও ব্যক্তি কে গোলাম?

গোলাম।—বেদনুরের আনন্দীবাঈএর দুত,—নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে।

হায়দর।—কি তোমার সংবাদ আছে?

দুত।—নবাব! আমাদের রাণী আনন্দীবাঈ এই সতরীগুলো আপনার কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন।

হায়দর।—সতরী! কার সতরী—

দুত।—সতরী আপনার প্রতিনিধিদের—যাদের আপনি বেদনুরে পতাকা প্রতিষ্ঠা করতে পাঠিয়েছিলেন।

হায়দর।—তাতে কি হয়েছে? সে ব্যাপারের সঙ্গে এ সব সতরীর কি সম্বন্ধ আছে?

দুত।—সম্বন্ধ যথেষ্ট আছে;—আমাদের রাজ্ঞী আপনার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বাহুবলে পতাকা—তরবারি আর সতরী কেড়ে নিয়েছেন! পতাকা আর তরবারি তিনি ফিরিয়ে দেন নি, পতাকা পুড়িয়ে দিয়েছেন,—তরবারি ভেঙ্গে কৃষ্ণার জলে ফেলে দিয়েছেন,—কেবল সতরী

নবাবের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন; কারণ নবাবের প্রতি-নিধিগণ পতাকা আর তরবারি অবাধে পরিত্যাগ ক'রেও সতরীর জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পেয়েছিল!—এই নিন আপনার প্রতিনিধিদের সতরী।

গোলাম।—জনাব! এই কাফেরকে এই দণ্ডে এইখানে কোতল করবার হুকুম দিন।

টিপু।—কিন্তু এ কাফের দূত মাত্র,—দূত অবধ্য।

গোলাম।—মিথ্যাকথা—দুষ্টভাষী দূত অবশ্য বধ্য;—হুকুম দিন নবাব—আমি স্বয়ং একে হত্যা করতে প্রস্তুত।

হায়দর।—দূতকে বধ ক'রে কোনো ফল নাই—এ বেচারা অপরের রচনা আবৃত্তি ক'রেছে মাত্র। তুমি যেতে পার দূত; আচ্ছা দাঁড়াও—আমরাও একটা উত্তর দিই;—তোমাদের আনন্দীকে ব'লো—আজ হ'তে এক মাসের মধ্যে সমস্ত হিন্দুস্থানের লোক দেখতে পাবে—সয়তানি আনন্দী-বাঈ মুসলমানের সতরী গায়ে দিয়ে—মুসলমানের পতাকা আর তরবারি স্কন্ধে করে শ্রীরঙ্গপত্তনের সিংহদ্বারে পাহারা দিচ্ছে! যাও।

(দূতের প্রস্থান)

সেনাপতি! ফয়জল আর কামতার আলি এখন যেখানে যে অবস্থায় আছে, সেখান থেকে সেইভাবে সেই অবস্থায় এখানে এনে হাজির করো—

[ প্রহরীর প্রবেশ ]

হায়দর।—কি খবর তোমার?

প্রহরী।—জাঁহাপনা! সরদার ফয়জল আলি সাহেব হুজুরের—

হায়দর।—ভালই হয়েছে তাহলে—এখানে নিজেই আসছে—আন তাদের—

( প্রহরীর প্রস্থান )

এই কাপুরুষদের কুত্তাকে দিয়ে খাওয়ালেও আমার রাগ পড়বে না! সতরী—তলোয়ার ছেড়ে এলো—আমার নামে উঃ—

[ ফয়জল ও কামতারের প্রবেশ ]

উভয়ে।—( কুর্ণিশ করিয়া ) জাঁহাপনা!

হায়দর।—থাক্, তোমাদের সতরী কোথায়? চুপ ক'রে রইলে যে? গায়ে সতরী নেই কেন? ফয়জল! আমি স্বহস্তে তোমাকে যে তরবারি স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ প্রদান করেছিলেম,—সে তরবারি কোথায়? খাপ খালি দেখছি কেন?

ফয়জল।—জাঁ—জাঁ—জাঁহাপনা! আ—আ—আনন্দীবাঈ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে হঠাৎ আক্রমণ ক'রে—

হায়দর।—তোমাদের খাপ থেকে তলোয়ার খুলে নিয়েছে—সতরীগুলো ফুলের মতন তুলে নিয়েছে, অথচ তোমরা যোদ্ধা—তোমাদের গায় একটু আঁচড়ও লাগল না—তারাও

তোমাদের শক্তির একটু চিহ্নও পেলে না !—এই কথা আমাকে বুঝাতে চাও ?

কামতার।—জাঁহাপনা ! সংখ্যায় তারা—

হায়দর।—চোপরাও বেয়াদপ ! বাজে কথায় কর্ণপাত করিতে আমি অনিচ্ছুক। শত্রুর সংখ্যা দেখে যোদ্ধা ভয় পায় না—দুষমনকে সতরী আর তলোয়ার ছেড়ে দেয় না ! আমার সাহসী সেনানী ফয়জল আর কামতারআলি শত্রুকে শির দিয়েছে কিন্তু ইজ্জত দেয় নি, একথা শুনলে আমার আহ্লাদের সীমা থাকতো না—আমার বুকখানা গর্ব্বে ফুলে উঠত,—কিন্তু তোমরা আমার মাথা নিচু করে দিয়েছ—মুসলমানের বীর নামে কালি দিয়েছ ; যে দেহ রক্ষার জন্য তোমরা এমন নেমকহারামী ক'রেছ—তোমাদের সেই দেহ আমি কুক্কুর দিয়ে খাওয়াব।

টিপু।—নবাবের নিকট অধীনের এক আর্জ্জি আছে ; এই ফয়-জল আর কামতারকে বধ না ক'রে অনুগ্রহ ক'রে এদের আমার হস্তে সমর্পণ করুন, আর আনন্দীবাঈকে দমন করবার ভারও আমাকে দিন ; যে আনন্দীবাঈ এদের অঙ্গ থেকে অস্ত্র গ্রহণ ক'রেছে, আমি সেই দর্পিতা আনন্দী-বাঈকে এদের সাহায্যেই জব্দ ক'রে নবাবের তুষ্টি সাধন ক'রব।

হায়দর।—উত্তম, তোমার এ আর্জ্জি আমি পূর্ণ করলেম ; ত্রিশ

সহস্র সৈন্য নিয়ে তুমি বেদনুরে অভিযান ক'রবে। গোলাম-কাদের! তুমি বিশসহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে টিপুকে সাহায্য ক'রবে; আর তৃতীয় সৈন্যদল নিয়ে বেদনুরে আমি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে একযোগে পুণা আক্রমণ ক'রব।

[ প্রস্থান ]

গোলাম।—[ স্বগতঃ ] এতে আমার লাভ বই ক্ষতি নাই! এখানে জোবেদী আর বেদনুরে আনন্দীবাঈ এ দুটোই আমার চাই।

[ প্রস্থান ]

ফয়জল।—সুলতান! সুলতান! আপনার অনুগ্রহে জান ফিরে পেলেম!

কামতার।—গরীবদের তসলীম নিন সুলতান!

ফয়জল।—হাজার তসলীম! হাজার তসলীম!

টিপু।—থাক্ থাক্ তসলীমে কাজ নেই, এখন একটু বিশ্রাম করগে আবার সেখানে যেতে হবে। আর তোমাদের সতরী নিয়ে যাও—

ফয়জল।—আজ্ঞে আজ্ঞে এই চললেম তবে—তসলীম সুলতান তসলীম!

কামতার।—তসলীম! তসলীম!

[ কুর্নিশ করিতে করিতে প্রস্থান ]

টিপু।—এই দুই অপদার্থ—যারা কেবল চাটুবাদেই প্রসিদ্ধ, তারা গেছে রাজনীতিক গোলযোগের মীমাংসা ক'রতে! অতি বুদ্ধিমতী বেদনুরের আনন্দীবাঈ, উপযুক্ত শিক্ষাই দিয়েছে! এই আনন্দীবাঈএর কার্য্যকলাপ দেখে তার বীরত্ব-কাহিনী শুনে তাকে দেখবার জন্য, তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য, তার সাহচর্য্য পাবার জন্য অধীর অন্তর আমার উন্মত্ত হয়ে উঠেছে! এই আনন্দীবাঈকে আমি চাই! যদিও জোবেদী আমার জীবনের ধ্রুবতারা—যদিও প্রেম-পাশে আমাদের উভয়ের হৃদয় একত্র বাঁধা—যদিও সে আমার জীবন-সঙ্গিনী আর আমি তার জীবন-সর্ব্বস্ব, তবু—তবু—আমার এই আনন্দীবাঈকে প্রয়োজন!

( জোবেদীর প্রবেশ। )

জোবেদী।—কোন অপরাধে জোবেদীর উপর এমন কঠিন শাস্তি প্রিয়তম?

টিপু।—শাস্তি! তোমাকে শাস্তি? তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব জোবেদী! তোমাকে আমি শাস্তি দোব?

জোবেদী।—এ শাস্তি নয় তো কি সুলতান? কঠোর কশাঘাতে অঙ্গ আমার জর্জ্জরিত না ক'রে, আমার চক্ষের ওপর আর এক রমণীকে এনে—অঙ্গে আমার তুষানল জ্বেলে দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছ! রমণীর প্রতি—প্রেয়সীর প্রতি এর চেয়ে আর কি কঠোর শাস্তি আছে সুলতান!

টিপু।—কি ক'রব জোবেদী, নবাবের আদেশেই এই অভিযান!

জোবেদী।—মিথ্যাকথা, এ নবাবের আদেশ নয়, এ আদেশ তোমার মনের! তোমার মনের অভিসন্ধি আমি যে সবই জানি সুলতান!

টিপু।—জান যদি জোবেদী, তবে কেন এত কথা ব'লছ! জানতো তুমি—গভীর নীরবতার মধ্যে তীব্রতর কর্ম্মের সঙ্গে ক্রীড়া ক'রতে আমি বড় ভালবাসি।

জোবিদী।—আমি কি তোমার ক্রীড়ার যোগ্য নই সুলতান?

টিপু।—তুমি আমার অতি চমৎকার ক্রীড়া-সঙ্গিনী জোবেদী, তোমার খেলায় সুধাংশুর অমলধবল জ্যোৎস্না ঢালা,—কিন্তু ঘোর নিরবচ্ছিন্ন জ্যোৎস্নায় হৃদয় তন্ময় হলেও প্রাণের পিপাসা মেটে কই? তাই—তাই—মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ নিয়ে খেলতে সাধ হয়! কিন্তু এর জন্য তোমার কোনো চিন্তা নাই জোবেদী, মনে জেনো তুমি—তোমার স্থান সবার উর্দ্ধে। ( প্রস্থান )

জোবেদী।—বড় একটা ভুল কথা ব'লে গেলে সুলতান! তোমার অন্তরের এক অংশ অপরকে দিয়েও জোবেদীর প্রণয়লাভের বাসনাকে যদি হৃদয়ে স্থান দিয়ে থাকো, তা'হ'লে বড় ভুল ক'রেছ। জোবেদী তোমাকে ছাড়া দুনিয়ায় আর কাউকে চায় না—তুমিও জোবেদীকে ছাড়া আর কাউকে চাইবে না—এই আমার ইচ্ছা; এ ইচ্ছা যদি

পূর্ণ না হয়, তাহলে তোমায় আমায় মিলন অসম্ভব! আনন্দীর পুরুষোচিত কার্য্যকলাপে তুমি আজ বিমুগ্ধ! উত্তম; জোবেদীও পুরুষ-দুর্ল্ভ কার্য্যকলাপে এইভাবে তোমাকে মুগ্ধ ক'রবে—অবিলম্বে তোমাকে দেখিয়ে দেবে, গভীরতর নীরবতার মধ্যে জোবেদীও তীব্রতর কর্ম্মশীলা।

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পুণা—আপাজিরাওয়ের বিলাসকক্ষ।

আপাজিরাও, কুঙ্কুমতাম্বিয়া, নর্ত্তকীগণ।

( নর্ত্তকীগণের গীত। )

ক'রেছি আমরা আজ কিছু কিছু মধুপান।
হয়নি নেশার লেস, আছি বেশ, করে মন আনচান॥
আজি নিশি মধুময় মধুপুরী তনময়
মধুমাখা মিঠি হাওয়া ফুর ফুর বয়,—
তর্ তর্ ছোটে সই মধুর তুফান।
অঙ্গ পরে অঙ্গ হেলি আয় আয় উঠি ঠেলি
সাম্‌লে থাকিস যেন পড়িসনি লো ঢলি,—
চতুর অলি ডাকছে খালি, বলে,—কর মধুপান ;—
হানিছে সময় বুঝে খরশর পঞ্চবান॥

( প্রস্থান )

কুঙ্কুম।—হাঁহে আপাজি ! তোমার ইলার সংবাদ কি !

আপাজি।—কেন বন্ধু, তুমি কিছু শোননি নাকি ? ইলা এখন এক বেটা বাঙালীর সঙ্গে লীলা খেলা ক'রছে যে !

কুঙ্কুম।—য়্যাঁ—বল কি ? তা ব্যাপারখানা কি খুলে বল না শুনি।

আপাজি।—বুড়ো মুরারিরাও বেটা অক্কা পেয়েছে—তা বোধ হয় শুনেছ; ওই বুড়ো বেটা তার মেয়ে ইলাকে আমার হাতে দিতে রাজী ছিল, কিন্তু মেয়েটা কিছুতেই রাজী হ'ল না; ব'ললে—ও মাতাল, ওকে বে করব? ছি ! বুড়ো বেটা গোঁড়া হিন্দু, মেয়ের মতে মত দিলে ! তারপর বাঙলা থেকে এক ব্যাটা বুড়োর বাড়ীতে উড়ে এসে জুটে বসে; বেটা নাকি ভারি ওস্তাদ, ইলা বেটী নাকি তার সঙ্গেই পটেছে; মরবার সময় বুড়োও নাকি ইলাকে সেই ভেতো বাঙালীটার হাতে সঁপে দিয়ে গেছে !

কুঙ্কুম।—আর তুমি অপমানটা অম্লানবদনে সহ্য ক'রে আছ বন্ধু ? তুমি সেই ছুঁড়ীটাকে জোর ক'রে ধ'রে এনে বিয়ে ক'রতে পারলে না ?

আপাজি।—আরে পাগল তা'হলেই বুঝি জব্দ করা হ'ল ? বিয়ে ক'রলে তো সব মিট মাট হয়ে গেল ! কিন্তু আমি যে তাকে জব্দ ক'রতে চাই ; আমি তাকে জব্দ ক'রবই ; বিয়ে হয়েছে তো তার—এইবার তাকে ধ'রে এনে--কিছু

দিন ঘর সংসার ক'রে তারপর লাথিমেরে—ব্যাস্ ! বুঝেছ বন্ধু !

কুঙ্কুম।—হাঁ—হাঁ—এইবার বুঝেছি—এইবার বুঝেছি, বুদ্ধিমান তুমি—অবুঝ নও—অবুঝ নও—

আপাজি।—ওগো আমার ভালবাসার দল—তোমরা কোথায় লুকুলে বাবা—

( জনৈক নর্ত্তকীর প্রবেশ। )

নর্ত্তকী।—এই যে আমরা হুজুরের পদতলেই হাজির রয়েছি !

আপাজি।—হাজির আছো—ভাল—ভাল,—আমি কি এখন ভাল ক'রে চায়বার ফুরস্থদ পাচ্ছি চাঁদ—নেশা যে তা'হলে একদম ছুটে যাবে !—তা—সে সব কথা মনে আছে তো ? সেই পরামর্শ গো !

নর্ত্তকী।—আজ্ঞে হাঁ—সব মনে আছে হুজুর।

আপাজি।—সব তৈরী তো ?—ঠিক তেমনি ক'রে—বুঝেছ ?

নর্ত্তকী।—বুঝিছি হুজুর—হুকুম হ'লেই—

আপাজি।—আচ্ছা—এখন তোমরা পাশের কামরায় গিয়ে বসো—সেইখানে হুকুম পাবে,—নাচনাওয়ালী বোলাও—একথা যেমন শুনতে পাবে, অমনি হাজির হবে—বুঝলে ?

নর্ত্তকী।—বুঝিছি হুজুর ! আমরা সকলে পাশের কামরাতেই রইলুম।　　( প্রস্থান )

কুঙ্কুম।—ব্যাপারখানা কি বন্ধু?

আপাজি।—ব্যাপারখানা একটু বেয়াড়া রকম বন্ধু! ইলা এখন যার সঙ্গে লীলা ক'রছে,—সেই লীলাময়টীকে এইখানে এনে একটু নাকাল করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কুঙ্কুম।—বটে—বটে—বেশ—বেশ,—ভারী মজা হবে তাহ'লে।

আপাজি।—ইলা বেটী আমাকে মাতাল ব'লে গালাগালি দিয়েছিল—আমি আজ তার প্রেমিকটিকে এইখানে মদে চুপিয়ে পায়রা লুটিয়ে ছাড়ব! আমি আপাজিরাও বাবা—

কুঙ্কুম।—সাবাস বন্ধু!—সাবাস বুদ্ধি।

( প্রহরীর প্রবেশ। )

প্রহরী।—সখারাম বাবু এসেছেন হুজুর।

আপাজি।—বহুত আচ্ছা!—এইখানে তাকে পাঠাও!

( প্রহরীর প্রস্থান। )

দেখ বন্ধু এমন জব্দ বেটাকে ক'রতে হবে—যেমন নেশা ছুটবে অমনি পুণা থেকে পোঁ পোঁ ছুট মারবে—

( সখারামের প্রবেশ। )

সখারাম।—নমস্কার সেনাপতি সাহেব!

আপাজি।—আরে এস বাবু সাহেব—নমস্কার—

কুঙ্কুম।—ছেলাম—ছেলাম বাবু সাহেব—বহুত বহুত ছেলাম—

সখারাম।—( স্বগতঃ ) ওরে বাবা। এ কোথায় এসেছি! মীরজাফরের বেটা মীরণের মাতলাম দেখে অবাক হয়েছি, কিন্তু এঁরা দেখছি তার ঢের ওপরে আছেন!—ও বাবা!

আপাজি।—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমন ক'রে ভাবছ কি বাবু সাহেব? এগিয়ে এসো—বসো—আলাপ-পরিচয় কর, বেরসিকের মতন চুপমেরে আছ কেন বাবা?

সখারাম।—আমাকে সেনাপতি সাহেব কি জন্য ডেকেছেন—

আপাজি।—হাঃ হাঃ হাঃ—ওহে কুঙ্কুম—বাবু সাহেবকে বলনা হে বন্ধু—কি জন্য ওঁকে ডাকা হয়েছে—বলনা হে—বলনা—

কুঙ্কুম।—বাবু সাহেব কি তা আর বুঝতে পারেননি বন্ধু—সেনাপতি সাহেব পুরুষকে ডাকে কেন, বাবু সাহেব কি তা আর জানেন না—

আপাজি।—আলবৎ জানেন—না জানলেও জানতে হবে—জানা চাই—

সখারাম।—( স্বগতঃ ) ও বাবা!—এ যে দেখছি—হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী!—এখন সরতে পারলে যে বাঁচি!

আপাজি।—কি হ'ল বন্ধু! কথা ছোটাওনাহে—বাবু সাহেব যে একদম চুপ!

কুঙ্কুম।—শুনছ হে বাবু সাহেব—সেনাপতি সাহেবের ফৌজের অভাব হয়েছে— তাই তোমাকে ডাকা হ'য়েছে বুঝলে? লড়াই ক'রতে যেতে হবে—বুঝেছ বাবু সাহেব?

সখারাম।—( স্বগতঃ ) যেমন দেবতা—তেমনি মন্তর চাই বাবা—নইলে দেখছি ছাড়ান পাওয়া ভার!—( প্রকাশ্যে ) তা হুজুর! এতো খুব সুখের কথা, আমার মত পুরুত বামুনকে পল্টনে নিলে যদি সেনাপতি সাহেব খুসী হন—তাতো ভালই।

আপাজি।—সাবাস বাবু সাহেব—ওহে বন্ধু—বাবু সাহেবকে একবার চান্‌কে নাও—

সখারাম।—(স্বগতঃ) আরে ম'লো আবার চান্‌কে নোব বলে যে!

কুঙ্কুম।—চান্‌কাবার কথা শুনে চম্‌কিওনা বাবু সাহেব, সেনাপতি সাহেব তোমার বুকের কল্‌জেটা পরখ ক'রতে ব'লছেন বুঝলে? তোমার ওই কল্‌জের ভেতরে কতটা মদ ধরতে পারে—

সখারাম।—য়ঁ্যা—মদ—মদ—নারায়ণ—নারায়ণ—

আপাজি।—একবারে যে আকাশ থেকে প'ড়লে বাবু সাহেব! আরে—মদ না পেটে ঢাললে লড়াই করা চলে কি? মদ আর মেয়ে মানুষ নিয়েই তো বাঙ্গালীর দিন চলে—তবে মদের নাম শুনে এত খাপ্পা হচ্ছ কেন? মদ আর মেয়ে মানুষ দিয়ে আজ তোমাকে তোয়াজ করা হবে,—পেটে তোমার কত মদ ধরে তা পরখ ক'রতে হবে—ওহে বন্ধু, বাবু সাহেবকে তোয়াজ করো—নাচনাওয়ালী ডাকো—নাচনাওয়ালী বোলাও—

সখারাম।—ওরে বাবা—এযে দেখছি মহা গোলক ধাঁধা—আবার যে নাচনাওয়ালী ডাকে—ওই রুনু ঝুনু আওয়াজ ওঠে—ব্যাপারখানা কি—রাতারাতি আমাকে কাবার ক'রবে নাকি—

( মদ্যপূর্ণ পাত্র হস্তে নৃত্য-গীত করিতে করিতে
নর্ত্তকীগণের প্রবেশ এবং নৃত্য-ছলে
সখারামের গাত্রে মদ্য নিক্ষেপ। )

গীত ।

প্রাণ বঁধুয়া করো মধুপান।
দাও দাও আশা, ক'রনা নিরাশা, রাখ রমণীর মান॥
টাটকা বয়েস টাটকা বাতাস টাটকা ফুলের মধু,
টাটকা তোমার প্রাণের হাসি, টাটকা তুমি বঁধু,
( পিও ) টাটকা হাতে-দেওয়া সীধু—বুজিয়ে চোক কাণ।
পিয়ালা ভরা সীধু-সুধা ( হের ) ঢল ঢল ভাসে,
একটি চুমুক খেলে পরে প্রাণ খুলে প্রাণ হাসে,
মধুর সুতার বঁধু লওহে আভাসে—ভুল অভিমান॥

সখারাম।—হুজুর! আপনি সেনাপতি—গরীবের মা বাপ, আমাকে রক্ষা করুন—নিস্কৃতি দিন!—এরা আমার গায়ে মদ ঢেলে দিয়েছে—

আপাজি।—য়্যাঁ—গায়ে মদ ঢেলে দিয়েছে! তাইতো হে

বন্ধু—এতো বড় অন্যায়ই ক'রেছে! গালে মদ না ঢেলে গায়ে ঢেলেছে!—তাই তো বাবু সাহেব চটে লাল হয়ে উঠেছে—তোমারা কি রকম বেরসিক মেয়েমানুষ হে!—রসিক বাবু সাহেবের গাল ভুলে—গায়ে মদ ঢাল্‌লে—ছি!

১ম নর্ত্তকী।—কসুর হয়েছে হুজুর! ওলো—বাবু সাহেবের গালে—বুঝলি—

সকলে।—বুঝিছিলো বুঝিছি—আবার এই ঢেলেছি!

২য় নর্ত্তকী।—বাবু সাহেব হাঁ কর—

সখারাম।—জাত গেল বাবা—জাত গেল,—মামদোর পাল্লায় প'ড়ে বুঝি খানা খেতে হ'লো!

নর্ত্তকীগণ।—বাবু সাহেব—দেখছো—! (মদ্যপূর্ণ পাত্র প্রদর্শন)

সখারাম।—(বিকট মুখব্যাদন করিয়া) আর এদিকে দেখছো!—মুলোর মতন লম্বা লম্বা দাঁত দেখতে পাচ্ছ—ধরবো আর কড় মড় ক'রে চিবিয়ে খাবো—হাড় শুদ্ধ কড় মড় ক'রে চিবিয়ে খাবো—

নর্ত্তকীগণ।—ওমাগো—রাক্ষস—রাক্ষস—

সখারাম।—শুধু রাক্ষস নই—খোক্কস আমি—বাঙ্গালার খোক্কস—দেখছো দাঁত আঁ—(মুখ ব্যাদন ও দংশনের অভিনয়)

নর্ত্তকীগণ।—পালা—পালা—

আপাজি।—দাঁড়াও তোমরা, যাও কোথায়? প্রহরী! প্রহরী!

( দুইজন প্রহরীর প্রবেশ। )

পাকড়াও ওকে ( প্রহরীদের সখারামের হস্তধারণ )—
কুঙ্কুম! জোর করে ওর গালে মদ ঢেলে দাও—

সখারাম।—দোহাই তোমার সেনাপতি সাহেব! ব্রাহ্মণ হ'য়ে তুমি অধঃপাতে গেছ—আমাকে আর কেন দোষর কর—ছেড়ে দাও আমাকে—

কুঙ্কুম।—পেটে তোমার এইটে পড়ুক আগে—

সখারাম।—খবরদার পাজী—কাছে ঘেঁসবি তো—লাথি মেরে বুক তোর—

প্রহরীদ্বয়।—চোপরাও!

আপাজি।—জোর ক'রে মুখে ঢেলে দাও—দাঁত ভেঙ্গে খাওয়াও ( সখারামকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া মদ্য খাওয়াইবার চেষ্টা—সখারামের প্রাণপণে বাধা প্রদান—দন্তে দন্তপেষন)

কুঙ্কুম।—দাঁতে দাঁত দিয়ে বাধা দিচ্ছে পাজী—

আপাজি।—দাঁত ভেঙ্গে খাওয়াও—

সখারাম।—ওঃ—ওঃ—ওঃ—( বিকট চীৎকার—কুঙ্কুম কর্ত্তৃক মুখ মধ্যে পাত্রস্থ সমস্ত মদ্য প্রদান )

কুঙ্কুম।—বাস্—সব শেষ—

নর্ত্তকীগণ—বাঃ—বাঃ—বাঃ—বাঃ—( করতালি প্রদান )।

সখারাম।—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—( অট্টহাস্য )—মদ খেয়েছি মজা লুটিছি মজা লুটিছি—মাতাল হ'য়েছি—মাতাল হ'য়েছি হাঃ হাঃ হাঃ—

আপাজি।—এই মাতালটাকে ধাক্কা দিতে দিতে এখান থেকে তাড়িয়ে দাও।—

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।
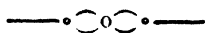
পেশোয়ার পুর-সংলগ্ন—মন্দির-প্রাঙ্গন।

উন্মত্ত ভাবে সখারামের প্রবেশ।

সখারাম।—হাঃ হাঃ হাঃ—মাতাল হ'য়েছি—বড় জবর মাতাল হ'য়েছি! মর্ত্তে আছি কি স্বর্গে আছি,—আকাশে উড়ছি—কি পাতালে নামছি—বুঝতে পারছিনা!—যেন হাওয়ায় হাওয়ায় এখানে উড়ে এলুম! কে যেন ঠেলে ফেলে দিয়ে গেল! একটা আলো—একটা আলো ফুটে উঠলো দপক'রে জ্বলে উঠলো—আর খপ্ক'রে নিবে গেল!—সঙ্গে সঙ্গে রাতটাও কেটে গেলো, কোথা দিয়ে যে রাতটা চ'লে গেলো—তা ঠাওর ক'রতেও পাল্লুম না।—এ কোথায় এলুম? এটাও কি নরক? হাঁ—হাঁ—নরক—নরক,—

সত্যই নরক—সত্যই নরক!—ওই যে—ওই যে—নরকের নারী—সেই—সেই আবার সেই—

( পূজার উপকরণ লইয়া দুইজন সঙ্গিনী সঙ্গে রমাবাঈএর প্রবেশ )

এসেছ—আবার এসেছ? আবার আমায় মদ খাওয়াতে এসেছ? রক্ষা করো রক্ষা করো—আর মদ খাইয়ো না—

সঙ্গিনীদ্বয়।—ওমা একি!—প্রহরী! প্রহরী!

রমা।—চুপ করো,—ভয়কি দেখতে পাচ্ছনা, বিপন্ন ব্রাহ্মণ! আহা মুখে রক্তের চিহ্ন! কি চায় জিজ্ঞাসা করো।

১ম সঙ্গিনী।—( কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া ) কি চাও তুমি? এখানে—

সখারাম।—দোহাই তোমাদের মা-সকল! আর এগিয়ো না—ম'রে যাব তাহ'লে—

রমা।—ওঁকে জিজ্ঞাসা কর—উনি এসব কথা বলছেন কেন? কেউ কি ওঁর প্রতি কোন অত্যাচার করেছে?

১ম সঙ্গিনী।—আপনি এসব কথা ব'লছেন কেন? আপনার কি হয়েছে? কেউ কি আপনার ওপর কোন অত্যাচার ক'রেছে?

২য় সঙ্গিনী।—আপনার কোন ভয় নেই, আপনি দেবতার স্থানে এসেছেন;—আপনার কি হ'য়েছে স্বচ্ছন্দে বলুন।

সখারাম।—না—না—ভুল হ'য়েছে আমার ; এঁরা তো তাঁরা নয়,—এযে পুণ্যের মূর্ত্তি—হাতে ফুলের থালা—মদের পাত্র নয়! ঐযে ওদিকে আবার কে উনি! ওযে দেখছি মমতাময়ী মা! ভক্তের ডাকে—ভক্তের কষ্ট দেখে মা কি আবার মর্ত্তে নেমে এলেন? মা—মা—তোমরা দুটি কে? আর উনিই বা কে?

১ম সঙ্গিনী।—উনি—মহারাণী।

সখারাম।—মহারাণী! মা জননী! তুমি!! মা—মা—মা— রক্ষা করো—পুত্র তোমার পদতলে—রক্ষা কর মা!

রমা।—তোমার কি হয়েছে বৎস! যখন আমাকে মাতৃ-সম্বোধন ক'রেছ, তখন আমি তোমার মা ; মায়ের কাছে পুত্রকে কোনো কথা গোপন ক'রতে নেই ; অসঙ্কোচে তোমার বিপদের কথা ব্যক্ত করো।

সখারাম।—যখন মাকে পেয়েছি, তখন কি আর কিছু গোপন করি মা! সন্তানের দুঃখের কথা শুনবে? কিন্তু বড় দাগা পাবে মা!—আমি ব্রাহ্মণ—জীবনে কখনো মদ মাংস স্পর্শ করিনি, কিন্তু এখানে আমাকে ডেকে এনে জোর করে মদ খাইয়েছে—

রমা।—কে এ কার্য্য ক'রেছে?

সখারাম।—সেনাপতি আপাজিরাও—

রমা।—কি ব'ললে?

সখারাম।—চম্‌কে উঠ্‌লে কেন মা?—ওঃ বুঝিছি—মনে প'ড়েছে, সে যে তোমার ভাই—সে যে পেশোয়ার বড় আপনার লোক! মা! মা! অপরাধ হয়েছে—মাপ করো—আর তার নাম কর্‌বো না,—মাপ কর মা!

রমা।—কেন মাপ চাইছ ব্রাহ্মণ? তুমি তো মিথ্যা বলনি—সত্য কথা ব্যক্ত ক'রেছ; সত্য গোপন কর্‌বে কেন? আপাজি আমার ভাই—তাই ভীত হচ্ছ? ভয় কেন ব্রাহ্মণ? রাণীর ভাই যদি অপরাধী হয়—তার অপরাধের কি দণ্ড নাই?—ব্রাহ্মণ! তোমার প্রতি আপাজির এই অত্যাচারের কারণ কি?

সখারাম।—তা জানি না মা। আমাকে ডেকে এনে—নাচওয়ালী বেশ্যাদের দিয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গে মদ ঢেলে দিয়েছে—গাল চিরে জোর ক'রে মদ খাইয়েছে। এই দেখ মা—গালের কস বেয়ে এখনো রক্ত ঝরছে।

রমা।—বৎস! এতক্ষণ পেশোয়ার দরবার ব'সেছে! তুমি এখনই সেই সভায় গিয়ে আপাজির বিরুদ্ধে অভিযোগ কর, প্রতিকার হবে।

সখারাম।—মা! আপাজি সেনাপতি—তার ওপর পেশোয়ার আত্মীয়—

রমা।—পেশোয়া যতক্ষণ সিংহাসনে শোভা পান—ততক্ষণ কেউ তাঁর আত্মীয় নয়,—সবাই সমান; আত্মীয়ের

আদর মহিষীর কদর তখন সেখানে নাই। তুমি এখনই সভায় যাও—

সখারাম।—আজ মহামান্য পেশোয়ার জন্মোৎসব! আজ নানা দেশের রাজারা সভায় থাকবেন ; আজ কি পেশোয়া আমার আবেদন শুনবেন মা ?

রমা।—অবশ্য শুনবেন ; প্রজার আবেদনে কর্ণপাত ক'রতে পেশোয়া যে দিন কাতর হবেন—সেদিন ধর্ম্ম—মর্ত্ত থেকে রসাতলে নেমে যাবেন !

সখারাম।—কিন্তু আমার তো সাক্ষী নেই মা !

রমা।—সাধুর সাক্ষী ভগবান। ভগবান তোমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। ( ১ম সঙ্গিনীর প্রতি ) রাধিকা, তোমার জল-পাত্র আমার হাতে দাও,—তুমি আমার এই পুত্রকে দরবারে যাবার পথ দেখিয়ে দিয়ে এসো।

সখারাম।—আসি তবে মা—পুত্রের প্রণাম নাও।

রমা।—আশীর্ব্বাদ করি—জয়ী হও।

( সঙ্গিনীসহ সখারামের প্রস্থান )

গোপীকা! তোমার পুষ্পপাত্র আমার হাতে দিয়ে এখনই তুমি আপাজিরাওয়ের মহল্যায় যাও, আমার আদেশ জানিয়ে তার বিলাস-সঙ্গিনীদের আমার মন্দিরে নিয়ে এসো ; আমি নিজে এর প্রতিকার করবো।

( পুষ্প-পাত্র রাণীর হস্তে দিয়া দ্বিতীয় সঙ্গিনীর প্রস্থান )

জীবন-যুগের আজ আমার একি মহামুহূর্ত্ত! একি মহা-পরীক্ষা! স্নেহময়—প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সহোদর ধর্ম্মের নিকট অপরাধী,—আমি তার সাক্ষী! সম্মুখে কর্ত্তব্যের যূপমঞ্চ, ভ্রাতা আমার সে যূপের বলি—আমিই তার প্রাণহন্ত্রী ঘাতক। মহা-পরীক্ষা—মহা-সমস্যা আমার। হে ধর্ম্ম! এ সঙ্কটে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা কর্‌ছি—আমাকে সাহায্য কর—আমার সহায় হও—আমাকে আশ্রয় দাও! মা শক্তিস্বরূপা সনাতনী! শক্তি দাও—সাহস দাও—পেশোয়া-কুলের কুলবতীর মর্য্যাদা রক্ষার সামর্থ্য দাও।

---

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—০):*:(০—

পুণা-দরবার—কাল প্রভাত।

উচ্চ সিংহাসনে পেশোয়া মাধবরাও, দক্ষিণপার্শ্বে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে রঘুনাথরাও, আপাজিরাও, জনার্দ্দনভানু, শিবপন্থ, কুঙ্কুম তান্তিয়া ;—বামপার্শ্বে হোলকার, সিন্ধিয়া, ভোঁসলে, নিজাম, দিল্লীশ্বর প্রভৃতির প্রতিনিধিগণ আসীন।

রঘুনাথ।—হিন্দু-গগনের প্রদীপ্ত তপন—রাজাধিরাজ ছত্রপতি পেশোয়া মাধবরাওয়ের পুণ্য জন্মদিনে—পেশোয়ার

গুণমুগ্ধ চিরানুরক্ত ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিগণের সমাগমে, পুণার দরবার আজ গৌরবান্বিত। বরেণ্য-রাজপ্রতিনিধিগণকে পেশোয়া-সমক্ষে পরিচিত করবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হ'য়ে পেশোয়া প্রতিনিধিও আজ ধন্য।

( আনন্দীবাঈএর দূতের বেশে প্রবেশ। )

আনন্দী।—মহান্ পেশোয়া! আমি বেদনুরের রাণী আনন্দী-বাঈএর প্রতিনিধি। আপনার আনুগত্য-স্বীকার করবার জন্য আমাদের রাণী, আমাকে আপনার নিকট পাঠাননি। তিনি পুণার যে তরবারি বাহুবলে গ্রহণ ক'রেছিলেন, আজ পেশোয়ার জন্মোৎসবে সেই তরবারি প্রত্যর্পণ ক'রে—পেশোয়ার সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য আমাকে এইখানে পাঠিয়েছেন। ( রঘুনাথ ও কুঙ্কুমের চঞ্চলভাব প্রকাশ ও অপর সকলের ক্রোধ প্রকাশ )

মাধবরাও।—স্পর্দ্ধিত যুবক! তোমার সাহসের সীমা নাই দেখছি। কিন্তু দূত তুমি, সহস্র অপরাধ তোমার মার্জ্জনীয়। ভাল, বলতে পারো তুমি—তোমাদের বেদনুরওয়ালী কবে আমার পুণাওয়ালার তরবারি বাহুবলে গ্রহণ ক'রেছে?

আনন্দী।—সম্প্রতি, এখনো সপ্তাহ অতীত হয়নি।

মাধবরাও।—কে সে পুণাওয়ালা তা জান?

আনন্দী।—আপনার সুযোগ্য প্রতিনিধি সাহেব!

মাধবরাও।—পিতৃব্য! আপনার মুখেই প্রকাশ—বেদনুরের

আনন্দীবাঈ আপনার নিকট বশ্যতা স্বীকার করেছে ; কিন্তু এই দূতের বাক্যে প্রকাশ পাচ্ছে—আপনিই তার বশীভূত হ'য়ে এসেছেন ! আশ্চর্য্য !

রঘুনাথ।—এ দূত মিথ্যাবাদী পেশোয়া ! আনন্দীবাঈ পেশোয়ার বশ্যতা স্বীকার ক'রলে, আমি তাকে রাজ-অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ ওই তরবারি উপহার দিয়েছিলেম।

আনন্দী।—আর এই পতাকা ? এটাও কি অনুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ তাঁর পদতলে সসম্ভ্রমে রক্ষা ক'রেছিলেন ? রাণী আনন্দীবাঈএর পদচিহ্ন এখনও যে এই পতাকায় অঙ্কিত আছে। আপনি মহামান্য পেশোয়ার প্রতিনিধি, মিথ্যার প্রসাধন করা আপনার কর্ত্তব্য নয় !

মাধবরাও।—এই দূত স্পষ্টবাদী,—এর উজ্জ্বল চক্ষু আর প্রদীপ্ত বদন সাক্ষ্য দিচ্ছে, এর উক্তি সত্য। পিতৃব্য ! আনন্দীবাঈ যেভাবে আপনার নিকট বশ্যতা স্বীকার ক'রেছে—সম্ভবতঃ হায়দরআলির বশ্যতা স্বীকারও তাহ'লে এই জাতীয় ?

আনন্দী।—হায়দরআলি পেশোয়ার বশ্যতা স্বীকার ক'রেছে ? মিথ্যা কথা ! পেশোয়াকে আক্রমণ করবার জন্য নবাব হায়দরআলি সাগর-প্রমাণ সৈন্য সজ্জিত ক'রছে। যাক্ সে কথা,—এখন পেশোয়া এই তরবারি গ্রহণ করুন।

মাধবরাও।—আপাততঃ এর কোন প্রয়োজন নাই! পেশোয়ার তরবারির কি মর্য্যাদা—সে কথা পেশোয়ার প্রতিনিধি না জানলেও, পেশোয়া জানেন। যুবক! তোমাদের রাণীকে ব'লো—পেশোয়া পেশোয়ার যোগ্য সম্ভ্রমের সঙ্গে আনন্দীবাঈএর প্রাসাদে প্রবেশ করে ওই তরবারি গ্রহণ ক'রবে—এখানে নয়।

আনন্দী।—উত্তম, আমি আমার রাণীকে এ কথা বল্‌বো।

( অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান )

মাধবরাও।—হায়দরআলি সৈন্য সজ্জা কর্‌ছে—এ কথা সত্য, গুপ্তচরের নিকট আমিও এ সংবাদ অবগত হয়েছি।

দিল্লীর দূত।—( উঠিয়া ) হায়দরআলির অভ্যুত্থান—আমার প্রভু দিল্লীশ্বরেরও চক্ষুশূল,—দিল্লীর সমস্ত ফৌজ এ যুদ্ধে মহামান্য পেশোয়াকে সাহায্য ক'রবে; আর আমার বিশ্বাস—পেশোয়ার গুণমুগ্ধ সকল রাজাই এ যুদ্ধে পেশোয়ার স্বপক্ষে অস্ত্রধারণ ক'রবেন।

অন্যান্য প্রতিনিধিগণ।—(তরবারি এক যোগে নিষ্কাষিত করিয়া) নিশ্চয়!

মাধবরাও।—আপনাদের এই সাধু ইচ্ছায়—হৃদয় আমার নিরতিশয় আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। তবে আপাততঃ আমি এ যুদ্ধে আপনাদিগকে লিপ্ত করে ক্ষতিগ্রস্ত ক'রতে ইচ্ছা করি না; কেননা—পুণার বিপুলবাহিনী দুরাকাঙ্ক্ষ

হায়দরআলির ভারতব্যাপী-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার দুরাশার মূলচ্ছেদ ক'রতে সক্ষম হবে—এ আমার দৃঢ় ধারণা। আর যদি একান্তই আবশ্যক হয়—অবশ্যই আপনাদের সাহায্য গৃহীত হবে। আপনারা উপবেশন করুন।—আপাজিরাও! আজই অপরাহ্নে আমার মন্ত্রণাভবনে—সৈন্যবিভাগের সকল সেনাপতি—সকল সেনানী—সকল সৈনিক-কর্ম্মচারীকে উপস্থিত দেখতে চাই।

( বেগে সখারামের প্রবেশ )

সখারাম।—বিচার চাই—বিচার চাই!—ধর্ম্মাবতার! রাজ-রাজেশ্বর! বিচার চাই!

আপাজি।—( তীব্র দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ) মাতাল! মাতাল! তফাৎ করো—তাড়িয়ে দাও—

মাধবরাও।—সবুর! ও ব্যক্তি কি ব'লতে চায়—আগে শোনো, এগিয়ে এসো তুমি ;—কি নাম তোমার ?

সখরাম।—সখারাম দেবশর্ম্মণঃ—উপাধি রায়।

মাধব।—ব্রাহ্মণ তুমি ?

সখারাম।—হাঁ মহারাজ!

মাধব।—কোন্ দেশে বাড়ী ?

সখারাম—বঙ্গদেশে।

মাধব।—কিসের বিচার চাও তুমি ?—কি তোমার অভিযোগ ?

সখারাম।—ধর্ম্মাবতার! রাজাধিরাজ! আমি সুবিচার চাই।—

এ রাজ্যের সেনাপতি—এই আপাজিরাওয়ের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ!

মাধব।—কি অভিযোগ—নির্ভয়ে প্রকাশ কর।

সখারাম।—রাজাধিরাজের জয় হোক! অভয় যখন পেয়েছি—তখন আর ভয় কি! মহারাজ! এই আপাজিরাও আমাকে ওর বৈঠকখানায় ডাকিয়ে এনে একদল নাচওয়ালী বেশ্যাকে দিয়ে জোর ক'রে মদ খাইয়েছে—আমার গায়ে মদ ঢেলে দিয়েছে—আমায় মাতাল ক'রে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে!—ব্রাহ্মণ আমি—আমার জাতি নষ্ট করেছে!

মাধব।—আপাজিরাও! কি এ শুন্‌ছি!

আপাজি।—মিথ্যাবাদী বাঙ্গালী! বাঙ্গালা থেকে পুণায় এসে সয়তানী ক'রতে চাও! কিন্তু এ পুণা—এখানে সয়তানী খাটে না! মহান্ পেশোয়া! এই বর্ব্বর—বাঙ্গালার নবাবের চর; বাঙ্গালীর মতন মহারাষ্ট্রদ্বেষী-জাতি জগতে আর দুটি নাই।

মাধব।—আপাজিরাও! দোষ-স্খালনের জন্য অনধিকার চর্চ্চা ক'রছ কেন? ব্যক্তিগত বিদ্বেষের জন্য তুমি জাতির বিরুদ্ধে দোষারোপ করছ! এ কখনই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নয়। নাগপুরের মহারাষ্ট্র-সৈন্যগণ বঙ্গদেশে আপতিত হ'য়ে যে ভীষণ অত্যাচার-স্রোত প্রবাহিত ক'রেছিল, আমি তাতে হস্তক্ষেপ না ক'রলে এতদিন বঙ্গভূমির অস্তিত্ব থাকত কিনা

সন্দেহ! বর্গীর দোষে বাঙ্গালীর মহাষ্ট্ররাদ্বেষী হওয়া অসম্ভব নয়!

সখারাম।—রাজাধিরাজ! বঙ্গে এখন আর বর্গীর অত্যাচার নাই; মহারাজের অনুগ্রহে বর্গীর অত্যাচার দূর হয়েছে; কিন্তু নবাব মিরজাফর আর নবাব-পুত্র মীরণের অত্যাচারে বঙ্গদেশ ছারখার হ'তে বসেছে! তাই এই অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য পুণায় এসেছিলেম! তারফলে আমার এই দুর্গতি! এখনো মদের দুর্গন্ধ আমার অঙ্গ থেকে যায়নি—মদের নেশা এখনো আমার কাটেনি।—

আপাজি।—বাঙ্গালীরা ভয়ঙ্কর মদ্যপায়ী; মদ খেলে এদের আর জ্ঞান থাকে না; মদের খেয়ালে তখন এরা আকাশে তাদের প্রাসাদ তৈরী করে—রাজা মন্ত্রী মারে। এও এই বর্ব্বরের খেয়াল মাত্র!

মাধবরাও।—বঙ্গদেশী! তোমার কোন সাক্ষী আছে?

সখারাম।—সাক্ষী? সেখানে আর কে ছিল! আর—হাঁ (কুঙ্কুমকে দেখাইয়া) এই ইনিও ছিলেন,—ইনিও আমার ওপর জুলুম ক'রতে ভোলেননি যদিও, তবু আমি এঁকেই সাক্ষী মানছি, ইঁনিই সব বলুন।

মাধব।—কুঙ্কুম! এ ব্যাপারের কি তুমি জান?

কুঙ্কুম।—পেশোয়া! এ বদমায়েসের সমস্ত কথা মিথ্যা;—সেনাপতি সাহেব সত্য কথাই বলেছেন।

সখারাম।—হা ধর্ম্ম !—হা ভগবান !

মাধব।—ব্রাহ্মণ ! তোমার আর কোন সাক্ষী আছে ? তোমার উক্তির কিছুমাত্র সমর্থন করে—এ ব্যাপারের কোন তথ্য জানে—এমন কোন সাক্ষী তোমার আছে ?

( রমাবাঈএর প্রবেশ )

রমা।—হাঁ, আছে ;—সে সাক্ষী আমি।

জনার্দ্দন ও শিবপন্থ।—( অস্ফুটস্বরে ) একি—মহারাণী যে !

( সসম্ভ্রমে উঠিয়া অভিবাদন,—সঙ্গে সঙ্গে পেশোয়া ও রঘুনাথ ব্যতীত সকলের উত্থান ও অভিবাদন )

মাধব।—মহিষী ! তুমি এর সাক্ষী ?

রমা।—হাঁ পেশোয়া, আমি এর সাক্ষী ; এই বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণের সকল কথাই সত্য ; আপাজিরাও এঁর প্রতি বর্ব্বরের মতন অত্যাচার ক'রেছে।

আপাজি।—মিথ্যা কথা।

রমা।—সত্য কথা। মর্ত্তে এখন মহাকলি সত্য, কিন্তু এখনো দিবা-রাত্রি হচ্ছে—চন্দ্র সূর্য্য উদয় হচ্ছে ; মর্ত্ত্যে এখনো সত্য আছে, সতী আছে ;—এত সহজে মিথ্যার বিজয় অসম্ভব।

আপাজি।—ভগিনী ! এই ব্রাহ্মণের উক্তি সত্য, আর আমার বাক্য মিথ্যা—এ তুমি প্রমাণ ক'রবে কি ক'রে ?

রমা।—লম্পট নর-পশু ! এখনো প্রতিবাদ ক'রতে তোমার প্রবৃত্তি হ'চ্ছে।—তুমি তোমার অনুষ্ঠিত অপরাধ স্বীকার

ক'র্‌তে ভীত হচ্ছ, কিন্তু যে গণিকাদের সাহায্যে তুমি এই ব্রাহ্মণকে সুরাপান করিয়েছ—তারাই এ কথা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার ক'রবে।—তোমার মতন বীর যারা—তারা রাজার সমক্ষে অম্লানবদনে মিথ্যা বল্‌তে সাহস করে, কিন্তু চরিত্রহীনা গণিকা এস্থলে মিথ্যা বল্‌তে ভয় পায়! হায়—চরিত্রহীন মদ্যপবীর,—বেশ্যারও অধম!

মাধব।—আপাজিরাও! এখনো কি তোমার প্রতিবাদ ক'রবার বাসনা আছে? মহিষীর সাক্ষ্য যদি তুমি মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দিতে চাও, তাহ'লে বাধ্য হ'য়ে আমাকে তোমার কুকর্ম্মের সহচরীদের এখানে আনাতে হয়!

আপাজি।—আমি এ রাজ্যের সেনাপতি; আমি যা ক'রেছি—নিজের বুদ্ধিতে—নিজের মতেই ক'রেছি; এর অধিক কিছু কৈফিয়ৎ দিতে ইচ্ছা করিনা। আমার সহোদরা ভগিনী যখন আমার শত্রু, তখন আমার আর ভদ্রস্থ কোথায়?

রমা।—আপাজিরাও! সংসারে ভাইবোনের সম্বন্ধ যে কত পবিত্র, কত উচ্চ, কত সুন্দর,—তা পশু তুমি, কি ক'রে বুঝবে? ভ্রাতার প্রশংসার কথা শুনলে ভগিনী হাতে স্বর্গ পায়, আবার তার নিন্দায়—ভগিনীর মাথা মাটির সঙ্গে মিসে যায়! সেই ভ্রাতা তুমি আমার—আজ রাজদ্বারে মহা অপরাধে অপরাধী;—আমিই তার সাক্ষী! রাজবিধিতে তোমার কঠোর দণ্ড হবে; তা জেনেও—তা জেনেও—

আমি সহ্য ক'রব ! নইলে যে সংসার ডু'বে যাবে—চন্দ্র-সূর্য্য লুপ্ত হবে—দিবারাত্রি মিথ্যা হবে—অনাচারে ব্রহ্মাণ্ড ভরে যাবে। ( প্রস্থান )

মাধব।—তুমি আর আমার তরবারি ধারণের যোগ্য নও আপাজি,—এই দণ্ডে তরবারি ত্যাগ কর। ( আপাজির তরবারি ত্যাগ ) এক বৎসর কারাবাসের পর তোমার অব্যাহতি।—আর কুঙ্কুমতাম্বিয়া ! তুমি এই কুকর্ম্মে সাহায্য ক'রে আমার সমক্ষে তা অস্বীকার ক'রেছ ; তোমাকেও দণ্ডগ্রহণ ক'রতে হবে। তুমিও এখনই তরবারি ত্যাগ কর। ( কুঙ্কুমের তরবারি ত্যাগ )

রঘুনাথ।—বৎস ! বৎস ! আমার অনুরোধে—কুঙ্কুমকে অব্যাহতি দাও ; কুঙ্কুম আমার—

মাধব।—এক বৎসরকাল কুঙ্কুমের অব্যাহতি নাই।—এদের এই দণ্ডে বন্দী ক'রে কারাগারে নিয়ে যাও। ( প্রহরীদের তথাকরণ ) জনার্দ্দন ভানু ! আজ থেকে তুমিই পুণার সেনাধিনায়ক, আর শিবপন্থ তোমার সহকারী।—( আপাজি ও কুঙ্কুমের পরিত্যক্ত তরবারি উভয়কে প্রদানপূর্ব্বক ) আশা করি, আসন্ন মহীশূর যুদ্ধে তোমরা উভয়ে পুণার তরবারির সম্মান-রক্ষায় সক্ষম হবে।

জনার্দ্দন।—মহান্ পেশোয়া ! আজ আপনার এই খ্যাতিহীন—গৌরব-বিহীন—চিরভক্ত ভৃত্যকে যে অস্ত্রপ্রদানে সম্মানিত

ক'রলেন,—চিরজীবন সাগ্নিকের অগ্নির মতন প্রাণপণে তাকে রক্ষা ক'রব !—জনার্দ্দন ভানুর জীবন্ত সত্বে পেশোয়া-প্রদত্ত এ অমূল্য দানের অমর্য্যাদা হবে না—এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

শিবপন্থ।—আর আমারো প্রতিজ্ঞা পেশোয়া !—আমার পিতৃ-পুরুষগণ বংশ-পরম্পরায় পেশোয়ার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ ক'রেছেন ; আমারো জীবন পেশোয়ার কার্য্যে সমর-যজ্ঞে আজ থেকে উৎসৃষ্ট হ'লো ! এই তরবারি চিরদিন পেশোয়ার আদেশ পালন ক'রবে।

মাধব।—সিদ্ধিদাতা গণপতি তোমাদের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রবার ক্ষমতা প্রদান করুন।—বঙ্গদেশী ব্রাহ্মণ ! তোমার নিগ্রহকারীকে আমি দণ্ডিত ক'রেছি ;—এখন তুমি আমার কাছে কি প্রার্থনা কর—অসঙ্কোচে প্রকাশ কর।

সখারাম।—রাজরাজেশ্বর ! আর আমার কোন প্রার্থনা নাই ! আনন্দে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হচ্ছে ! অনেক রাজসভায় গেছি—কিন্তু এমন সভা কোথাও দেখিনি ! পুরাণে রামরাজত্বের কথা পড়েছি, এখন পুণায় এসে স্বচক্ষে রামরাজত্ব দেখলেম ! প্রত্যক্ষ রাম-সীতার পুণ্যমূর্ত্তি দেখে ধন্য হ'লেম ! একি বড় সোজা লাভ মহারাজ ! এমন সৌভাগ্যলাভ কটা রাজ্যের প্রজার অদৃষ্টে ঘটে ! পেশোয়ার পুণা রামরাজ্য ! রামরাজা পেশোয়ার জয় হোক ! সীতারূপিনী রাজরাণীর জয় হোক !

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পুণা—মন্ত্র-কক্ষ।          কাল—রাত্রি।

রঘুনাথ ও নারায়ণ।

নারায়ণ।—কাকাসাহেব! বসন্তের প্রভাতে যেমন প্রথম কোকিলকুজন শুনে বনভূমে ফুলরাশি বিকসিত হয়,—তেমনই আপনার মুখে সিংহাসন প্রলোভনের গুঞ্জন শুনে আমার কোমল হৃদয়ে এই প্রথম লোভের বিকাশ!—কিন্তু তিনদিন তিনরাত্রি চিন্তার সঙ্গে ক্রমাগত সংগ্রাম ক'রেও আমি কিছুই স্থির ক'রতে পারলেম না!

রঘুনাথ।—কেন পারলে না নারায়ণ?

নারায়ণ।—আমার চিন্তা-সন্তাপ-সংশয়-সঙ্কুলিত হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে আমার হৃদপিণ্ডকে সবলে বিদলিত ক'রছে!—বিবেক আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রছে—কেন তুমি নারায়ণ ভ্রাতৃদ্রোহী হ'চ্ছ—ভ্রাতার কোন্ দোষে তুমি তার সিংহাসন হরণ ক'রতে চ'লেছ।—যে ভ্রাতা তোমার প্রতি

ভ্রাতার কর্ত্তব্য-পালনে কোনো দিন উদাসীন নন—যে মাতৃসম ভ্রাতৃজায়া মাতার আসন গ্রহণ ক'রে, সন্তানের মতন তোমাকে প্রতিপালন ক'রে আসছেন,—কোন্ অপরাধে তাঁদের প্রতি এই জঘন্য আচরণ?—বিবেকের এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না পিতৃব্য; মাতৃমূর্ত্তি চক্ষের ওপর প্রতিফলিত হয়—ভ্রাতৃপ্রেমে হৃদয় ভ'রে যায়; সাম্রাজ্য-লালসা আকাশকুসুমের মত অপসৃত হয়।

রঘুনাথ।—বৎস! চিন্তায় জয়যুক্ত হ'তে হ'লে—অগ্রে হৃদয়কে আয়ত্ত ক'রতে হয়! হৃদয় বশীভূত হ'লে, বিবেক তখন পরাজিত হয়ে অদৃশ্য হয়! জটিল বিষয়ের আলোচনা—আর শ্মশানে ব'সে শব-সাধনা—একই কথা, লক্ষ্য হ'তে বিচলিত হ'লেই পতন! লক্ষ্য দৃঢ় কর নারায়ণ,—বিবেকের কথায় কর্ণপাত না ক'রে অগ্রে নিজেকে চেনবার চেষ্টা কর; ভেবে দেখ—উভয়ে তোমরা এক পিতার সন্তান—এক মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেছো; কিন্তু সংসারে তোমাদের উভয়ের মধ্যে কত পার্থক্য—কতখানি ব্যবধান—তা আগে ভাব; একজন পেশোয়া—ঈশ্বরের তুল্য পূজার পাত্র, আর একজন সেনানীরও অধম! ভাব—ভাল ক'রে ভাব—তাহ'লেই তোমার অদৃষ্টের দারুণ দৈন্য দেখতে পাবে।

নারায়ণ।—কাকা! কাকা! আমাকে ক্ষমা করুন—রক্ষা করুন; হৃদয় আমার বড় দুর্ব্বল—কিন্তু লালসা অত্যন্ত প্রবল!

আমাকে এ ভাবে উন্মত্ত ক'রে তুলবেন না কাকা—তা হ'লে হয়তো প্রলোভনকে দমন ক'রতে সমর্থ হব না! আমি যাই—

রঘু।—যাবে কোথায়,—দাঁড়াও; আগে এই কাগজে তোমার নাম স্বাক্ষর কর—

নারায়ণ।—স্বাক্ষর! আমায় নাম স্বাক্ষর ক'রতে হবে! কেন—কেন কাকা—ও কাগজে কি লেখা আছে?

রঘু।—এই কাগজে লেখা আছে—মাধবরাওকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে তাঁর অনুজ নারায়ণরাওকে পেশোয়া-পদে প্রতিষ্ঠিত করা হ'ল আর নারায়ণরাও স্বেচ্ছায় পেশোয়ারূপে পুণার সিংহাসনে আরোহণ ক'রতে স্বীকৃত হ'লেন।—এই দেখ বৎস, দরবারের সর্দ্দার ও অমাত্যদের মধ্যে প্রায় সকলেই এতে স্বাক্ষর ক'রেছেন, এখন তুমি স্বাক্ষর ক'রলেই কার্য্য সমাপ্ত হয়। ( অঙ্গীকারপত্র প্রদান )

নারায়ণ।—য়্যাঁ—তাইতো—তাইতো—সকলেই স্বাক্ষর ক'রেছে তা—তা—কাকা—কাকা—আমার হাত যে কাঁপছে! কাগজ ধরবারই সামর্থ্য নাই—কেমন ক'রে এতে স্বাক্ষর ক'রবো কাকা?

রঘু।—বৎস! দুর্ব্বলতা ত্যাগ করো—সাহস অবলম্বন করো;—আর কল্পনায় উজ্জ্বলনেত্রে পুণার সিংহাসন—রত্ন-মণ্ডিত রাজ-মুকুট—রাজকোষে কুবেরের রত্নরাজি—আর ভারত-বিজয়ী বহু লক্ষ অতুলনীয় সৈন্য সন্দর্শন করো।

নারায়ণ।—থাক—থাক আর ব'লবেন না, দিন—দিন—কলম দিন—

রঘুনাথ।—এই নাও—স্বাক্ষর কর,—এই স্থানে—

নারায়ণ।—( স্বাক্ষর করিয়া ) ব্যস্—দিব্য স্বাক্ষর ক'রেছি—চমৎকার স্বাক্ষর ক'রেছি! দেখুন পিতৃব্য—স্বার্থের মোহময় শক্তিতে বিস্ময় বিমূঢ় হ'য়ে কম্পিত হস্তেও আমি অবিকল স্বাক্ষর ক'রেছি! এখনো হাত আমার কাঁপছে; কিন্তু বসুমতী তো এখনো ঠিক আছে—সে তো কাঁপছে না! বাসুকী তো তার মাথার বোঝা ঝেড়ে ফেলছে না! প্রলয়ের ঝঞ্ঝা তো উন্মাদ হ'য়ে আকাশে ছুটছে না!—আকাশ এখনো তেমনি উদার—তেমনি মধুর—তেমনই সুন্দর—তেমনই শূন্যতায় পূর্ণ! একি রহস্য—একি সমস্যা—বিশ্বমাঝে একি মহা প্রহেলিকা!

রঘুনাথ।—পেশোয়া—

নারায়ণ।—য়্যাঁ—য়্যাঁ! পেশোয়া! আমি পেশোয়া! নারায়ণরাও পেশোয়া! বাঃ—বাঃ—বাঃ—কিন্তু এখনো সব স্থির! বিশ্ব স্থির হ'য়ে আছে—স্থির হ'য়ে শুনছে—আমি পেশোয়া!

রঘুনাথ।—আত্মসংবরণ করো পেশোয়া—অস্থির হ'য়ো না—

নারায়ণ।—হাঁ পিতৃব্য—আর অস্থির হব না; সবই যখন স্থির,—বাসুকী নড়লো না—বসুমতী কাঁপলো না—ঝড়

উঠলো না,—আমি কেন তবে অস্থির হই! স্থির হবো—স্থির হ'য়ে সমস্ত সাধন কর্‌বো; সিন্ধুগর্ভে যখন নেমেছি, তখন স্থির হ'য়েই দেখবো এ সিন্ধুর শেষ কোথা। আর আমাকে কি ক'রতে হবে কাকা?

রঘুনাথ।—তোমার এখন প্রধান কর্ত্তব্য প্রেশোয়া—রমাবাঈএর ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা। রমাবাঈ যাতে সাম্রাজ্যের কোন সংবাদ না পায়—সে ব্যবস্থা করা চাই; তার প্রাসাদ-কক্ষের প্রহরীদেরও অপসারিত ক'রতে হবে; তুমি সদাসর্ব্বদা তার কাছে থাকবে—তার সমস্ত আদেশ গ্রহণ ক'রে আমাকে প্রদান ক'রবে, আমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কোন আদেশ যেন পালন করা না হয়।—এই রমাবাঈ তোমার উন্নতির প্রধান অন্তরায়—এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখবে। অদ্যকার পরামর্শ এই পর্য্যন্ত। এখন তুমি বিশ্রাম ক'রতে পার।

নারায়ণ।—বেশ, আমি এখন চললেম; আপনার আদেশ পালনে কোন ত্রুটি হবে না; নারায়ণরাওয়ের কার্য্যকলাপ দেখে পুণাবাসী স্তম্ভিত হবে।

[ প্রস্থান ]

রঘুনাথ।—অন্তরের অমাবস্যা ঘুচে পূর্ণিমার হাসি ফুটতে আর বুঝি বিলম্ব নাই। বহুদিন বিস্মৃত স্বপ্নসুন্দরী সহসা মূর্ত্তিমতী হয়ে—আমার আকাঙ্ক্ষার নিধি রাজলক্ষ্মী তার

কর্ম্মরূপিণী রমণী-রাণী আনন্দীবাঈএর হস্ত ধারণ ক'রে প্রসন্ন মনে আমায় আশীর্ব্বাদ ক'রতে আসছেন!

( আপাজি ও কুঙ্কুমের প্রবেশ ও অভিবাদন )

এসো, আমি তোমাদেরই প্রতীক্ষা ক'রছিলেম। কি কঠোর দায়ীত্ব নিয়ে আমি তোমাদের কারামুক্ত ক'রেছি তা বোধ হয় জান না! পেশোয়ার অবর্ত্তমানে—তোমাদের মুক্তির জন্য আমি পেশোয়ার স্বাক্ষর জাল ক'রেছি! জাল-আদেশপত্রের প্রভাবে তোমাদের মুক্ত ক'রেছি। অবশ্য এ কার্য্যের সঙ্গে আমারও স্বার্থের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে। সে স্বার্থ কি—তা' এই পত্রে প্রকাশ আছে, উভয়ে প'ড়ে দেখ; [ পত্র প্রদান ] এই কার্য্যে আমি তোমাদের উভয়েরই সাহায্য চাই।

[ আপাজি ও কুঙ্কুমের অঙ্গীকার-পত্র দর্শন ও পঠন ]

আপাজি।—রাওসাহেব! আমি এখন উন্মাদ; পোশোয়া মাধবরাও আর আমার ভগিনী রমাবাঈএর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য—জগতে এমন কোন কার্য্য নাই, যা সম্পন্ন ক'রতে আমি অক্ষম হব। প্রাণপণে আমি এ কার্য্যে সাহায্য ক'রবো।

কুঙ্কুম।—আর আমার কি মধুর প্রকৃতি—তা আপনি উত্তম-রূপেই অবগত আছেন রাওসাহেব! যে কার্য্য মানুষে

পারে না—পিশাচেও যে কার্য্য সাধন ক'রতে সঙ্কুচিত হয়,—আমি হাসিমুখে সে কার্য্য শেষ ক'রতে স্পর্দ্ধা রাখি। নারী-হত্যা—গুপ্তহত্যা—

রঘুনাথ।—থাক্—ওসব এখন আবশ্যক নাই। আমাদের এখন কর্ত্তব্য, সমস্ত সৈন্যদের হস্তগত ক'রে নেওয়া,—তারপর কারাগারের বন্দীদের মুক্ত ক'রে দলস্থ করা ;—এ কার্য্য তোমাদের কৃতিত্বের ওপর নির্ভর ক'রছে। যাক্—তোমরা যে এখন পেশোয়ার আদেশে মুক্ত হ'য়েছো এবং একলক্ষ নূতন সৈন্য নিয়ে তার সঙ্গে যোগদানে আদিষ্ট হ'য়েছো—এই কথাটা এখনই সর্ব্বত্রই ঘোষণা ক'রতে হচ্ছে! চল—অগ্রে দুর্গে যাই।

[ সকলের প্রস্থান]

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০):*:(০—

পুণা—প্রাসাদ-অলিন্দ।　　কাল—রাত্রি।

রমাবাঈ ও নারায়ণ।

রমা।—নারায়ণ, আপাজি আর কুঙ্কুম নাকি কারামুক্ত হ'য়েছে?

নারায়ণ।—হাঁ মা,—পেশোয়া বেদস্তুর থেকে তাঁদের মুক্তির আদেশ লিখে পাঠিয়েছেন!

রমা।—পেশোয়া হঠাৎ, এ আদেশ লিখে পাঠালেন কেন, তা কিছু শুনেছ ?

নারায়ণ।—শুনেছি—এঁদের নাকি যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার বিশেষ আবশ্যক হ'য়েছে, সেই জন্যই এই আদেশ।

রমা।—তুমি কি একথা বিশ্বাস কর নারায়ণ ? আমার তো বিশ্বাস হয় না ; পেশোয়া কখনই এমন অব্যবস্থিতচিত্ত নন ! তাঁর সঙ্কল্প—তাঁর আদেশ—পর্ব্বতের মতন অটল ! বিশ্ব উলট পালট হ'লেও পেশোয়ার সঙ্কল্প টলবার নয় !

নারায়ণ।—তাহ'লে আপনি কি মনে করেন দেবী—পেশোয়া এঁদের কারামুক্তির আদেশ পাঠাননি ?

রমা।—আমার তো এইরূপ বিশ্বাস ! আমার বোধ হয় এর ভেতর কোনো কিছু ষড়যন্ত্র আছে ! নারায়ণ, তোমাকে এখনই এক কাজ ক'রতে হবে,—এই রাত্রেই আমার এই পত্রখানি দ্রুতগামী অশ্বারোহীর সাহায্যে বেদনুরে পেশোয়ার কাছে পাঠাতে হবে। পেশোয়ার উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না নারায়ণ !

নারায়ণ।—এই রাত্রেই—

রমা।—কেন এ প্রশ্ন ক'রছ নারায়ণ ? তুমি আমার আদেশ পালনে কখনো তো ইতঃস্তত করনি ; আজ তোমাকে এমন চিন্তিতই বা দেখছি কেন নারায়ণ ? কোনো অঘটন

ঘটেছে কি? আমার কাছে কিছু গোপন ক'রোনা; পুত্রহীনা রমাবাঈএর তুমিই পুত্র—তুমিই সর্ব্বস্ব।

নারায়ণ।—আপনি কেন মা এত বিচলিত হচ্ছেন? অঘটন কি ঘটবে মা? বেশ, আমি এখনই এ চিঠি বেদনুরে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রছি।—[স্বগতঃ] কাকাসাহেবকে কথা গুলো আগে না জানিয়ে কিছু করা হচ্ছেনা।

[ প্রস্থান ]

রমা।—পেশোয়া বড় ভুল ক'রেছেন,—কূটবুদ্ধি ষড়যন্ত্রকারী কাকাসাহেবকে রাজধানীতে রেখে গিয়ে বড় ভুল ক'রেছেন! এঁর অসাধ্য কিছুই নেই।

( সুরাপানোন্মত্ত আপাজির টলিতে টলিতে প্রবেশ )

আপাজি।—কি ভগিনী!—চিনতে পার কি? বলি—ভাইকে এখন চিন্‌তে পার কি? ওকি বাবা কটমট ক'রে দেখছ কি? চোখ ছুটো জ্বলছে যে! জ্বালিয়ো না—জ্বালিয়ো না—পুড়িয়ে মেরোনা—

রমা—কে তোকে এখানে আসতে ব'লেছে আপাজি?

আপাজি।—ওঃ—ভারি খাপ্পা হ'য়েছ দেখছি যে। ভাই খালাস হ'য়েছে—তাতে বড়ই আপশোষ হ'য়েছে না? কিন্তু এখন? এখন আমি যদি তোমাকে কয়েদ-ঘরে পাঠাই? কে তোমাকে রক্ষা করে সোনারচাঁদ? বড় যে সেদিন দরবারে বীরপণা দেখিয়েছিলে? বলি এখন—

রমা।—নারায়ণ !—নারায়ণ !—কে আছ ওখানে—এখনই নারায়ণকে ডেকে নিয়ে এসো।

আপাজি।—আরে রেখেদে তোর নারায়ণ !—সে আমার পায়ের তলায় এসে দাঁড়াবে! এখন তোকে—আচ্ছা থাক্; আজ তোকে আর কিছু বলছি না—আজ তুই থাক্ ;—আজ আগে আমার মুখের গ্রাস ইলাবাঈএর সঙ্গে বোঝা-পড়া করি—তার সেই সোহাগের সখা ভেতো বাঙালী বেটার মাথাটা আগে ছেঁটে আনি—তারপর তোর পালা—মদের পিপেয় পুরে তোকে নাকানিচোপানি খাওয়াব—তবে ছাড়বো,—এখন তুই থাক্— [ প্রস্থান ]

রমা।—বাইরে কে আছিস ? রক্ষী - রক্ষী !—কই কেউ নেই ? পেশোয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি রক্ষী প্রহরীরাও অন্তর্দ্ধান ক'রেছে ! সন্দেহ যে ক্রমেই বদ্ধমূল হ'চ্ছে !

( নারায়ণের প্রবেশ )

নারায়ণ,—এখনই আমার পাঁচজন অস্ত্রধারী প্রয়োজন,—শীঘ্র এনে উপস্থিত করো।

নারা।—এখনই এনে উপস্থিত ক'রছি। [ প্রস্থান ]

রমা।—পেশোয়া রাজধানীতে নাই—কিন্তু পেশোয়ার রাণী আছে, রাণীই রাজার কর্ত্তব্য পালন ক'রবে ; পাপের সাধ্য কি—পেশোয়ার অবর্ত্তমানে আত্ম-প্রকাশ করে। [ প্রস্থান ]

—o—

# তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কালীমন্দির-প্রান্তস্থ পথ। কাল—রাত্রি।

জানোজিআংগ্রে ও মহাদেও।

মহাদেও।—আচ্ছা সরদার—একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রব;
তুমি তো দলবল নিয়ে পেশোয়াকে সাহায্য ক'রতে চ'লেছ,
তোমাকে পেলে পেশোয়া খুবই খুসী হবেন; তবে
অপরাধীর মতন এমন ক'রে চুপি চুপি সহরে ঢোকবার
দরকার কি?

জানোজি।—দরকার একটু আছে বইকি মহাদেও, নইলে
এতটা কষ্ট সইবই বা কেন! কথাটা কি জান,—শুধু
পেশোয়াকে সাহায্য ক'রতেই আমি পুণায় আসিনি,
পুণায় আসবার আমার আরো একটা মৎলব আছে; সে
মৎলব হ'চ্ছে—আমার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ, পুণায় যে
আমার মা র'য়েছেন মহাদেও।

মহাদেও।—সে কি! তোমার মা তো তিন মাস হ'ল মারা
প'ড়েছেন!

জানোজি।—হাঁ—আমার গর্ভধারিণী মা মারা প'ড়েছেন, কিন্তু
আমার জীবন-দায়িনী মা এখনো বেঁচে আছেন, আর তিনি

এই পুণাতেই আছেন তিনি কে জান ? পেশোয়ার মহিষী—মহারাণী রমাবাঈ।

মহাদেও।—য়্যা—মহারাণী রমাবাঈ। সে কি ?

জানোজি।—হাঁ মহাদেও, তিনিই আমার মা; কেমন ক'রে তিনি আমার মা হ'লেন তা শুনবে ? সে বড় মজার কথা। পেশোয়া যখন নাগপুরের যুদ্ধে ব্যস্ত, আমি সেই সময় বসইবন্দর লুঠ ক'রেছিলুম : তার ফলে যুদ্ধে পরাস্ত হ'য়ে বন্দী হই, তুমি তখন আমার দলে আসনি; পেশোয়া বিচার ক'রে আমার প্রাণদণ্ডের হুকুম দেন; আমার মা একথা শুনে—রাণীর কাছে গিয়ে আমার প্রাণভিক্ষা চায়,—রাণী পেশোয়াকে সম্মত ক'রে, নিজে বধ্যভূমে গিয়ে আমাকে মুক্ত করেন! সেইদিন থেকে তিনি আমার মা; আমি তাঁর ছেলে।

মহাদেও।—মহারাণীর এমন অনেক সুখ্যাতি শোনা যায় বটে! আচ্ছা সরদার মহারাণীকে দেখাই যদি তোমার সাধ হয়, তাহ'লেই বা লুকিয়ে গিয়ে ফল কি ? প্রকাশ্যে গেলেই তো ভাল হয়।

জানোজি।—পেশোয়ার দরবারে তুমি কখনো যাওনি মহাদেও, তাই এ কথা ব'লছ। আমার মত লোকের দু'পাঁচশো ফৌজের সাহায্য—পেশোয়ার সাগরপ্রমাণ সৈন্যের মধ্যে বুদবুদ মাত্র! এ নিয়ে পেশোয়ার দরবারে বাহবা পাবার

কোন ভরসাই নেই ; আমার ইচ্ছা একটা কিছু বড় রকমের কাজ ক'রে—মানের সঙ্গে পেশোয়ার দরবারে ঢুকি—পেশোয়ার বিশ্বাসভাজন হ'য়ে চিরজীবন তাঁর কার্য্য করি।

মহাদেও।—তা বড় রকমের কি কাজ হাসিল ক'রবে সরদার ?

জানোজি।—সেইটেই এখন ঠিক ক'রতে হবে মহাদেও।—পাশে এই কালীমন্দির দেখছো, এ বহুকালের মন্দির—শিবাজি মহারাজের আমলের ; এ মন্দিরের মহাকালী বড়ই জাগ্রত, আজ রাত্রে আমি এই মন্দিরে ঢুকে মায়ের সামনে হত্যে দোব—কি ক'রে কাজ হাসিল ক'রবো—মাকে তাই জিজ্ঞাসা ক'রব।

মহাদেও।—সরদার ! ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না ?

জানোজি।—শুধু শোনা কেন মহাদেও—দেখাও যাচ্ছে !

মহাদেও।—তাইতো সরদার ! জনকতক ঘোড়সওয়ার দেখতে দেখতে কাছে এসে পড়ে যে !

জানোজি।—আর বড় কাছে ঘেঁসবে না—ঘোড়া থামিয়েছে দেখছো না—ওই যে গাছে ঘোড়া বাঁধছে ;—বোধ হয় এই মন্দিরেই আসছে !—এসো আমরা একটু সরে দাঁড়াই,—যেন আমাদের না দেখতে পায়।

[ মন্দিরের গাত্র ঘেঁসিয়া উভয়ের অপসরণ ]

( আপাজিরাও ও কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ )

আপাজি।—ভালই হ'য়েছে,—মন্দিরের ফটক খোলাই আছে ; চ'লে এসো—

[ ফটকের মধ্যে সকলের প্রবেশ ]

জানোজি।—লোকটাকে চিনেছি মহাদেও, এ হ'চ্ছে পেশোয়ার ফৌজের সরদার-সেনাপতি ! লোকটা কিন্তু ভারি মাতাল—ভারি পাজি—ভারি মিথ্যাবাদী। আমি যখন ধরা পড়ি, তখন ওই নচ্ছার পেশোয়ার সামনে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছিল—যে আমি নগরের স্ত্রীলোকদের ইজ্জৎ নষ্ট ক'রেছি ! তাইতেই তো পেশোয়া আমাকে বধ করবার জন্য খাপ্পা হ'য়ে ওঠে !

মহাদেও।—বলকি সরদার ! লড়ায়ের সরদার হ'য়ে ও নচ্ছার মিথ্যে কথা কয় ! ছিঃ ! তা সেই শোধটা এখন হাতে হাতে তুলে নিলে হয় না সরদার ?

জানোজি।—শোধ তোলবার তুমি আমি কে ! যার আস্তানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছি—শোধ তুলবেন তিনি !—এই দেখ মহাদেও,—আবার একদল ঘোড়সওয়ার ছুটে আস্‌ছে !

মহাদেও।—ওঃ এসে প'ড়েছে ! ওই দেখ নামছে সরদার।

জানোজি।—মওড়ায় স্ত্রীলোক দেখতে পাচ্ছ ?

মহাদেও।—হাঁ সরদার—তাইতো ! স্ত্রীলোকই বটে ! ওই যে এদিকেই আসছে।

জানোজি।—এসো আমরা সরে দাঁড়াই। [ পূর্ব্ববৎ আত্মগোপন ]

( রমাবাঈ, নারায়ণ ও রক্ষীগণের প্রবেশ )

রমা।—ঘোড়া দেখেই বুঝতে পারা গেছে—নিশ্চয়ই সে এখানে এসেছে।

নারায়ণ।—কিন্তু তিনি একা আসেননি—রক্ষীদল নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে আছে।

রমা।—শত রক্ষী সাথী হ'লেও আজ তার রক্ষা নাই—যখন রাণী নিজে উপস্থিত।

( মন্দির-সংলগ্ন ভবনে আর্ত্তনাদ )

ওকি! রমণীর আর্ত্তনাদ না! ছুটে এসো নারায়ণ ছুটে এসো রক্ষীগণ।

[ সকলের প্রস্থান ]

জানোজি।—মহাদেও! এই আমার মা—এঁরই আমি সন্তান হ'য়েছি! বুঝিবা আমার মতন আর কোন্ হতভাগ্য সন্তানকে রক্ষা করবার জন্য মা আমার এখানে উদয় হ'য়েছেন! মা কালীও দেখছি আমার প্রতি খুবই সদয় মহাদেও, নইলে আমার মনের সাধ মেটাবার এমন ফুরসুদ হঠাৎ পাব কেন? চল ভাই, মার পিছু পিছু চুপি চুপি যাই—মা কি চায় তাই সন্ধান নিই।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—০:*:০—

কালীমন্দির-সংলগ্ন আবাসকক্ষ। কাল—রাত্রি।

সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ধৃত সখারাম ও ইলাবাঈ।

সখারাম।—য়্যাঁ—য়্যাঁ—এ—এ—এ—

ইলা।—বিঠবা! বিষ্ণু! কালী!

( আপাজির প্রবেশ )

আপাজি।—আর কে আছে তোমার যাদুমণি! ডেকে ফেলো—সকলকে ডেকে ফেলো!

সখা।—ইলা! এ সেই আপাজি; যে আমাকে মদ খাইয়েছিল—রাজার বিচারে যে কারাগারে গিয়েছিল—এ সেই আপাজি—

আপাজি।—চোপরাও পাজি! আমি আজ আবার সেনাপতি; আর—আর—সঙ্গে সঙ্গে তোমার এই প্রেয়সীরও পতি,—কি বল সুধামুখী সতী? আরে ছি—চোখ রাঙিয়ে কটমট ক'রে চাইছ কেন চাঁদ—

ইলা।—মন্দিরে কি আজ কেউ নেই? তারা কি কিছু শুনছে না—জানছে না?

আপাজি।—তার জন্য চিন্তা কি চাঁদবদনী—আমার লোকেরা তাদের মুখ বেঁধে মন্দিরের থামে লটকে রেখে এসেছে! এবার তোমাকে—

ইলা।—মন্দিরেশ্বরী মা! বহু যুগ ধ'রে তুমি যে এ মন্দিরে জেগে আছ! আজ এই লম্পট মাতালের দাপটে তুমিও কি চোখ বুজলে মা?

আপাজি।—না—না—না—মা চোখ বুজোয় নি—চোখ মেলে চেয়ে আছে; একটা বড় চমৎকার চীজ দেখবার জন্য মা বেটী চেয়ে আছে;—সে চীজ হ'চ্ছে এই আমাদের যুগল-মিলন;—আমরা দু'জনে গলা-ধরাধরি ক'রে মার সামনে গিয়ে হাজির হ'লে মা বেটী ভারী সুখী হবে।—এসো তো সোহাগের মাণিক আমার গলাটা তোমার—

( ইলাকে ধরিবার জন্য আপাজির অগ্রগমন,—সহসা বক্ষ কম্পন,—কম্পনাতিশয্যে আপাজির পতন, অন্যান্য সকলের অর্দ্ধ পতনাবস্থায় কষ্টে আত্মসম্বরণ। )

একি বাবা! একেবারে হলুম কুপোকাৎ! এ কেমনটা হলো বাবা!—এ আমি নড়ছি, না ঘর নড়ছে! নড়ছি না—কাঁপছি। কাঁপছে কে?

( রমাবাঈ, নারায়ণ ও সৈন্যগণের প্রবেশ )

রমা।—কাঁপছে বসুমতী!—মন্দিরে মাতালের প্রবেশ! সতীর প্রতি লম্পটের অত্যাচার! দেবীর পবিত্র আগারে

দানবের ব্যভিচার! ধরিত্রি কি আর সহ্য ক'রতে পারে? তাই কাঁপছে! নারায়ণ! তুমি তখন আমার কথায় অবিশ্বাস ক'রেছিলে! এখন দেখতে পাচ্ছ? প্রত্যক্ষ সব দেখছ? তবে কেন এখনো চুপ ক'রে র'য়েছ? ওই মহাপাপীকে এখনি বন্দী কর; বিলম্ব ক'রলে বসুমাতা শান্ত হবে না—ধর্ম্ম ধৈর্য্য ধরবে না—রাজার কল্যাণ হবে না;—বন্দী কর নারায়ণ!

নারায়ণ।—কাকে বন্দী ক'রতে বলছেন দেবী!—উনি সেনাপতি।

রমা।—এখানে ও অপরাধী,—বন্দী করো।

নারায়ণ।—পেশোয়ার আদেশ ব্যতীত সেনাপতিকে বন্দী ক'রতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম! আপনার আদেশ এস্থলে শক্তিশূন্য মা!

রমা।—তবে তুমি এখনি এখান থেকে দূর হও; আমার আদেশ পালনে যদি তুমি অসম্মত, তখন তোমার না আসাই উচিত ছিল,—চ'লে যাও তুমি।

নারায়ণ।—উত্তম, চল্লেম আমি।　　　　( প্রস্থান )

রমা।—সৈন্যগণ! তোমরা আমার আদেশ শোনো,—এখনই ওকে বন্দী করো।

১ম সৈন্য। সেনাপতিকে বন্দী করবো!

২য় সৈন্য।—উনি যে আমাদের সেনাপতি!

রমা।—আর আমি যে তোমাদের রাণী !

১ম সৈন্য।—তা জানি, কিন্তু আমরা রাণীর হুকুমে সেনাপতির গায়ে হাত দিতে পারি না ; আমরা সেনাপতির হুকুম মানি।

আপাজি।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—কি ভগিনী ! বলি—ভাবছ কি ! জলে নেমে কুমীরের সঙ্গে লড়াই ক'রতে এসেছো বটে! এখন কে কাকে জব্দ করে তা দেখাচ্ছি তোমাকে ! এই ! আমার হুকুম—এখনই একে বন্দী কর্—

রমা।—কি !—

১ম সৈন্য।—মা ! আমরা সেনাপতির হুকুমের চাকর ; আপনি এখনই এখান থেকে পালান,—নতুবা আমরা হুকুম তামিল ক'রতে—

সখারাম।—সৈন্যগণ ! আমাদের প্রাণ নিতে হয়—নাও ; কিন্তু রাণীর গায়ে হাত দিও না—মনে থাকে যেন—উনি আমাদের মা—

আপাজি।—মায়ের নামে আজ আর রক্ষা পাচ্ছ না যাদু ! মনে থাকে যেন, যে তোমার মা—আমি তার যম !

( এক লম্ফে জানোজির কক্ষ মধ্যে আবির্ভাব )

জানোজি।—আর আমি হচ্ছি—যমের যম !

[ আপাজির কণ্ঠ ধারণ ]

আপাজি।—কে এ,—কে এ—বদমাস ! আকাশ থেকে লাফিয়ে পড়ল না কি ? তফাৎ—তফাৎ করো একে—

জানোজি।—( কটিদেশ হইতে পিস্তল বাহির করিয়া ) খবরদার! এক পা এগোলে গুলি ছুটবে! জান আমি কে?—জানোজি আংগ্রে!—যার নাম শুনলে—তোরা তো তুচ্ছ প্রাণী—অনেক রাজা-রাজড়ার বুক পর্য্যন্ত ঢিব-ঢিব ক'রে কেঁপে ওঠে!—দুশো যোদ্ধার মহড়া যে একলা নিতে পারে।—আমি সেই আংগ্রে,—আর আমার সঙ্গে ওই দেখ বাইরে পঞ্চাশ জন সেপাই বন্দুক ধ'রে দাঁড়িয়ে! মা! মা! অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্? আমাকে চিনতে পারছিস্ না? ভাল ক'রে ভেবে দেখ দেখি মা—সে অনেক দিনের কথা—এক বছরের ওপর হবে—আমি পেশোয়ার দরবারে বন্দী হ'য়ে এসেছিলুম—পেশোয়া আমার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিয়েছিলেন, কিন্তু তুই মা—আমার বুড়ো মায়ের প্রার্থনায় আমাকে খালাস ক'রে দিয়েছিলি! মনে পড়ে মা?

রমা।—হাঁ—মনে প'ড়েছে: তুমি সেই আংগ্রে।

জানোজি।—হাঁ—মা! আমি তোর সেই পাগলা ছেলে! আমি আজ একশো জাহাজ আর হাজার ফৌজের মালিক হ'য়েছি। পেশোয়ার সঙ্গে হায়দর আলির লড়াই হবে শুনে, পেশোয়াকে সাহায্য ক'রতে এসেছি মা! পথ দিয়ে যেতে যেতে চীৎকার শুনে এখানে আসি,—বাইরে এতক্ষণ লুকিয়ে ছিলুম,—মার বিপদ বুঝে—মাকে চিনতে পেরে,



৫

ঠিক সময়েই পায়ের গোড়ায় হাজির হ'য়েছি! ওই রাঙা পা দু'খানি দেখবার সাধ অনেক দিন থেকে মনে জাগছিল, আজ সে সাধ পূর্ণ হ'ল! মা! যে হুকুম ওদের দিচ্ছিলি— সেই হুকুম এখন তোর ছেলেকে দে মা—

রমা।—আংগ্রে! পুত্র আমার—মাতৃভক্ত সন্তান! মায়ের আদেশ পালন ক'র তবে,—এই আপাজিরাও আর এই সব সৈন্যদের এখনি বন্দী করো,—এরা বিদ্রোহী।

আপাজি।—সৈন্যগণ! তলোয়ার চালাও—

জানোজি।—আমরা তা'হলে গুলি চালাব; তোমাদের কটাকে পীপড়ের মতন টিপে মারতে আমি একাই যথেষ্ট! এই দণ্ডে তলোয়ার নামাও।—মহাদেও!

( সলম্ফে মহাদেওয়ের প্রবেশ )

মহাদেও।—সরদার!

জানোজি।—আগে মাকে প্রণাম করো—[ মহাদেওয়ের তথাকরণ ] আর এদের পিছমোড়া ক'রে বাঁধো—এরা আমার মার অপমান ক'রেছে। বাঁধো এদের—যে বাধা দেবার চেষ্টা ক'রবে, আমি তাদের গুলি ক'রে মারবো।

( জানোজির পিস্তল লক্ষ্য করণ,—মহাদেওয়ের আপাজি প্রভৃতিকে বন্ধন )

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০:*:০—

বেদনুর-সীমান্ত। কাল—মধ্যাহ্ন।

টিপু সুলতানের সৈন্য-শ্রেণীর ছাউনির পার্শ্বস্থ পথ।
পুরুষবেশী আনন্দীবাঈএর গমন, যোদ্ধৃপুরুষবেশী জোবেদীর
অতি সন্তর্পনে তাহার অনুসরণ ও আনন্দীর স্কন্ধে
হস্তার্পন ;—চমকিতভাবে জোবেদীর দিকে ফিরিয়া
আনন্দীর তরবারি নিষ্কাসন, সঙ্গে সঙ্গে
জোবেদীরও তরবারি ধারণ।

আনন্দী।—[ জোবেদীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ]—বটে! দেখছি তুমি রমণী!

জোবেদী।—আর মহাশয়া বুঝি পুরুষ?

আনন্দী।—তোমার কি ধারণা—আমি পুরুষ নই?

জোবেদী।—কি ক'রে বলি বলুন,—জহুরীই জহর চেনে; আপনি জহর দেখেই যখন তার কদর বুঝেছেন,—তখন আমিও যে আপনাকে ঠিক ঠাওর ক'রতে পারিব, তাতে আর কথা কি! আমি যে মহাশয়েরই জাতীয়া।

আনন্দী।—তোমার উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি?

জোবেদী।—জিজ্ঞাসা করা বৃথা,—কেন না দুজনেরই উদ্দেশ্য এক সূত্রে গাঁথা! পীরিতের বাঁধনে দুজনেই বাঁধা প'ড়েছি!

আনন্দী।—কি বলছ তুমি?

জোবেদী।—কিছুইনা,—পরিহাস ক'রছি! বলি মহাশয়া তো স্থলতান সাহেবকে পীরিতের ছিকলিতে বাঁধতে এসেছেন?

আনন্দী।—তুমি যে দেখছি একটি আস্ত পাগল!

জোবেদী।—ভাল;—আমার তাহ'লে দোষ নেই কিন্তু,—আমি সেপাইদের ডাকি তাহ'লে! আর স্থলতানকেও বলি—প্রাণ হাতে ক'রে রাত্রিকালে আনন্দীবাঈয়ের মন্দিরে যাবার দরকার কি—সে যখন আমাদের ছাউনির মধ্যেই উপস্থিত।

আনন্দী।—চুপ কর বোন,—বুঝিছি, বুদ্ধিতে তুমি আমার চেয়ে কম নও; আমার তো পরিচয় পেয়েছ—এখন তোমার পরিচয় দাও; আমাকে বিশ্বাস ক'রে সব কথা বলো, আমিও সমস্ত ব'লব; তুমি আজ থেকে আমার ভগিনী, আমাকেও তোমার ভগিনী ব'লে জেনো!

জোবেদী।—এই তো ঠিক কথার মত কথা বোন! আমি কে শুনবে? আমার নাম জোবেদী, আমি নবাব হায়দর আলির আত্মীয়ের মেয়ে, বাপের মৃত্যুর পর নবাবের আলয়ে পালিতা হই,—নবাব-পুত্র স্থলতান টিপুর সঙ্গে আমার আশনাই—

আনন্দী।—বিবাহ কি এখনও হয়নি ?

জোবেদী।—না ;—হবে কি না তাও বলা যায় না! আর যদি সুলতানের সঙ্গে আমার বিবাহ না হয়—দুনিয়ায় আমার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না!

আনন্দী।—এখন তোমাকে বিবাহ ক'রতে কি সুলতানের ইচ্ছা নেই ?

জোবেদী।—বোধ হয় নেই।

আনন্দী।—কেন ?

জোবেদী।—তোমার জন্য!

আনন্দী।—আমার জন্য ?

জোবেদী।—হাঁ—তোমারই জন্য, কারণ—তোমার প্রকৃতি যেমন, সুলতানের প্রকৃতিও ঠিক সেই রকম! তাই তোমাকে বিবাহ করবার জন্য সুলতান উন্মত্ত! আমার ধারণা ছিল, সুলতান তোমাকে বিবাহ ক'রতে ইচ্ছুক হ'লেও—হিন্দুর মেয়ে তুমি—তুমি তাকে বিবাহ ক'রতে কখনই সম্মত হবেনা ; কিন্তু এখন দেখছি, তুমিও তার প্রেমে অন্ধ!

আনন্দী।—ভগিনী! তুমি বড় ভুল ধারণাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছো!—আমি হিন্দুর মেয়ে—সুলতানকে আমি বিবাহ করব! তবে এ ভাবে আমি এখানে এসেছি কেন ? সুলতানকে চিঠি আর তসবীর দিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে এলুম কেন ?—সুলতানের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য!

সুলতানকে হাতে পেয়ে—উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে, আমি জানাব—আনন্দীবাঈকে বিবাহ করবার বাসনা ক'রে হৃদয়ে সে কি দুরাশা পোষণ ক'রছে !

জোবেদী।—তুমি কি তাহ'লে সুলতানকে হত্যা করবার সঙ্কল্প ক'রেছ ?

আনন্দী।—সে কথা এখন বলা বৃথা, আর তা শুনে তোমার কোন লাভ নাই ; তবে, আর যে বেশীদূর অগ্রসর হব না—এটা স্থির ; কেননা—তাহ'লে যে আমার ভগিনীর প্রাণে বড় দাগা লাগবে !

জোবেদী।—তবে এখন তাকে কি ক'রবে ?

আনন্দী।—তুমি যা ক'রতে ব'লবে।

জোবেদী।—ভগিনী ! আমি তোমার কীর্ত্তিকাহিনী অনেক শুনেছি ; তুমি নাকি অসাধ্য সাধন ক'রতে পার ! আচ্ছা, আমার এই বদমেজাজী প্রণয়ীটিকে আমার আপনার ক'রে দিতে পারনা ?

আনন্দী।—কেন পারব না ?—এ আর এমন কঠিন কি ?

জোবেদী।—তাহ'লে ভগিনী—চিরজীবন তোমার কেনা হ'য়ে থাকি !

আনন্দী।—তুমি কি ভগিনী সুলতানের জ্ঞাতসারেই এখানে আছ ?

জোবেদী।—না, আমি সৈনিকের ছদ্মবেশে তাঁর সঙ্গে এসেছি।

আনন্দা।—তাহ'লে বোন, আমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন ক'রে তুমি আমার সঙ্গে এসো,—সেখানে দুই বোনে ব'সে পরামর্শ করব; আজ রাত্রেই তোমার সুলতানকে তোমার আপনার ক'রে দোব।

জোবেদী।—বেশ কথা,—আমি এতে রাজী আছি; তুমি তো আমার দিদি—তোমার বাড়ীতে যেতে আমার আপত্তি কি!

[ উভয়ের প্রস্থান ]

---

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

---

বেদনুর—সুসজ্জিত প্রাসাদ কক্ষ। কাল—রাত্রি

বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিতা রঙ্গিণীগণ।

গীত।

বদনে বদনে বল মদনের জয়।
ত্যজি লাজ মান ভয় প্রাণ মানে পরাজয়
কল হাসি খেলে আজি সারাপুরীময়—
মদনের প্রিয় দূত কুহু রবে কথা কয়॥
শুনি মদনের বাঁশী অধরে ফুটিল হাসি
নব অনুরাগে প্রেম-অভিলাষী—
ছুটে আসে কুলনারী ভুলি আপনায়॥

ধর ধর ধর তান সিন্ধু কাম্পাবতী গান
নয়নে ছোটাও খরতর বান ;
অতনু সে ফুলধনু হবেন সদয়—
চইতি চাঁদিনী রাতি হবে মধুময় ॥

[ প্রস্থান ]

( অত্যুজ্জ্বল পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আনন্দীর প্রবেশ। )

আনন্দী।—আজ আমার কঠোর পরীক্ষা! যে বুদ্ধি ও কৌশলের প্রভাবে রঘুনাথরাওকে পরাজিত করেছি,—মহাশক্তিশালী টিপু সুলতানকে বশীভূত করেছি,—সেই বুদ্ধি ও কৌশল আজ পেশোয়ার ওপর প্রয়োগ ক'রে তার হৃদয় অধিকার করবার সঙ্কল্প করেছি।—স্বয়ং পেশোয়ার শিবিরে গিয়ে রঘুনাথরাওয়ের তরবারি তাঁর পদতলে অর্পন করে আনুগত্য স্বীকার করেছি! সরল মহারাষ্ট্র-বীরের মনে আমার বিরুদ্ধে আর কিছু মাত্র বিদ্বেষ নেই—কোনো সন্দেহ নেই ; তাঁর মুখ দেখে বুঝেছি—আমার শৌর্য্য-বীর্য্য—বুদ্ধি-কৌশল দর্শনে তিনি চমৎকৃত হয়েছেন! আমার গুণমুগ্ধ, রূপমুগ্ধ, চমৎকৃত পেশোয়ার হৃদয় অধিকার করা বোধ হয় আমার পক্ষে এখন আর কঠিন হবে না! আজ যদি পেশোয়াকে আয়ত্ত করতে অক্ষম হই, তাহলে বুঝবো—আনন্দীবাঈএর রূপগর্ব্ব বৃথা— শৌর্য্য-বীর্য্য মিথ্যা।

[ সিংহাসনে উপবেশন ]

( জনৈক রঙ্গিণীর প্রবেশ )

১ম রঙ্গিণী।—রাণী! পেশোয়া এসেছেন।

আনন্দী।—এসেছেন পেশোয়া! উত্তম; সসম্মানে তাঁকে নিয়ে এসো।

( দুইজন রঙ্গিণী-সহ মাধবরাওয়ের প্রবেশ )

আনন্দী।—[ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া পেশোয়ার সম্মুখে নত জানু হইয়া ] পূজ্য পেশোয়া! হিন্দুস্থানের উজ্জ্বল ভাস্কর! অধিনী আনন্দীর অভিবাদন গ্রহণ করুন।—[ পেশোয়ার বস্ত্র-প্রান্ত চুম্বন করিয়া ] আমি সাগ্রহে পেশোয়ার প্রতীক্ষা করছিলুম,—পেশোয়ার পবিত্র পরিচ্ছদ স্পর্শ করে আজ হৃদয় আমার পুণ্যময়—জীবন আমার সার্থক!

মাধব।—[ আনন্দীর হস্ত ধরিয়া তুলিয়া ] আপনি উঠুন বাঈ সাহেবা! এত কুণ্ঠিত হয়ে আমার সম্বর্দ্ধনা করবার কোন প্রয়োজন নাই।

আনন্দী।—রাজাধিরাজ! রাজ-অনুকম্পা প্রকাশ ক'রে এই আসনে অধিষ্ঠিত হ'য়ে অধিনা আনন্দীকে কৃতার্থ করুন।

মাধব।—আপনিও আসন গ্রহণ করুন বাঈ সাহেবা।

আনন্দী।—মহামান্য পেশোয়ার সমক্ষে আসন গ্রহণ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা!

মাধব।—ধৃষ্টতা কেন হবে বাঈ সাহেবা ! আমি সরলতার পক্ষপাতী, রাজকীয় আদবকায়দার বশীভূত নই ; বিশেষতঃ আজ আমি আপনার নিমন্ত্রিত অতিথি, এখানে আমি পেশোয়া নই ! আপনি আসন গ্রহণ করুন।

আনন্দী।—পেশোয়া যদি স্বহস্তে অধিনীকে আসনে স্থাপিত করেন, তাহ'লে আমি আসনে অধিষ্ঠিতা হ'তে পারি—অন্যথায় নয় !

মাধব।—আপনার ন্যায় নারীরত্নকে স্বহস্তে সিংহাসনে স্থাপন করবার অধিকার প্রাপ্ত হ'য়ে—আমি ভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই। [ আনন্দীকে তাঁহার সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া ] বাঈ সাহেবা ! পেশোয়া মাধবরাও আজ স্বহস্তে আপনাকে বেদস্থরের সিংহাসনে স্থাপিত ক'রলে, বংশানুক্রমে আপনি এই সিংহাসনের অধিশ্বরী ; চন্দ্রসূর্য্য স্থানচ্যুত হ'লেও পেশোয়া বিদ্যমানে কেউ আপনাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রতে সক্ষম হবে না—স্বয়ং পেশোয়াও না !

আনন্দী।—মহান পেশোয়া ! অধিনী আনন্দীর প্রতি আপনার এই করুণা যেন চিরস্থায়ী হয়। এখন আপনি অনুগ্রহ ক'রে আসনে অধিষ্ঠিত হোন ; পেশোয়ার যোগ্য সিংহাসন আমার ভবনে নেই !

মাধবরাও।—আমি তো পেশোয়ার যোগ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত

হয়ে আপনার আলয়ে আসিনি রাণী! এই আমার যোগ্য আসন। [ উপবেশন ]

আনন্দী।—আমার অনুরোধে আপনি সেনানীর পরিচ্ছদে এখানে আসাতে আমি অধিকতর আনন্দিত হয়েছি! কারণ আমার ইচ্ছা—টিপুসুলতান এখানে এসে যেন আপনাকে পেশোয়া ব'লে চেনবার অবকাশ না পায়। স্পর্দ্ধিত সুলতান আমার প্রেমার্থী হ'য়ে এখানে আসছে; কিন্তু এখানে এসে সে দেখতে পাবে—রাণী আনন্দীবাঈএর সিংহাসন-সম্মুখে সে একজন বিচারপ্রার্থী—অপরাধী মাত্র! এই টিপু সুলতানের বিচার-ভার নেবার জন্য আমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি—মানব জাতীর যোগ্য বিচারপতি—মহারাষ্ট্রপতি-পেশোয়ার অনুমতি ভিক্ষা ক'রছি।

মাধব।—মহারাণী আনন্দীবাঈএর বিচার পদ্ধতি স্বচক্ষে দর্শন করে মহারাষ্ট্রপতি পেশোয়া আজ ধন্য হবে;—অনুমতি ভিক্ষা অনাবশ্যক।

( দুইজন প্রহরী-সহ বদ্ধচক্ষু টিপু সুলতানের প্রবেশ )

টিপু।—কতদূর—কতদূর আর কতদূর আমাকে এমন করে নিয়ে যাবে? আর কতক্ষণ আমাকে এ ভাবে যেতে হবে?

আনন্দী।—আর যেতে হবেনা সুলতান টিপু; আপনি অকুস্থানেই উপস্থিত হ'য়েছেন!—এখনই সুলতান সাহেবের চক্ষু খুলে দাও।

( প্রহরীদ্বয় কর্ত্তৃক চক্ষুর আবরণ উন্মোচন,—
সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল আলোক পাত )

টিপু।—একি !—এ কোন্ স্থান।—আমি এখন কোথায় !

আনন্দী।—আনন্দীবাঈয়ের সম্মুখে।

টিপু।—কে—কে—আনন্দীবাঈ কে ?

আনন্দী।—আমিই আনন্দীবাঈ—সুলতান টিপু !

টিপু।—আপনি !—আপনি আনন্দীবাঈ ?

আনন্দী।—বিস্মিত হচ্ছেন কেন সুলতানসাহেব ? যাকে প্রেম-পাশে বন্দিনী করতে এসেছেন, তাকে রাণীরূপে সিংহাসনে সমাসীন দেখে কেন আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন ? আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন ? বসুন না !

টিপু।—আমি দেখছি—মুগ্ধ ভাবে তোমার রূপ-মাধুরী দেখছি ! তুমি আনন্দীবাঈ ! সত্যই কি তুমি আমাকে ভাল বেসেছ ?

আনন্দী।—তোমাকে ভাল না বাসলে এমন খাতির করে এখানে আনব কেন সুলতান সাহেব ? আমার এ মন্দিরে মক্ষিকারও প্রবেশ করবার সামর্থ নাই।

টিপু।—তা—তা—তা—ই—ইনি কে ?

আনন্দী।—ইনি পেশোয়ার প্রতিনিধি। আমার সঙ্গে সন্ধি-স্থাপনের জন্য পেশোয়ার কাছ থেকে ইনি এসেছেন।—দেখুন সুলতান ! পেশোয়া অঙ্গীকার করেছেন যে জীবন

'সঙ্গে তিনি কখনো বেদনুরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না। পেশোয়ার সঙ্গে নিতান্ত রূঢ় আচরণ করেও আমি যখন এমন সুব্যবহার পেয়েছি, তখন আপনার সঙ্গে চির-পরিচিত আত্মীয়ের মতন ব্যবহার করে আমি বোধ হয় অপেক্ষাকৃত বেশী কিছু প্রত্যাশা ক'রতে পারি !

টিপু।—নিশ্চয়—নিশ্চয় বাঈসাহেব ! এতে আর কথা কি—এতে আর কথা কি ?

আনন্দী।—কথা একটু আছে বইকি সুলতান ! আমি আপনার সঙ্গে এই প্রাসাদে বসে প্রেম ক'রব, অথচ আমার মস্তক লক্ষ্য ক'রে আপনার কামান দানবের মতন সুযোগ প্রতীক্ষা করছে। আপনার গোলন্দাজগণ এমন ভাবে তোপখানা সাজিয়েছে যে, প্রত্যেক গোলাটি আমার প্রাসাদের ওপর এসে পতিত হবে ! এতে কি সুস্থির হয়ে প্রেম করা চলে সুলতান ?

টিপু।—এইকথা ! আচ্ছা—আমি তোপখানা স্থানান্তরিত করবার হুকুম দোব।

আনন্দী।—দোব নয়—এখনই দেওয়া চাই ;—আপনি আপনার তোপখানার মালিক গোলামকাদেরের ওপর হুকুমনামা লিখে দিন ;—[ রঙ্গিণীর প্রতি] এই ! সুলতান সাহেবকে কাগজ কলম দে।

(জনৈক রঙ্গিনীর মসিপত্র, কাগজ, কলম প্রদান ও টিপুর লিখন)

টিপু।—এই আমি হুকুমনামা লিখে দিলেম।

আনন্দী।—দেখি!—[ রঙ্গিণীর পত্র প্রদর্শন ও পাঠ ] হাঁ, ঠিক হয়েছে।—[ প্রহরীর প্রতি ] দেখো—এই জরুরী চিঠি এখনই স্থলতানের তোপখানায় পহুঁছে দেওয়া চাই;—সেনাপতি গোলামকাদেরের নামে চিঠি,—যাও।

[ প্রহরীর প্রস্থান ]

টিপু।—কেমন খুসী হয়েছো তো বাঈসাহেব!

আনন্দী।—বহুত খুসী হয়েছি স্থলতানসাহেব!—এতক্ষণে মনটা অনেকটা স্থির হ'লো;—নইলে মাথার ওপর খাঁড়া টাঙানো থাকলে মন কি কখনো স্ফূর্ত্তি মানে,—না, নিশ্চিন্ত মনে প্রণয় করা চলে! আচ্ছা দেখুন, আপনি আমাকে বিবাহ করবেন তো?

টিপু।—বিবাহ!

আনন্দী।—ওকি! বিবাহের নাম শুনে চমকে উঠলে যে! স্থলতান টিপু! তুমি কি বিবাহিত?

টিপু।—না এখনও আমি অবিবাহিত!

আনন্দী।—জীবনে কখনো কি তুমি কোন রমণীকে ভালবাসনি? সত্য কথা বলো; আমি জানি, টিপু স্থলতান; সয়তান নয়!—সে কখনো মিথা বলেনা। মিথ্যবাদী কে আমি বড় ঘৃণা করি।

টিপু।—টিপু স্থলতান কখন মিথ্যা বলেনা বাঈসাহেব,—সত্য

কথাই বলি শোন ; জোবেদী নাম্নী এক রমণীকে আমি কিছুকাল ভালবেসে ছিলেম—প্রেমও করে ছিলেম, কিন্তু তোমার কথা শুনে অবধি তার ওপর আমার কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মেছে।

আনন্দী।—ভালই হ'য়েছে!—কিন্তু দেখ সুলতান, আমার একটা গুরুতর প্রতিজ্ঞা আছে;—আমি যাকে ভালবাসব, তার আর কোনো ভালবাসার পাত্রী থাকে—এ আমার অসহ্য! অন্ততঃ সে যেন জীবনে কখনো আমার সম্মুখে উদয় হবার অবকাশ না পায়! আমি তোমাকে আত্মদান ক'রব সুলতান কিন্তু এই সর্ত্তে—যদি কখন তোমার পূর্ব্ব প্রণয়-পাত্রী জোবেদী আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহ'লে সেই মূহুর্ত্তে আমাদের দাম্পত্য-সম্বন্ধ ঘুচে যাবে—ভ্রাতা-ভগিনী সম্বন্ধ স্থাপিত হবে।

( সৈনিক পরিচ্ছদে জোবেদীর প্রবেশ )

জোবেদী।—তাই হোক—তাই হোক—তোমাদের মধ্যে এই সম্বন্ধই স্থাপিত হোক ;—আমিই জোবেদী!

টিপু।—একি!—জোবেদী! জোবেদী!!

আনন্দী।—য়্যাঁ—য়্যাঁ—জোবেদী! আমার প্রণয়-পাত্রের, প্রণয়-পাত্রী সয়তানি জোবেদী! উঃ অসহ্য! অসহ্য!! আমার আত্মহত্যা ক'রতে ইচ্ছা হ'চ্ছে! না—না—না— এই—এই সয়তানীকে খুন করবার উদ্দাম প্রবৃত্তি মনে

জেগে উঠছে!—ওঃ আমাদের সমস্ত আশা পণ্ড করে দিলে! আমার প্রতিজ্ঞা যে পণ্ড হবার নয়—প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'রতেই হবে! সুলতান সুলতান! আজ থেকে তুমি আমার স্নেহময় ভ্রাতা, আমি তোমার ভগিনী—আর এই জোবেদী আমার ভ্রাতৃজায়া!

( জোবেদীর কণ্ঠে নিজ কণ্ঠহার প্রদান )

টিপু।—য়্যা।—এ স্বপ্ন—না তন্দ্রা! মোহ—না—মায়া! স্বপ্ন কি ভেঙ্গে গেল—তন্দ্রা কি ছুটে গেল—আশা কি চূর্ণ হ'ল।—এই তো—এই তো—জোবেদী! সত্যই তো জোবেদী!

জোবেদী।—হাঁ সুলতান—আমি তোমার সেই চির-পরিচিতা বাঁদী জোবেদী! তোমারই ইচ্ছায় আমি আজ রণরঙ্গিণী জোবেদী! তোমারই সাধ পূর্ণ ক'রতে—গভীরতর নিরবতার মধ্যে তীব্রতর কর্ম্মশীলা আমি জোবেদী!

টিপু।—জোবেদী—তুমি—তুমি—

আনন্দী।—ক্রুদ্ধ হয়ো না ভাই, ক্রুদ্ধ হয়োনা,—জোবেদীর ওপের ক্রোধ ক'রনা; বিধি লিপি কে খণ্ডন করে?—জোবেদী যে নারী-কুলে রত্ন! যে দৃষ্টিতে ভগিনীকে দর্শন কর—সেই দৃষ্টি আমার ওপর নিক্ষেপ কর।—কত প্রভেদ বুঝতে পারবে!

টিপু।—হাঁ—এবার বুঝিছি—বেশ বুঝেতে পেরেছি ভগিনী;—এক বিপুল রাজ্যের অধীশ্বর যে—লক্ষ লক্ষ নর নারীর

সর্ব্বস্ব যার ওপর নির্ভর ক'রছে, এক ইঙ্গিতে তুমি তার ভুল ভেঙ্গে দিয়ে কর্ত্তব্য বুঝিয়ে দিয়েছো বোন! আজ থেকে সত্যই তুমি আমার ভগিনী; আমার তসলীম নাও বোন। আমাকে তোমার মাতৃগর্ভজাত ভ্রাতা বলেই জেনো। এসো—জোবেদী, আমার ভগিনীকে প্রণাম ক'রে আমার সঙ্গে এসো ;—আজ থেকে তুমি আমার সহধর্ম্মিনী!

( জোবেদীর কুর্ণিশ, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি,—আনন্দীর হস্তসঙ্কেতে আশীর্ব্বাদ ; জোবেদীকে লইয়া টিপুর প্রস্থান )

আনন্দী।—[ প্রহরীর প্রতি ] এঁদের সঙ্গে যাও,—শিবিরে পঁহুছবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে এসো—যানবাহনের যেন কোন ত্রুটি না হয়। [ প্রহরীর প্রস্থান ]

পেশোয়া! আপনি বোধ হয় এই অপরূপ বিচার-অভিনয় দেখে বিস্মিত হ'য়েছেন। কিন্তু এর একটু রহস্য আছে ;—এই জোবেদী সুলতানকে পাবার জন্য আমার শরণাপন্ন হয়—তাই এই বিচার অভিনয়!

মাধব।—ধন্য আপনি আনন্দীবাঈ! ভগবান আপনাকে লোক-পালনের—সাম্রাজ্য-শাসনের সামর্থ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছেন ; অহিতুণ্ডিকেরা সর্পকে যেমন সহজে আয়ত্ত ক'রতে পারে, মানুষকে হেলায় বশীভূত ক'রতে আপনিও তেমনি সক্ষম।

৭

আনন্দী।—স্পষ্টবাদী পেশোয়ার বদনে পুষ্পচন্দন পড়ুক তাহ'লে! [ রঙ্গিনীদিগের প্রতি চাহিয়া অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত,—তাহাদের প্রস্থান ] পেশোয়া! লোকে বলে আপনি অপ্রেমিক, নারীর মনোরঞ্জনে আপনি নাকি অক্ষম; কিন্তু আমি দেখছি—এ বিষয়ে আপনার ক্ষমতা অসাধারণ!

মাধব।—না বাঈসাহেবা! এ আপনার ভুল ধারণা, নারীর মনোরঞ্জনে আমার কোন কৃতিত্ব নাই; প্রেমের অভিনয়ে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।

আনন্দী।—বিলক্ষণ! এমন ভুবনমোহন প্রিয়দর্শন পুরুষ আপনি, নারীর মনোরঞ্জনে আপনার কৃতিত্ব নেই? প্রেমের অভিনয়ে আপনি অক্ষম? এমন যে প্রেমহীনা হৃদয়হীনা—কঠিনপ্রাণা নারী আমি—আমাকেও আপনি মুগ্ধ ক'রেছেন! আপনার বচন, আপনার আচরণ—আপনার ওই প্রফুল্ল ইন্দীবর-তুল্য মোহময় লোচন—আমাকে তন্ময় ক'রেছে, পাগল ক'রেছে! আমার প্রেমশূন্য নিরস শুষ্ক হৃদয়কুঞ্জে নব অনুরাগের কিসলয়-পুঞ্জের সঞ্চার ক'রেছে!—শুষ্ক তরু ফলফুল মুকুল ধ'রে অতুল হ'য়ে উঠেছে!

মাধব।—বাঈসাহেবা! আপনি এসব কি ব'লছেন? আমি কিছু বুঝতে পারছি না!

আনন্দী।—বুঝতে পারছ না? নির্ব্বোধ পুরুষ! আমার কথা কি এতই দুর্ব্বোধ্য? বুদ্ধিতে বৃহস্পতি তুমি—হীনবুদ্ধি

নারীর মনোভাব বুঝতে পারছনা? অমন প্রাঞ্জল প্রদীপ্ত নেত্র তোমার—সে কি কেবল আততায়ীকে দগ্ধ ক'রতে? কুরঙ্গিনী রমণীর অন্তরে দাবানলের বিকাশ ক'রতে? প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী নারীর হৃদয়ের ছবি লক্ষ্য ক'রতে তোমার ওই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির কি কোন সামর্থ্যই নেই! হায় হতভাগ্য পুরুষ! তুমি আবার পুরুষত্বের গর্ব্ব করো—পুরুষ-সিংহ ব'লে আত্ম-প্রতিষ্ঠা ক'রতে চাও? নারীর ইঙ্গিত বোঝ না—নারীর কটাক্ষ লক্ষ্য কর না—তবু তুমি পুরুষ! ধিক!

মাধব।—রাণী আনন্দীবাঈ! আপনি দেখছি অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছেন! আপনার সম্বন্ধে আমার অন্তরে বড় উচ্চ ধারণা বদ্ধমূল হ'য়েছে! সে ধারণাকে দুর্ব্বল হ'তে দেওয়া কখনই শোভন নয়। এখন আমার পক্ষে এ স্থান ত্যাগ করাই সঙ্গত।

আনন্দী।—না—না—তা হবেনা—তা হ'তে পারে না! এ রাত্রে কোথায় যাবে তুমি? এমন সুন্দর রজনী—এমন সুবাসিত সুসজ্জিত কক্ষ—বাইরে অমন সুধাংশুর অমল ধবল কিরণজাল বিস্তৃত—আর সম্মুখে তোমার ফুটন্ত পুষ্প স্তবকতুল্য এমন নিরূপমা নারীরত্ন! এসব ফেলে কোথায় যাবে প্রিয়তম? [ সবেগে পেশোয়ার সমীপবর্ত্তী হইয়া ] পেশোয়া! পেশোয়া! পেশোয়া! আমার সর্ব্বস্ব! আমার

প্রিয়তম! আমার এই আয়োজন—এই চেষ্টা—এই যত্ন—এই আকিঞ্চন—কেন তা জান কি? তোমার জন্য, কেবল তোমার জন্য;—তোমাকে পাবার জন্য;—তোমাকে পাবার জন্য। কত দিন—কত মাস—কত বর্ষ ধ'রে কল্পনার চক্ষে তোমাকে ধ্যান ক'রে আসছি! আজ আমার বাসনা পূর্ণ হ'য়েছে—আজ আমার তপস্যা সফল হ'য়েছে; আমার এই মহা তপস্যার মহাফল—তোমার সঙ্গলাভ।—পেশোয়া! পেশোয়া! তুমি আমার প্রভু—তুমি আমার স্বামী—তুমি আমার সর্ব্বস্ব! আমি তোমার পদানতা দাসী—আমাকে গ্রহণ করো—

মাধব।—নারায়ণ! নারায়ণ! [ স্বগত ] কুলদেব গণপতি! আমাকে এ দানবীর গ্রাস থেকে রক্ষা করো!—[ প্রকাশ্যে ] আনন্দীবাঈ! এই জন্যই কি তুমি পেশোয়াকে আমন্ত্রণ ক'রে তোমার বিলাসভবনে এনেছিলে? তোমার অদ্যকার এই সব আয়োজন পেশোয়াকে প্রণয়জালে আবদ্ধ করবার উপাদান মাত্র তাহ'লে? আনন্দীবাঈ! পেশোয়া মাধবরাওকে তোমার প্রণয়-শরে বিদ্ধ করবার কল্পনা ক'রে তুমি ভয়ঙ্কর ভুল ক'রে ফেলেছো!—পেশোয়ার হৃদয়ের আবরণ গণ্ডারের চর্ম্মের চেয়েও ভীষণ,—প্রেমের প্রহরণ এ অঙ্গে নিষ্ফল!

আনন্দী।—পেশোয়া! পেশোয়া! এ তো আমার প্রেমের খেলা

নয়—প্রণয়ের ছলনা নয়; অল্পবুদ্ধি নারী আমি—তোমার গুণে মুগ্ধ হ'য়ে তোমাকে ভালবেসেছি! আমার এ ভালবাসা নরকের পুতিগন্ধভরা নয়—স্বার্থময় সংসারের ক্লেদময় আবর্জ্জনা নয়!—মনে প্রাণে আমি তোমাকে ভালবেসেছি; তোমার সহধর্ম্মিণী হবার—সঙ্গিনী হবার—দাসী হবার—আকাঙ্ক্ষা রাখি,—শরণাগতা নারীকে চরণে স্থান দাও প্রাণাধিক!

মাধব।—অসম্ভব! তোমার এ প্রার্থনা নিষ্ফল; বিবাহিত আমি—তোমাকে গ্রহণ করবার সামর্থ্য আমার নাই; আমায় মার্জ্জনা করো আনন্দীবাই।

আনন্দী।—না—না—দয়া কর—দয়া কর,—রক্ষা কর আমাকে, আমার এ রূপ—এ যৌবন—এ লাবণ্য—এ কামনা—এ বাসনা ব্যর্থ ক'র না; আমাকে গ্রহণ করো।—আমার সাহচর্য্য পেলে তুমি অসাধ্য-সাধনে সক্ষম হবে,—গ্রহণ কর আমাকে। [ ছুটিয়া গিয়া শোফা হইতে পুষ্পমাল্য আনিয়া ] এই দেখ—এই দেখ প্রিয়তম! কি সুন্দর পুষ্পমাল্য তোমার জন্য স্বহস্তে নির্ম্মাণ ক'রে রেখেছি! এই মাল্য তোমার ওই অনুপম কণ্ঠে অর্পণ ক'রে স্বর্গীয় সুখ আয়ত্ত করবার কামনা ক'রেছি,—আমার কামনা এ ভাবে চূর্ণ ক'র না—আমার আদরের দান প্রত্যাখ্যান ক'র না—এই মাল্য গ্রহণ কর—

[ আনন্দীর পেশোয়া-কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া মাল্য অর্পণ,—
পেশোয়ার ক্ষিপ্রহস্তে মাল্য ধারণ ও শত ছিন্ন করিয়া
কক্ষতলে সরোষে নিক্ষেপ ]

য়্যাঁ—ছিঁড়ে ফেললে! উঃ—এই মালার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের পঞ্জর চূর্ণ হ'ল—শিরাগুলো ছিঁড়ে গেল—বুকটাও বুঝি—ভেঙ্গে প'ড়ল! পেশোয়া—পেশোয়া—

মাধব।—আনন্দীবাঈ! সাবধান! পুনর্ব্বার যদি তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ করবার প্রয়াস পাও,—তাহ'লে—নারী হ'লেও তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এই পুষ্পমাল্যের মত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হবে। মনে রেখো আনন্দীবাঈ—আমি পেশোয়া মাধবরাও,—সুলতান টিপু নই; মনে রেখো তুমি—করে যার রাজ্যভার, তার আভরণ অস্ত্রমালা—ফুলমালা নয়!

আনন্দী।—নিশ্চয়,—একথা আমি ভুলে গিয়েছিলুম—সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথে আমার চক্র চালিয়েছিলুম,—ঠিক—ঠিক!—কিন্তু এইবার—এইবার পেশোয়া—চাকা আমার ঘুরিয়ে দিচ্ছি! এইবার দেখদেখি—

( ক্ষিপ্রহস্তে কক্ষস্থ একটি রৌপ্যময় চক্রদণ্ড আকর্ষণ,—
ঘণ্টার আওয়াজে সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কাষিত তরবারি হস্তে
বরকন্দাজগণের প্রবেশ )

দাম্ভিক পেশোয়া! এইবার? এইবার? ফুলমালা আমার ছিঁড়ে ফেলেছো—দেখ কেমন অস্ত্রমালা সাজিয়ে এনেছি!

কি ক'রবে ? কোন মালা প'রবে ? ওই ছিন্নমালা কুড়িয়ে নিয়ে গলায় দেবে—না, অস্ত্রমালা প'রে রক্তমাখা দেহে—লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ হ'য়ে টিপু সুলতানের শিবিরে যাবে ?

মাধব।—আনন্দীবাঈ! স্মরণ থাকে যেন—আমি পেশোয়া মাধবরাও !

আনন্দী।—সে পুণায়—বেদনুরে নয় ; আমার সম্মুখে এখন তুমি শক্তিশূন্য নিঃসঙ্গ একা !

মাধব।—তত্রাচ পেশোয়া—একাই সহস্র।

আনন্দী।—তাই নাকি ! তবে আর কথা-কাটাকাটি ক'রে ফল কি ?—কত সৈন্যের শক্তি ধর তুমি—দেখতে তা হানি কি ? সাহসী সৈন্যগণ ! তোমাদের অভ্যস্থ হস্তে আগে এর মাথার পাগড়ী আর কোমরের তরবারি কেড়ে নাও,—তারি পর লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ কর।

মাধব।—[ অঙ্গুলি তুলিয়া ] খবরদার !—[ ঝটিতি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ক্ষুদ্র রণভেরী বাহির করিয়া বাজাইয়া ] স্থির থাকো সকলে ! নগণ্য এক নারীর আক্রমণ নিবারণ ক'রতে পেশোয়া স্বয়ং অস্ত্রধারণ করে না।

( জনার্দ্দনভানু ও বন্দুকধারী সৈন্যগণের প্রবেশ )

জনার্দ্দন।—কখনো না,—তাহ'লে আমরা আছি কি ক'রতে ?—পেশোয়া ! পেশোয়া ! সৈন্যগণ এই প্রাসাদ অবরোধ ক'রে আছে—একটি মাত্র ইঙ্গিতে প্রাসাদ ধ্বংস হবে।

মাধব।—অবরোধ তুলে নাও জনার্দ্দন! আমি স্বহস্তে এই রমণীকে যে প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছি, সে প্রাসাদ চূর্ণ ক'রব না! আনন্দীবাঈ! যেন স্মরণ থাকে তোমার—ঊর্দ্ধে ঐশীশক্তি, ধরাতলে রাজশক্তি, উভয়ই পেশোয়ার!

[ প্রস্থান ]

( আনন্দীবাঈএর স্তব্ধভাবে অবস্থান। )

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বেদনুর—আনন্দীর প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—অপরাহ্ন।

রঘুনাথরাও ও আনন্দীবাঈ।

আনন্দী।—রাওসাহেব! আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে! এখন আমি তোমাকে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলুম; আজ থেকে আমি তোমার সহধর্ম্মিনী—বিবাহিতা পত্নী; আমাদের একই উদ্দেশ্য; লক্ষ্য—পেশোয়ার সর্ব্বনাশ-সাধন—আর পুণার সিংহাসন!

রঘুনাথ।—পুণার সিংহাসন শূন্য এখন প্রিয়তমে! যদিও নারায়ণকে পেশোয়া ব'লে ঘোষণা ক'রেছি—কিন্তু সে কেবল কার্য্যোদ্ধার করবার জন্য। কার্য্য সিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে পুণার রাজনৈতিক-আকাশ থেকে সে কুজ্ঝটিকার মতন অপসৃত হবে। এবার যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার ক'রেছি—তাতে পেশোয়ার পতন অনিবার্য্য; পেশোয়ার এক লক্ষ

সুশিক্ষিত সৈন্য এখন আমার পতাকামূলে সমবেত। কিন্তু টিপু সুলতানের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের ভার তোমার উপর।

আনন্দী।—সে জন্য নিশ্চিন্ত থাক তুমি, টিপু এখন আমার পক্ষে ;—সে কখনো আমার বিরুদ্ধে যাবে না—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আজই আমি তার কাছে দূত পাঠাব।

( প্রহরিণীর প্রবেশ )

প্রহরিণী।—রাণী! জোবেদী বিবি দেখা ক'রতে এসেছেন।

আনন্দী।—তাই নাকি!—আচ্ছা তাঁকে এইখানে আনো,—

[ প্রহরিণীর প্রস্থান ]

টিপু সুলতানের বিবি আসছেন,—তুমি একটু তফাতে যাও।

[ রঘুনাথের প্রস্থান ]

( জোবেদীর প্রবেশ )

এস ভগিনী এস ; ভাল আছ তো ?

জোবেদী।—তোমার অনুগ্রহে ভগিনী, সেদিন থেকে স্বামীর ভালবাসা পেয়েছি,—কাজেই ভালও আছি।—কিন্তু এদিকে আবার এক বিপদ উপস্থিত।

আনন্দী!—হ'য়েছে কি ?

জোবেদী।—বেদনুর আক্রমণ না ক'রে তোমার সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপন করায়, পাপিষ্ঠ গোলামকাদের অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হ'য়েছে। এই নরাধম নবাবকে যাদু ক'রে ফেলেছে! গোলামকাদেরের যুক্তি নবাবের কাছে যেন কোরাণের

উক্তি, সয়তান নবাবের কাছে সুলতান সাহেবের নামে অভিযোগ ক'রেছে;—তাই নবাব নিজে বেদনুরে আসছেন।

আনন্দী।—নবাব সম্বন্ধে সুলতান সাহেবের কি ধারণা?

জোবেদী।—নবাব এখানে এসেই সুলতানের কাছে এই কৈফিয়ৎ চাইবেন যে—কেন আপনাকে বন্দি ক'রে মহীশূরে পাঠান হয় নি?

আনন্দী।—সুলতান সাহেব এখন কি স্থির ক'রেছেন?

জোবেদী।—তিনি এ বিষয়ে আপনারই পরামর্শ চেয়েছেন!

আনন্দী।—এ বিষয়ে আমি তাঁকে সুপরামর্শই দোবো; এমন পরামর্শ তাঁকে দোবো—যা শুনে তিনি তুষ্ট হবেন, নবাবও আপ্যায়িত হবেন। শোনো জোবেদী, সুলতানকে ব'লবে, নবাব বেদনুরে এসে উপস্থিত হবার পূর্ব্বেই তিনি যেন পেশোয়াকে আক্রমণ করেন; পেশোয়ার রাজধানীতে এখন বিষম গোলযোগ বেধেছে, আর সে গোলযোগ আমিই বাধিয়েছি; পেশোয়া এই গোলযোগ শুনে সসৈন্যে রাজধানীতে ফেরবার সঙ্কল্প ক'রেছে। এই সময় সুলতান সাহেব যেমন তাকে আক্রমণ ক'রবে—সঙ্গে সঙ্গে পেশোয়ার পিতৃব্য অমনি এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে তার পশ্চাতে উপস্থিত হবে; তার ফলে পেশোয়ার পতন নিশ্চয়।—এই যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ সুলতান সাহেবকে আমি

বিশ লক্ষ মুদ্রা সওগাদ দোব,—যথাশক্তি সাহায্য ক'রব;—কিন্তু এই পর্য্যন্ত; যুদ্ধের পরই সুলতানকে স্বরাজ্যে ফিরে যেতে হবে,—মহারাষ্ট্র-দেশে তিনি প্রবেশ ক'রতে পারবেন না।—তারপর নবাব এসে সুলতানের কাছে কৈফিয়ৎ চাইলে, সুলতান অম্লান বদনে ব'লতে পারবেন যে বেদনুরের রাণী বিশ লক্ষ মুদ্রা খেসারত দিয়ে আমাদের পক্ষ গ্রহণ করায়, তাঁর সঙ্গে সন্ধি করা হ'য়েছে।—কেমন, এ প্রস্তাব মন্দ কি?

জোবেদী।—খুব সুন্দর প্রস্তাব দিদি; তবে একটা কথা এই—সুলতানকে খাপ থেকে তলোয়ার খুলতেই হবে!

আনন্দী।—এর জন্য আপশোস ক'রলে চলবে কেন বোন? নবাব-বাদশাকে খসম কর'বে—অথচ কোনো হাঙ্গাম সহ্য ক'রতে রাজি নও; একি কখনো হয় বোন? প্রেমের সঙ্গে ফুলের সম্বন্ধ যেমন—অস্ত্রের সম্বন্ধও ঠিক সেই রকম!—তুমি তাহ'লে এখন এসো;—আমি সুলতানের কাছে দূত পাঠিয়ে—সকল কথার মীমাংশা করবো।—চলো তোমাকে ফটক পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

[ উভয়ের প্রস্থান।

# দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেদনুর—গোলামকাদেরের শিবির। কাল—প্রভাত।

গোলামকাদের।

গোলাম।—টিপু সুলতানের দর্প আমাকে চূর্ণ ক'রতেই হবে!—সে আমার অতি উচ্চ আশায় আঘাত ক'রেছে! বেদনুর লুণ্ঠন ক'রে প্রভূত ধনরত্নের অধিকারী হব—অত্যাচারের আগুনে পুরবাসিদের পুড়িয়ে মারবো—আওরতদের ধর্ম্মে আঘাত ক'রে আত্মতৃপ্তিলাভ ক'রব, আর সেই সুন্দরী আনন্দীবিবিকে বাঁদি ক'রে মজা লুটবো—এই আমার উচ্চ আশা ছিল; কিন্তু টিপু আমার এ আশা ভঙ্গ ক'রেছে; আমার অজ্ঞাতে সে সেই বাঁদির সঙ্গে সন্ধি ক'রেছে; নিশ্চয়ই একটা মোটা রকম দাঁও মেরেছে—তাতে আর সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার আশা তো অপূর্ণ র'য়ে গেল! এমন একটা উচ্চ আশা এত সহজে ভঙ্গ হওয়ায়, হৃদয় আমার ভেঙ্গে প'ড়েছে!—বেদনুর লুণ্ঠনের নামে বড় আনন্দে যুদ্ধে এসেছিলেম; কিন্তু এখন সে আনন্দ কোথায়? যে যুদ্ধে লুণ্ঠনের সম্ভাবনা নেই—আমার বিবেচনায় সে যুদ্ধ যুদ্ধই নয়! টিপু পেশোয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা ক'রেছে;

আহম্মদনগরের বিশাল প্রান্তরে পেশোয়ার সঙ্গে যুদ্ধ হবে, সেখানে শত-ক্রোশ-ব্যাপী বিশাল প্রান্তর ধূ-ধূ ক'রছে! পল্লী নেই, নগর নেই, সোনা নেই, সুন্দরী নেই—এমন যুদ্ধে যোগ দিতে আমি প্রস্তুত নই! সকল সেনানী—সকল সেনা যুদ্ধে যাচ্ছে—কেবল আমি আমার সৈন্যদের নিয়ে এই স্থানে স্থির ভাবে ব'সে আছি। কেন আছি? কিছু কি উদ্দেশ্য নেই? আছে বইকি! বেদনুরের বিবির প্রাসাদ-চুড়া এখান থেকে দেখা যাচ্ছে! নির্ব্বোধ টিপু! তুমি পেশোয়ার বিরুদ্ধে সমর-সমুদ্রে ঝাঁপ দাও, আর আমি এখানে বাহুবলে বেদনুরের প্রাসাদে প্রবেশ ক'রে—প্রাসাদ লুণ্ঠন ক'রে—প্রাসাদের পরীকে প্রেমপাশে বেঁধে নির্ব্বিবাদে বেহেস্তের সুখভোগ করি।

( টিপু সুলতানের প্রবেশ )

টিপু।—একি! আপনি এখনো শিবিরে র'য়েছেন? ব্যাপার কি!

গোলাম।—এর কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতে আমি বাধ্য নই।

টিপু।—তবে কাকে এর কৈফিয়ৎ দিতে আপনি বাধ্য?

গোলাম।—নবাব হায়দরআলিকে।

টিপু।—নবাব এখন মহীশূরে; আমার সকল সৈন্য—সকল সেনানী এখন পেশোয়ার বিরুদ্ধে চ'লেছে; যুদ্ধ আরম্ভ হ'তে বিলম্ব নেই, অথচ আপনি আপনার সমস্ত

সৈন্য নিয়ে নির্ব্বিকার চিত্তে এখানে অবস্থান ক'রেছেন! প্রবল শত্রুর সঙ্গে জীবনপণ-যুদ্ধ আমাদের; এ যুদ্ধে যদি পরাজিত হই—কে তার জন্য দায়ী হবে?

গোলাম।—ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা;—নবাবের আদেশে আমি বেদনুর আক্রমণ ক'রতে এসেছিলেম,—পেশোয়াকে আক্রমণ ক'রতে নয়।

টিপু।—বেদনুর উপলক্ষ ক'রে পেশোয়ার সঙ্গে যুদ্ধ হবে—আপনি তা জানতেন না? কোরাণ স্পর্শ ক'রে আপনি একথা ব'লতে পারেন?

গোলাম।—বেদনুর আক্রমণ না ক'রে—বেদনুরের বিবিকে বন্দী না ক'রে—আমি বেদনুর ত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত নই; আমার একজন সৈন্যও বেদনুর পরিত্যাগ ক'রবে না।

টিপু।—গোলাম কাদের! আমি এ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি; তুমি স্বাধীন নও—আমার অধীন; তোমার প্রতি আমার এই আদেশ—এই মুহূর্ত্তে তুমি তোমার সৈন্যদল নিয়ে আহম্মদনগরে ধাবিত হও, এ আদেশ যদি তুমি পালন না কর—এই স্থানে আমি তোমাকে কুক্কুরের মতন বধ ক'রব।

গোলাম।—টিপু সুলতান! গোলামকাদের আমার নাম, আমি খাটি পাঠান; আমার নামে সয়তানও ভয় পায়! আমার সঙ্গে যদি তুমি সয়তানি কর—এই দণ্ডে আমি তোমাকে জাহান্নামে পাঠাব।

টিপু।—সয়তান! বেইমান! বিশ্বাসঘাতক! [তরবারি নিষ্কাসন]

গোলাম।—বদমাস! কাফেরের বান্দা!      [তরবারি নিষ্কাসন]

( উভয়ের যুদ্ধোদ্যোগ হায়দরআলির প্রবেশ )

হায়দর।—চমৎকার!—চমৎকার!।—আমার সাহসী সৈন্যদল মহা উৎসাহে শত্রুকে যুদ্ধ দিতে ছুটেছে, আর শিবিরে—তাদের ছুই দলপতি তলোয়ার খুলে দ্বন্দ্বযুদ্ধে রত! চমৎকার!

টিপু।—বাবজান!—

হায়দর।—চুপ! আগে আমাকে উত্তর দাও,—বেদনুরের প্রাসাদ এখনো ধ্বংস হয়নি কি জন্য?

গোলাম।—জনাব এই জন্যই আমি—

হায়দর।—চুপরও তুমি;—আমার কথার উত্তর দাও টিপু!

টিপু।—বাবজান! আনন্দীবাঈ আমাদের সঙ্গে সন্ধি ক'রেছেন; পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বিশলক্ষ মুদ্রা খেসারৎ দিয়েছেন—আর বর্ত্তমান যুদ্ধে প্রভুর সাহায্য ক'রতে সম্মত হ'য়েছেন। যে সর্ত্তে তাঁর সঙ্গে সন্ধি ক'রেছি—এই পত্রে তা পাঠ করুন! [পত্র প্রদান ও হায়দরআলির পাঠ] পিতা! আনন্দীবাঈকে বন্দি করার চেয়ে সন্ধি সর্ত্তে আবদ্ধ ক'রে বোধ হয় অধিক ফল হ'য়েছে।

হায়দর।—গোলাম! টিপুর বিরুদ্ধে আমার কাছে তুমি যে দরখাস্ত পেশ ক'রেছিলে, তাতে তো এসব কথা লেখনি!

গোলাম।—এ সব কথার আমি তো কিছুই জানতেম না জনাব! স্থলতান সাহেব এ সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা বলা আবশ্যক মনে করেন নি; আমার মত না নিয়েই ইনি পেশোয়ার বিরুদ্ধে অভিযান ক'রেছেন, কিন্তু বেদনুর প্রাসাদ দখল করা হয়নি ব'লে আমি এ যুদ্ধে যোগ দিতে সম্মত হইনি; তাই উনি আমাকে আক্রমণ করেন,—আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে আমিও অস্ত্র ধারণ ক'রেছি!

হায়দর।—উত্তম ক'রেছো!—এখন তলোয়ার খাপে তোল দুজনে।—প্রবল শত্রু পেশোয়ার সঙ্গে যুদ্ধ; মনে রেখ, এ যুদ্ধ ছেলেখেলা নয়! তোমাদের উভয়ের ওপর আমি অগাধ বিশ্বাস রাখি, আর বিলম্ব নয়; চলো—যুদ্ধে।

[ সকলের প্রস্থান ]

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০:*:০—

শিবিরের অপর অংশ। কাল—প্রভাত।

ফুল সাজে সজ্জিতা ফুলধনুর্দ্ধৃতা নর্ত্তকীগণের

( গীত। )

প্রেমরঙ্গে মোরা রঙ্গিনী দামিনী-গামিনী অঙ্গনা।
নাগর হ'য়েছে অরি, তা কি লো সইতে পারি,
রণেতে দিয়েছি হানা॥

চঞ্চল বাতাসে হের উড়িছে অঞ্চল,
অভিমানে বেণীসব করে টলমল
বুকের ভেতর ওলো ছোটে হলাহল
চল্ চল্ ছুটে চল্ প্রাণে বাজে বেদনা।

বেঁধে বুকের ছতি, হাওয়ার গতি, হাতে ফুলের স্বর,
কন্দর্পে ক'রেছি সাথি, হারাতে অরাতি,
আর কারে লো ডর,
গরব ভরে ধনুক ধ'রে ক'রব লো সমর,—
কত বল ধরে নাগর যাবে লো জানা॥

( ফয়জল ও কামতারের প্রবেশ )

ফয়জল।—ওরে কামতার ! বিবিজানদের আজ সাজ গোজের বাহার দেখছিস ? আজ ঠিক লড়ায়ে নাচনাওয়ালি ব'লে মানিয়েছে বটে !

কামতার।—কিন্তু এই সাজন-গোজনই সার তোমাদের। সুলতান সাহেবের সঙ্গে তো আর মুলাকাত হ'চ্ছে না—যে ভোল ফিরিয়ে তুশো বাহবা নেবে।

১ম নর্ত্তকী।—বলি কেন হে মিঞা সাহেব ! সুলতান সাহেবের সঙ্গে মুলাকাত না হবেই বা কেন ?

২য় নর্ত্তকী।—আর বলি কি—এমন সুসংবাদটা নাইবা দিলেন ! তা দিয়েছেন—বেশ ক'রেছেন ; কিন্তু এর বদলে কি আপনাদের বখশিস্ করি বলুন ? আমাদের গায়ে সদরীও নেই আর কোমরে তলোয়ারও নেই !

ফয়জল।—একি বাবা ! আঁতে ঘা দিয়ে বাত ছাড়ছ যে !

১ম নর্ত্তকী।—আহাহা ! এ বুঝি আঁতে ঘা দিয়ে কথা কওয়া হ'ল ! আ-মরি-মরি !—এই বুদ্ধি নিয়ে যোদ্ধাগিরি কর কি ক'রে মিঞা সাহেব ? বীরপুরুষকে বখশিস ক'রতে হ'লে সদরী আর তলোয়ার ছেড়ে দিতে হয়—এটা বুঝি মিছে কথা !

কামতার।—বুঝতে পারছ দোস্ত আমাদের ঠাট্টা ক'রছে।

ফয়জল।—হাঁ হাঁ—কথা প'ড়তেই তা বোঝা গেছে ! তা দেখ—ঠাট্টা কর আর যাই কর পরীমণিরা—

এবার কিন্তু টুপি আর তলোয়ার খুলছি না বাবা! বেদস্তুরের হাজার বিবি এসে টানাটানি ক'রলেও শির থেকে টুপি নামছে না—খাপ থেকে তলোয়ারও খুলছে না!

১ম নর্ত্তকী।—তাই নাকি? সত্যি নাকি?

২য় নর্ত্তকী।—মাইরি নাকি? বলি, বল কি?

১ম নর্ত্তকী।—ওলো তুই মিঞাতে এবার হাজার বিবির মহড়া নিতে চায়! আয় তো দেখি তবে, আমরা এই ক'টাতে মিঞাদের সদরী তলোয়ার লুঠ ক'রতে পারি কি না!

নর্ত্তকীগণ।—বেশ! বেশ! কেন পারব না!

কামতার।—কিন্তু যদি না পার—হার মান,—তাহ'লে?

১ম নর্ত্তকী।—তোমাদের বাঁদী হব সকলে!

ফয়জল।—হাঁ—এটা কথার মতন কথা বটে! বেশ এগোও তাহ'লে—

( নর্ত্তকীগণের ফয়জল ও কামতারের কোষের তলোয়ারের মুষ্টি ধরিয়া টানাটানি )

১ম নর্ত্তকী।—ওলো! তলোয়ার যে খাপ ছেড়ে আসতে চায়না!

২য় নর্ত্তকী।—আসবে কি ক'রে! দেখছিস না—খাপখানার সঙ্গে তলোয়ার তার দিয়ে কেমন বেঁধেছে!

১ম নর্ত্তকী।—ওমা—তাইতো! এ কি কাণ্ড!—তা এক কাজ করি আয়,—ওরা তলোয়ার টানতে থাকুক, আয় আমরা ততক্ষণ সদরীগুলো টানি—

( কতিপয় নর্ত্তকীর সদরী ধরিয়া আকর্ষণ )

ফয়জল।—টানাটানি ক'রে মিছিমিছি কেবল হায়রান হবে

যাদুমণি !—আরে বাপ ! একি !

কামতার।—ওরে বাবা এযে দেখছি বেজায় টানাটানি।

২য় নর্ত্তকী।—ওলো ভাই—মিঞাজানেরা সদরীও তার দিয়ে জড়িয়েছে !

১ম নর্ত্তকী।—জড়াকনা কেন—আমরাও তো ছাড়ছি না! আয় টানি—হেঁইয়া !

নর্ত্তকীগণ।—[ যাহারা সদরী ধরিয়াছে ]—টান সদরী হেঁইয়া।

নর্ত্তকীগণ।—[যাহারা তলোয়ার ধরিয়াছে]—টান ক'সে হেঁইয়া!

ফয়জল ও কামতার।—উঃ হুঃ হুঃ—গেলুম—মলুম ;—শির ছিঁড়লো—কোমর কাটলো !

( সেনানীর পরিচ্ছদে জোবেদীর প্রবেশ )

য়্যা—একি—ব্যাপার কি ! লড়াই হচ্ছে যে ! চালাই হাতিয়ার—

কামতার।—দোহাই তোমার ভাই, এ লড়াই নয়—খেলা।

জোবেদী।—খেলা ?—চারদিকে যুদ্ধের বাজনা বেজেছে, সৈন্যরা কুচ ক'রে ছুটেছে, আর তোমাদের এখানে খেলা চ'লেছে ? তাজ্জব বটে।

১ম নর্ত্তকী।—জনাব আপনি কি ব'লছেন ? এই দুই বীর-

পুরুষের যুদ্ধে যাওয়াই তাজ্জব,—খেলা তাজ্জব নয়! এঁদের যুদ্ধের সাজ দেখছেন না! হাতিয়ার তারের সঙ্গে খাপে বাঁধা; সদরী তার দিয়ে গায়ের সঙ্গে আঁটা; এই দেখুন এদের কাণ্ডকারখানা!

জোবেদী।—বাঃ—বাহোবা! কি চমৎকার!—তা এ ভাবে তার জড়াবার কারণ কি মিঞাজান?

ফয়জল।—বলি ভাই সাহেব! দুদিন কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে ব'সে সুলতানসাহেবকে তো মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছ, কিন্তু সুলতান সাহেব এ মুলুকে হাজীর হ'য়েছেন কেন—তার কোনো খপরই জান না বুঝি! আমাদের সদরী আর তলোয়ার নিয়েই যে এই লড়াই! এখানকার আনন্দী বিবি একদিন আচম্‌কা এসে আমাদের সদরী আর তলোয়ার টেনে নিয়েছিল যে!

জোবেদী।—ওঃ—তাই বুঝি—এবার বিবি এসে যাতে সদরী আর তলোয়ার খপ ক'রে কেড়ে নিতে না পারে,—তার জন্যই এই ফন্দি এঁটেছ?

ফয়জল।—হাঁ—এইবার ঠিক বুঝেছ!

কামতার।—কেমন আমাদের বুদ্ধি বল ভাই সাহেব! বুদ্ধিখানার তারিফ কর।

জোবেদী।—শুধু আমার তারিফে তোমাদের কি ফূর্ত্তি হবে মিঞাসাহেব! নবাবের কাছে তোমাদের নিয়ে যাই চলো,

তিনি তোমাদের ফন্দি দেখে ভারি খুসী হবেন—বহুত তারিফ ক'রবেন !

ফয়জল।—আরে বাপ ! নবাব ! নবাবের কাছে নিয়ে যেতে চাও ? মাপ কর ভাইসাহেব !

কামতার।—তাহ'লে কি গর্দ্দান থাকবে ভাইসাহেব ?

জোবেদী।—আর নবাবের লক্ষ্যের বাইরে থাকলেই কি গর্দ্দানা তোমাদের ঠিক থাকবে মিঞাসাহেব ? মনে ভেবেছ বুঝি—নবাব হায়দর আলি দৃষ্টি শক্তিহীন অন্ধ ?—আমার এখানে আসবার কারণ কি জান ?—তোমাদের দুজনকে বন্দী করবার জন্য।

উভয়ে।—য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ ! বলেন কি !—বন্দী—ওরে বাবা—

ফয়জল।—তা—তা—তা—আমাদের অপরাধ—

জোবেদী।—তোমাদের অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর ;—আসন্ন যুদ্ধের সময় যোদ্ধ্‌দল ছেড়ে তোমরা নর্ত্তকীদের শিবিরে এসে আত্মগোপন ক'রেছো !

ফয়জল।—না—না—তা—কেন।—এ সময় নর্ত্তকীদের রাজধানীতে পাঠান হবে শুনেই—

জোবেদী।—তোমরাই উপযাচক হ'য়ে এই ভার নিতে এসেছ ! নবাবের চক্ষে ধুলো দিয়ে—যুদ্ধে যোগ দেবার দায় থেকে নিস্তার পাবার এ বড় চমৎকার ফন্দী বটে ! কিন্তু এ ফন্দি

খাটছে না মিঞাসাহেব! এদের রাজধানীতে নিয়ে যাবার আদেশ আমার ওপর এসেছে; আর তোমাদের ওপর স্থলতান সাহেবের আদেশ—এই মুহূর্ত্তে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করো।

উভয়ে।—য়্যাঁ—য়্যাঁ—তা—তা—

জোবেদী।—কাঁপছ কেন? যোদ্ধা ব'লে নাম লিখিয়ে যুদ্ধের নামে এত ভয়? দেখো—প্রাণের ভয় কর, আর যাই কর না কেন—কৃতজ্ঞতা যেন ভুল না! মনে থাকে যেন—স্থলতান নিজের দায়ীত্বে নবাবের কোপ থেকে তোমাদের প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন! সে কৃতজ্ঞতার এইভাবে প্রতিদান দিয়ে স্থলতানকে নবাবের কোপে ফেলো না;—সম্মুখে যুদ্ধ—বীরত্ব দেখাবার এই স্থন্দর স্থযোগ; কেন ভীরুতাকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে নারীরও অধম হও? যুদ্ধে যাও—নবাবকে জানাও—তোমরাও যোদ্ধা; নবাব নিজে এ যুদ্ধের দর্শক—এই বুঝে যুদ্ধে নামো।

ফয়জল।—ঠিক কথা,—ভাই—খাঁটি কথা বলেছ;—অস্ত্র-পোষাক্ এঁটে আর তাল পাতার সেপাই হ'য়ে থাকছি না; সত্যই এবার যোদ্ধা হব—যুদ্ধ করব! এই ছিঁড়লুম তার—ধরলুম তলোয়ার।

কামতার।—হাঁ ফয়জল,—আমিও তলোয়ার টানলুম, আর

ছেলে খেলা সাজে না,—খেলার মতন খেলা এবার চাই।
চললুম ভাই! [ উভয়ের প্রস্থান। ]

জোবেদী।—[ নর্ত্তকীদের প্রতি ]—তোমাদের এখনই রাজধানীতে ফিরতে হবে; শিবিকা প্রস্তুত;—সঙ্গে এসো।

[ জোবেদী ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান। ]

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল। কাল—মধ্যাহ্ন।

মাধবরাও, জনার্দ্দনভানু, শিবপন্থ।

( দূরবীন-হস্তে দূরে লক্ষ্য )

মাধব।—সাবাস গোলন্দাজ-বাহিনী! শত্রুর তোপখানা একবারে ধ্বংস ক'রে দিয়েছে! দেখতে পাচ্ছ জনার্দ্দন—তোপখানা নষ্ট হওয়ায় শত্রুদল কি ভাবে ধ্বংস হচ্ছে! কিন্তু তবু শত্রু পালাচ্ছে না—দাঁড়িয়ে—দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রছে—দলে দলে ভূপতিত হ'চ্ছে! অদ্ভুত সাহসী এই হায়দর আলির সৈন্যদল!

জনার্দ্দন।—এক দল শত্রু-সৈন্য কিন্তু গোলাবৃষ্টি ভেদ ক'রে আমাদের সৈন্য-রেখায় ছুটে আসছে!

শিবপন্থ।—এদের সঙ্গে হায়দর আলির পতাকা দেখছি!

মাধব।—দক্ষিণ দিকে আর একদল বাহিনী অগ্রগামী দেখতে পাচ্ছ! জনার্দ্দন, শীঘ্র ওই দিকে—থাক, আর যেতে হবে না; শত্রুগণ আমার সুদক্ষ গোলন্দাজদলের শ্যেন-দৃষ্টি অতিক্রম ক'রতে পারেনি; দেখ—কি ভীষণ সংহার-লীলা!

জনার্দ্দন।—কিন্তু বামদিকের সৈন্যদল ক্রমশঃ অগ্রসর হ'চ্ছে পেশোয়া! পাহাড়ের আড়াল দিয়ে—খালের কিনারা দিয়ে—অতি সন্তর্পণে অথচ দ্রুতবেগে ওরা অগ্রসর হ'চ্ছে; সঙ্গে হায়দর আলির পতাকা—সম্ভবতঃ হায়দরআলি নিজে এই দলে আছে!

মাধব।—এরা প্রান্তরের শেষ প্রান্ত ঘুরে আমাদের পশ্চাতে অভিযান ক'রছে; আমাদের পরিবেষ্টন করাই এদের সঙ্কল্প! ওকি! এদের সঙ্গেও যে কামান দেখতে পাচ্ছি; অনেক-গুলো—অনেকগুলো কামান; ওই দেখ গোলা ছুটছে,—ওই ওই দেখ—সহস্র সহস্র সৈন্য বিপুল ধ্বংসস্তূপ মথিত ক'রে—গোলাবৃষ্টির ভিতর দিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিতে ছুটে আসছে!

শিবপন্থ।—পেশোয়ার আদেশ পেলে আমার অজেয় অশ্বারোহী সৈন্যদল নিয়ে এখনই ওদের আক্রমণ করি—

জনার্দ্দন।—না,—এখন নয়; পেশোয়া—শত্রুর এই অংশকে আমরা বন্দী ক'রবো।

মাধব।—আমারও এই সঙ্কল্প জনার্দ্দন; গোলন্দাজদের জানাও, ওদের সঙ্গে—মূল সৈন্যদল থেকে যেন একটি সেনা যোগ দিতে না পারে—সন্ধিস্থল লক্ষ্য ক'রে কামান চালাতে বলো—ওদের সঙ্গে যে কটা তোপ আছে, অব্যর্থ সন্ধানে সেগুলো নষ্ট করা চাই! জনার্দ্দন—ঘোড়া ছুটিয়ে এখনি গোলন্দাজদের কাছে চ'লে যাও।—

[ জনার্দ্দনের বেগে প্রস্থান ]

শিবপন্থ! ওই পরিখা মধ্যে তোমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে থাক; শত্রুর দক্ষিণবাহু চূর্ণ করবার ভার তোমার,—বাম বাহু আমার লক্ষ্য!

[ উভয় দিকে উভয়ের প্রস্থান ]

( গোলামকাদের, ফয়জল, কামতার, পতাকাধারী ও সৈন্যগণের প্রবেশ )

গোলাম।—তোপখানা,—তোপখানা,—কাফেরদের তোপখানা দখল কর।

সকলে।—তোপখানা—তোপখানা;—আল্লা আল্লাহো!

( মাধবরাও, জনার্দ্দন, শিবপন্থ ও মহারাষ্ট্র সৈন্যগণের চতুর্দ্দিক হইতে প্রবেশ ও আক্রমণ )

মহারাষ্ট্রগণ।—হর হর মহাদেও! [ উভয়পক্ষে যুদ্ধ ]

গোলাম।—ওঃ কাফেররা যাদু জানে! যাদু জানে! মাটি ফুঁড়ে ফুটে উঠেছে! ভয় নেই—হ'ট না—এগিয়ে চলো—

শিবপন্থ।—এগোতে হ'লে একেবারে জাহান্নমের পথে এগোতে হবে!

( কতিপয় সৈন্য ও কামতারের পতন )

মাধব।—কেন বৃথা আত্মহত্যা ক'রছ—আত্মসমর্পণ কর সকলে।

ফয়জল।—সেই ভালরে ভাই সব—সেই ভাল ; এই ফেললুম তলোয়ার—[ অস্ত্র ত্যাগ ]

গোলাম।—ধিক্!—[ অস্ত্র ত্যাগ ]

মাধব।—ফেল পতাকা!—[ পতাকাধারীর পতাকাত্যাগ ও শিবপন্থের তাহা গ্রহণ ] হায়দরআলির পতাকা শিবিরে নিয়ে যাও ; এঁদের অস্ত্র ফিরিয়ে দাও জনার্দ্দন,—এঁরা যোদ্ধা—সাহসী যোদ্ধা! স্বেচ্ছায় যখন এঁরা অস্ত্র সমর্পণ ক'রেছেন, তখন এঁদের প্রতি আমি বীরের যোগ্য সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হব না ; সমাদরে এঁদের শিবিরে নিয়ে যাও শিবপন্থ।

( গোলামকাদের, ফয়জল ও পতাকাধারীকে লইয়া শিবপন্থের প্রস্থান,—পেশোয়ার, পশ্চাদ্ভাগে দূরবীন দ্বারা লক্ষ্যপাত )

জনার্দ্দন।—পেশোয়া! হতাবশিষ্ট শত্রুসৈন্য এবার ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পলায়ন ক'রছে! এখন ওদের অনুসরণ ক'রলে সহজেই বন্দী করা সম্ভবপর।—ঠিক হ'য়েছে—ওই যে সেনানী অনন্তরাওয়ের দল শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন ক'রেছে!

মাধব।—[ দূরবীনের লক্ষ্য সংযত করিয়া সবিস্ময়ে ফিরিয়া ]

তাই নাকি! জনার্দ্দন, শীঘ্র যাও—দ্রুতগামী অশ্বারোহী পাঠিয়ে অনন্তরাওকে ফেরাও,—এক প্রাণীও যেন শত্রুর অনুসরণ না করে!—অশ্বারোহী পাঠিয়েই তুমি চ'লে এসো। [ জনার্দ্দনের প্রস্থান ]

[ পুনর্ব্বার পশ্চাতে ফিরিয়া দূরবীন কসিয়া]—

সম্মুখে বিপুল শত্রু পরাজিত পলায়িত—বিধ্বস্ত; পশ্চাতে এ আবার কি মহাসৈন্যের সমাবেশ! অসংখ্য—অসংখ্যসৈন্য! হস্তী অশ্ব—কামান অজস্র অজস্র! কার এ সৈন্য? কোথা থেকে আসছে?

( জনার্দ্দনের প্রবেশ। )

ব'লতে পারো জনার্দ্দন—আমাদের পশ্চাতে আবার ও কার বিপুল সৈন্য সমাবেশ?

জনার্দ্দন।—[দূরবীন কসিয়া]—য়্যাঁ—ওকি—ওকি!!

মাধব।—এই অবস্থায় তুমি তোমার সৈন্যদের শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে পাঠাচ্ছিলে জনার্দ্দন?

জনার্দ্দন।—শত্রু সম্মুখে—সেই দিকে লক্ষ্য ছিল পেশোয়া;—যুদ্ধের সময় পশ্চাতে ফিরে তাকাবার শিক্ষা কখন যে পাইনি পেশোয়া! পশ্চাতে পেশোয়ার রাজ্য—এদিকে শত্রু আসবে কেমন করে?

মাধব।—এলো কি ক'রে?

জনার্দ্দন।—আমার বোধহয়—বোধহয় কেন—এখন দেখে বেশ

বোঝা যাচ্ছে—ওরা পুণারই সৈন্য ; হয়তো যুদ্ধের বিপরীত সংবাদ পেয়ে ওরা যুদ্ধস্থলে আসছে!

মাধব।—কার আদেশে ওরা যুদ্ধস্থলে আসছে জনার্দ্দন ? আমার অনুমতি না নিয়ে যে সময় পিতৃব্য আমার, মহারাণী অহল্যাবাঈয়ের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, সেইদিন থেকে আমার দূর্গথেকে আমার আদেশ ব্যতীত একটি সৈন্যেরও সশস্ত্র বাহির হবার সামর্থ্য নাই! ওরা কারা ?—ওই দেখো—ওই দেখো জনার্দ্দন—কিরূপ দ্রুতবেগে ওই সৈন্যদল অগ্রসর হ'চ্ছে! ওই দেখো কি বিরাট তোপখানা প্রকাশ পাচ্ছে! ওই ওই আবার দেখো—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ফুটে উঠলো! ওইশোনো শত বজ্রনাদে কামান গর্জ্জন—ওই দেখো আমাদের বক্ষ লক্ষ করেবৃষ্টিবৎ গোলা বর্ষণ!—জনার্দ্দন—কি দেখছো ? কি বুঝছো ?

জনার্দ্দন।—কি বলব পেশোয়া! এমন সৈন্য-শৃঙ্খলা—এমন অগ্রগমন পদ্ধতি—হস্তী-বাহিত অমন ভয়ঙ্কর কামান-শ্রেণী কেবল পেশোয়ার বাহিনীতেই সম্ভব! ওরা যে আমাদের নিজস্ব! ওই তোপধ্বনি যে চিরপরিচিত পেশোয়া!

মাধব।—তবে—তবে—তবে কেন জনার্দ্দন—আমারই নিজস্ব সৈন্য আমাকেই বধ করবার জন্য ছুটে আসছে! তবে কেন জনার্দ্দন—আমারই তোপখানা আমার বক্ষ্য লক্ষ্য ক'রে কালানল উদ্গীরণ করছে!—জনার্দ্দন! বুঝতে

পেরেছ কিছু? যুদ্ধে আসবার সময় তোমার বুদ্ধি না নিয়ে—তোমার মন্ত্রণায় কর্ণপাত না ক'রে পিতৃব্য রঘুনাথরাওকে পুণায় রেখে এসেছিলেম। জনার্দ্দন—আর ব'লতে হবে কি? বুঝতে পেরেছ কি?

জনার্দ্দন।—পেশোয়া! থাক্—  [ প্রস্থানোদ্‌যোগ। ]

মাধব।—ওকি—যাও কোথায়? দাঁড়াও—দাঁড়াও জনার্দ্দন—উন্মাদের মতন কোথায় ছুটে চলেছ?

জনার্দ্দন।—আমাদের তোপখানা ফেরাতে চলেছি পেশোয়া; —আর সময় কই! একটু বিলম্ব হ'লে সমস্ত সুযোগ নষ্ট হবে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হারতে হবে! আমাদের গোলন্দাজেরা যদিও যুদ্ধে শ্রান্ত, এখনও ক্লান্ত নয়—কাতর নয়, আমাদের সৈন্য এখনো সম্পূর্ণ সবল আছে, রঘুনাথরাওয়ের সাধ্য কি আমাদের পরাজিত করতে পারে!

মাধব।—স্থির হও জনার্দ্দন—স্থির হও; উত্তেজিত হয়োনা; তোপখানা ফেরাতে যাচ্ছ? আমার তোপ ফিরিয়ে আমারই তোপ ধ্বংস করতে চলেছ! আমার সেনাকে উত্তেজিত ক'রে আমারই সেনাকে বিনষ্ট করতে পাঠাচ্ছ! জনার্দ্দন—যুদ্ধ করবে? যুদ্ধ করবে? কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? কাকে মারবে? কার বুকে তোপ দাগবে? ওরা যে আমার পুত্র—ওরা যে আমার সর্ব্বস্ব! আজ পর্য্যন্ত ওরা যে আমার রুটি খেয়েছে—আমার অস্ত্র ধ'রে

যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে—আমারই প্রদত্ত সম্মান-পদক ওদের প্রত্যেকের বক্ষে এখনো আবদ্ধ আছে! ওই পদক লক্ষ্য ক'রে আমি ওদের আঘাত করব জনার্দ্দন! আমার পুত্রগণ মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করবে—তাই আমাকে দেখতে হবে! না—তা হয় না জনার্দ্দন—তা হয় না!

জনার্দ্দন।—তাহলে কি পুণার মহাশক্তিমান পেশোয়া আজ এইস্থানে নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়িয়ে স্থির নেত্রে গৃহ শত্রুর বিজয়লীলা দর্শন করবেন?—আর সেই দৃশ্য আমাদেরও দেখাবেন?

( শিবপন্থের প্রবেশ )

শিব।—পেশোয়া! পেশোয়া! বড় দুঃসংবাদ! কাকা সাহেব বিদ্রোহী হয়েছেন; পুণার বিপুল বাহিনী হস্তগত ক'রে—কারারুদ্ধ সেনাপতি আপাজিরাও আর কুঙ্কুম-তান্তিয়াকে উদ্ধার ক'রে—আমাদের আক্রমণ করেছে। আমরাও প্রস্তুত হয়েছি—তোপখানা ফিরিয়ে ফেলিছি;—সমস্ত ফৌজ এ কথা শুনে ক্ষেপে উঠেছে!

জনৈক সেনানীর প্রবেশ।

সেনানী।—পেশোয়া! পেশোয়া! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! কাকা সাহেব কুমার নারায়ণরাওকে পেশোয়া ব'লে ঘোষণা করছে!

মাধব।—তাই নাকি! তাই নাকি! নারায়ণ পেশোয়া

হ'য়েছে! নারায়ণ পেশোয়া হ'য়েছে! বাস্—বাস্—তবে তো ল্যাটা চুকে গেছে!—যুদ্ধ মিটে গেছে।

( শিবপন্থের প্রবেশ )

শিব।—পেশোয়া! পেশোয়া! তোপখানা ফিরিয়েছি—সমস্ত তোপ ঘুরিয়ে ফেলেছি, তোপ দাগতে যাচ্ছি—এমন সময় দেখলুম—পেশোয়ার হাতীতে চেপে কুমার নারায়ণ রাও দূরে তোপের সামনে এসে খাড়া হ'লো! কাকা সাহেব তাকে সেইখানে রেখে গেলো। পেশোয়ার হাতী কামানের ডাকে ভয় পায় না—পালায় না, মরে তো ঠায় দাঁড়িয়ে মরবে! হুকুম—পেশোয়া—হুকুম, শুধু মুখের হুকুম, তোপ দাগি—কুমারের বুকের ওপর গোলা ছালাই—

মাধব।—কিছুতেই না—সে যে আমার ভাই!—ফেরাও কামান,—তোপ দেগো না; সৈন্যদল দাঁড়াও; যুদ্ধ হবে না।

শিবপন্থ।—যুদ্ধ হ'বে না? তোপ দাগব না?—তোপ বন্ধ ক'রে পেশোয়াকে সয়তানের হাতে সঁপে দেব! না—না—কখনো তা পারবো'না! আমারা যোদ্ধা, যুদ্ধের সময় পিতা জানিনা—ভ্রাতা জানিনা—কাউকে মানিনা, জানি শুধু প্রভুকে,—মানি শুধু—যার নেমক খাই, তাকে! হোক্ আপনার ভাই—মানবো না, শুনবো না;—তোপ চালাব—তোপ চালাব, লক্ষ ফৌজ যদি আসে—তিন ঘণ্টায় ফতে



৮

ক'রে দোব!—চালাও চালাও তোপ—প'লতেয় আগুন দাও—

মাধব।—শান্ত হও শিবপন্থ! পেশোয়ার কথা অমান্য কর—এত তোমার সাহস! খবরদার,—যে তোপ ছোঁবে—যে একটা গুলি চালাবে—তাকে তদ্দণ্ডেই গুলি ক'রে মারা হবে!

শিবপন্থ।—গুলি ক'রে মারা হবে! তবে আর কি করতে থাকব এখানে! ধরা দিতে? না না—ধরা দিতে পারব না,—পেশোয়া ধরা পড়বে—তা দেখতেও পারব না; তার চেয়ে—তার চেয়ে বনে থাকবো—আত্মহত্যা ক'রব—বাস্—বাস্— [ প্রস্থান ]

মাধব।—যাক্ যাক্—সব যাক্—সব যাক্; জনার্দ্দন—এবার আমিও যাবো—আত্মসমর্পন ক'রবো; যুদ্ধ ক'রব না—যুদ্ধ ক'রব না; ভাই-ভাই-ভাইয়ের বিরুদ্ধে—আমার নারায়ণের বিরুদ্ধে—যাকে বুকে ক'রে মানুষ ক'রেছি—আমার রমা যাকে কোলে ক'রে পালন ক'রেছে, সেই নারায়ণ—সেই নারায়ণের বুকে কামানের গোলা—উঃ—না—না—না—ভাবতেও কষ্ট হয়—কল্পনা ক'রতেও দম বন্ধ হ'য়ে যায়—না—না—না—জনার্দ্দন—আমি ধরা দোব—আমার ঘোড়া আনো।

জনার্দ্দন।—পেশোয়া—পেশোয়া—উন্মাদের মত কি বলছেন

আপনি! আপনার আত্মসমর্পনের অর্থ—আত্মহত্যা! একবার ভাবুন—একবার দেখুন, ভায়ের কথা ভুলে একবার পুণার দিকে চেয়ে দেখুন—মহারাষ্ট্র জাতির দিকে চেয়ে দেখুন,—সব অন্ধকার! আপনার আসনে ব'সে মহারাষ্ট্রের শাসন-দণ্ড ধারণ ক'রতে পারে, এমন যে আর কেউ নেই পেশোয়া! আপনি যে এই বিপুল মহারাষ্ট্র জাতির পিতা—রক্ষাকর্ত্তা—পালন-কর্ত্তা, আপনার পতনে তারা যে অনাথ হবে পেশোয়া!

মাধব।—কেন তারা অনাথ হবে জনার্দ্দন! পেশোয়ার আসন কখনো কি শূন্য পড়ে থাকে? আজ আমার আত্মসমর্পন—হয়তো এজাতির অশেষ কল্যাণ আনয়ন ক'রবে; দুই ভাই মুখোমুখী হ'য়ে পরস্পরের বক্ষ্যলক্ষ্য ক'রে অস্ত্র ক্ষেপনের চেয়ে এ আত্মসমর্পন নিশ্চয়ই কল্যাণ-জনক! এতে এক বিশাল জাতি অক্ষুন্ন থাকবে—শক্তি অক্ষয় হবে—ভ্রাতৃস্নেহের পুতমন্দাকিনী ভ্রাতৃরক্তে কলুষিত না হ'য়ে মর্ত্তে অমৃতধারা সিঞ্চন ক'রবে! ঘোড়া আনো জনার্দ্দন—আমি আত্মসমর্পন ক'রবো।

জনার্দ্দন।—কিন্তু তার পূর্ব্বে—তার পূর্ব্বে পেশোয়া—আমার এই প্রসারিত বক্ষে আপনার অস্ত্র আমূল প্রথিত ক'রে দিন! আপনার আত্মদান—পুণার পতন—মধ্যাহ্ন তপনের অকালে অস্তগমন স্বচক্ষে দর্শন ক'রতে পারবো না।

মাধব।—জনার্দ্দন! পুণায় ফিরে যাও; রমাবাঈকে আমার পতনের সংবাদ দিয়ো;—তাকে ব'লো,—সে যেন, আমার পতন-কাহিনী পুণায় পহুঁছবার পূর্ব্বে, তার পিত্রালয়ে প্রস্থান করে! যাও জনার্দ্দন—শুনছ না! যাও—যাও—আদেশ যদি না শুনতে চাও—অনুরোধ—ব'লে নাও! অনুরোধ—অনুরোধ—অনুরোধ জনার্দ্দন—অনুরোধ ব'লে নাও—যাও—যাও—

জনার্দ্দন।—হায়—হায়! পেশোয়া পাগল হ'য়েছেন!—পাগল হ'য়েছেন!

[ চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রস্থান ]

মাধব।—সকল সেনানী সকল সৈন্য পেশোয়ার ঘোষণা শোন,—উদ্যত অস্ত্র নামাও সকলে—যুদ্ধ হবেনা। ( সেনানীর প্রতি ] যাও, ঘোড়া আনো—শ্বেত পতাকা ওড়াও—যাও—যাও—যাও—

সেনানী।—একি আদেশ পেশোয়া! সমস্ত সৈন্য স্তম্ভিত! তারা লড়াই চায়; হুকুমের জন্য সঙের মতন খাড়া র'য়েছে! হুকুম—পেশোয়া হুকুম!

মাধব।—অস্ত্র ত্যাগ করো সকলে—এই পেশোয়ার হুকুম।

সেনানী।—কি—

মাধব।—খবরদার! জেনো—এখনো পর্য্যন্ত আমি পেশোয়া মাধবরাও; নামাও অস্ত্র!

[ আনন্দীবাঈ ( সমর সজ্জায় ), রঘুনাথরাও, নারায়ণরাও, কুঙ্কুমতান্তিয়া, আপাজি ও সৈন্যগণের প্রবেশ ]

আনন্দী।—ফেল অস্ত্র সকলে—এই মুহূর্ত্তে !

রঘুনাথ।—পেশোয়া নারায়ণরাওয়ের আদেশ—অস্ত্র ত্যাগ করো মাধবরাও।

মাধব।—নারায়ণ—আমার প্রাণের নারায়ণ—আমার বক্ষ-রক্ত—আমার সর্ব্বস্ব, নারায়ণরাও পেশোয়া—যে মুহূর্ত্তে এই কথা শুনেছি, সেই মুহূর্ত্তে শুধু আমি কেন—আমার পঞ্চাশ সহস্র রণোন্মত্ত অক্ষতদেহ নির্ভীক সৈন্য আমার আদেশে উদ্যত অস্ত্র নত ক'রেছে ! এতেও যদি নারায়ণের মনে সন্তোষ না হয়—তাহলে এই দণ্ডেই অস্ত্র ত্যাগ ক'রছি। ফেল অস্ত্র সেনানিগণ—অস্ত্র ফেল সৈন্যগণ—মাধবরাওয়ের আদর্শ গ্রহণ করো—এই ফেললুম অস্ত্র। ভাই—ভাই নারায়ণ ! মাধবরাও অম্লানবদনে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রলে !

নারায়ণ।—[ স্বগতঃ ] ভগবান ! ভগবান ! মনে বলে দাও মনে বল দাও—দাঁড়াবার শক্তি দাও !

আনন্দী।—বন্দীকরো, আপাজিরাও—বন্দী করো !

—০O০—

# পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পুণা—প্রাসাদ-অলিন্দ। কাল—রাত্রি।

( রমাবাঈ ও তাঁহার পশ্চাতে জনার্দ্দনের প্রবেশ )

জনার্দ্দন।—মা!—

রমা।—চুপ করো; সব তো ব'লেছো, এক নিশ্বাসে পেশোয়ার পতনের কাহিনী তো প্রকাশ ক'রেছো;—সে ভীষণ কাহিনী শুনে কক্ষের বায়ু উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছিল—অগ্নি-শিখার মতন আমার সর্ব্বাঙ্গে দাগা দিচ্ছিল,—তাই এখানে পালিয়ে এসেছি; এই অলিন্দে দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড ভাবতে চাচ্ছি।

জনার্দ্দন।—এখন আর কি ভাববে মা? ভাববার আর কি আছে?

রমা।—ভাবনার কি কুল কিনারা আছে জনার্দ্দন? সত্য ত্রেতা দ্বাপরের কথা আজ যে মনে জেগে উঠছে! ধর্ম্মপরায়ণ রাজা নলের সুখ্যাতি—সুযশে যখন বসুন্ধরা পূর্ণ হ'য়েছিল, তখন কলির কুচক্রে এই ভাবেই তাঁর পতন হ'য়েছিল! ত্রেতায় ভারতের সূর্য্য পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র ধর্ম্মের উজ্জ্বল কিরণ বর্ষণ ক'রতে ক'রতে কুচক্রীর চক্রান্তে এই ভাবেই

সহসা ঘন বনান্তরালে দীর্ঘকালের মতন অস্তমিত হ'য়েছিলেন! দ্বাপরে মহারাজা যুধিষ্ঠীর রাজ-গৌরবের শীর্ষস্থানে আরোহণ ক'রে কর্ণ, শকুনির ষড়যন্ত্রে আবার এই ভাবেই ভূপতিত হ'য়েছিলেন! এঁদের পতনের সঙ্গে পেশোয়ার পতনের তো কোনো পার্থক্য নেই? চুপ ক'রে আছ কেন জনার্দ্দন—হেঁট মুখে কি ভাবছ এখন? আর কথা কইছ না কেন? নল, রাম, যুধিষ্ঠীরের কথা যদি সত্য হয়, পতনের পর আবার যদি তাঁদের উত্থান হয়, তবে কেন পেশোয়ার উত্থান না হবে?

জনার্দ্দন।—মা! মা! কি ব'লছ তুমি? একি কথা শোনাচ্ছ মা? তবে কি সত্যই বুঝি মা তুমি পাগলিনী হ'লে? পিত্রালয়ে চল্লে!

রমা।—কেন জনার্দ্দন, যাঁদের আদর্শ আমি কীর্ত্তন ক'রছি, তাঁদের মহিষীরা কি স্বামীর পতনে—স্বামীসঙ্গ ছেড়ে পিত্রালয়ে পালিয়েছিলেন? রাণী রমাবাঈ কি পেশোয়ার সহধর্ম্মিণী নয়! জনার্দ্দন! স্বামী আমার আত্মসমর্পণ ক'রে ভুলে গেছেন! যাঁর উপর অসংখ্য প্রজার জীবন-মরণ নির্ভর ক'রছে,—ভায়ের চেয়ে, ছেলের চেয়ে প্রজা যাঁর আপনার,—স্বামী আমার সেই প্রজাপালক রাজা; এক ভ্রাতার জন্য তাঁর কোটী কোটী প্রজা, কোটী কোটী পুত্র বিপন্ন হবে, লক্ষ লক্ষ ঘরে হাহাকার উঠবে, অগণ্য

কণ্ঠ হ'তে যে আমার স্বামীর উপর অভিশাপ বর্ষণ হবে!—না—জনার্দ্দন, এ কখনো হ'তে দেওয়া হবে না,—পুণাকে রক্ষা করা চাই—পেশোয়ার মুক্তি চাই।

জনার্দ্দন।—মা! মা! জননী! এই তো ঠিক রাণীর মতন কথা; এ কথা শুনে মা—বুক আবার গর্ব্বে ফুলে উঠছে—মনে আবার নূতন শক্তি জাগছে! তবে আদেশ ক'র মা—আবার সৈন্যদলের সৃষ্টি করি, এই রাত্রেই রণদামামায় আঘাত করি—সমস্ত পুণা রণসাজে সেজে আসুক—পেশোয়ার জয়নাদে মেদিনী কেঁপে উঠুক।

রমা।—এ আদেশ অবশ্য পাবে জনার্দ্দন—কিন্তু এখানে নয়, পেশোয়ার দরবারে পেশোয়ার আসনে দাঁড়িয়ে আমি তোমাদের এ আদেশ ক'রবো; এই রাত্রিই দরবার বসাতে হবে জনার্দ্দন, অমাত্য—সেনানী যারা যারা এখানে আছে—তাদের সকলকে দরবারে দেখতে চাই, তুমি যাও এখনি, আর সময় নাই!

জনার্দ্দন।—এ আদেশ এই দণ্ডেই পালিত হবে মা। প্রাণের উন্মাদ আবেগ এতক্ষণ কর্ত্তব্যের নিগড়ে বাঁধা ছিল—জননীর আশীষ বচন সে বন্ধন ছিন্ন ক'রেছে, প্রাণ পুলকে পূর্ণ হ'য়েছে, কর্ত্তব্য পালনে অসাধ্য-সাধনে আর তো ধরায় বাধা নাই।

[ বেগে প্রস্থান

রমা।—কি দেখছি!—হৃদয়ের সর্ব্বত্র ওলট-পালট ক'রে খুঁজে কি দেখতে পাচ্ছি? দেখছি এই—আমার জীবনের কুহেলিকাচ্ছন্ন নানা কর্ত্তব্যের মধ্যে একটী কর্ত্তব্য—কেবল একটী মাত্র কর্ত্তব্য এখন আমার এই অন্ধকারময় হৃদয় আকাশে জ্যোতিষ্কের মতন উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠেছে! সে কর্ত্তব্য—স্বামীর জন্য সহধর্ম্মিনীর আত্মোৎসর্গ, স্বামীর রাজধর্ম্মে সাহায্য।

( জানোজির প্রবেশ )

জানোজি।—মা! মা! কি শুনছি—কি শুনছি!

রমা।—জানোজি! আপাজি আর সেই অবাধ্য সৈন্যদের তুমি ছেড়ে দিয়েছ কেন?

জানোজি।—সে কি মা! তুমিই তো তাদের ছেড়ে দিতে হুকুম দিয়েছিলে।

রমা।—আমি তাঁদের ছেড়ে দিতে হুকুম দিয়েছিলুম?

জানোজি।—হাঁ-মা, পেশোয়ার ছোট ভাই তোমার একজন—সঙ্গিনীকে সঙ্গে ক'রে—তোমার হুকুম জানিয়ে—তোমার ভাইকে ছাড়িয়ে আনে।

রমা।—তাই না কি!—কিন্তু জানোজি, নারায়ণের সেদিনকার অবাধ্যতার কথা তুমি তো জানো,—তা জেনেও তার কথায় আপাজিকে কেমন ক'রে ছেড়ে দিলে?

জানোজি।—এটা তখন বুঝতে পারিনি মা; নারায়ণের সঙ্গে

তোমার সঙ্গিনীকে দেখে আর বড় সন্দেহ ক'রিনি ; বিশেষত আপাজি যখন ভাই—

রমা।—হাঁ জানোজি—ভাই ; এই ভাই, সংসারে বড়ই সমস্যার সামগ্রী ! ভাইয়ের মতন ভাই হ'লে, সংসার স্বর্গ হয় ; ভাইয়ের মতন ত্যাগ স্বীকার ক'রতে ভাই বই আর কে পারে ! ভাইয়ের জন্য স্বার্থ বলি দিয়ে ভালবাসতে— আপদে বিপদে বুক দিয়ে প'ড়তে, ভাইই জানে ! কিন্তু জানোজি, আবার এই ভাই যদি শত্রু হয়—এই ভাই যদি বেঁকে দাঁড়ায়—তা হ'লে তাকে ফেরান মানুষের সাধ্য নয় ! তখন এই ভাই ভাইয়ের ওপর এমন প্রতিশোধ নেয়— যে প্রতিশোধ নিতে পিশাচও ভয় পায় !—জানোজি, আমার ভাই আপাজি আজ এই রকম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ! এই ভায়ের জন্যই আজ পুণার সর্ব্বনাশ, পেশোয়ার পতন।

জানোজি।—বুঝিছি মা,—কিন্তু যা হ'য়ে গেছে, তার জন্য আর আপশোস ক'রে কি হবে মা ! তবে যদি হুকুম দাও মা তোমার সেই ভাই যেখানেই থাকুক না কেন, সাত দিনের ভেতর তার টুঁটি টিপে তোমার পায়ের তলায় এনে হাজির ক'রতে পারি !—কিন্তু মা—এর চেয়ে—আগে পেশোয়াকে—

রমা।—মাতৃভক্ত সন্তান ! মা'র ব্যথা বুঝে পুত্রের মতন কথাই ব'লেছ ! পেশোয়াকে এখন সগৌরবে পুণায় ফিরিয়ে

আনাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য—প্রধান উদ্দেশ্য—প্রধান লক্ষ্য! তোমার অদ্ভুত কর্ম্মা সহস্র যোদ্ধা নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে থাকে পুত্র!

জানোজি।—তোমার মুখ থেকে এ হুকুম পাবার আগেই—বিপদের কথা শুনেই—সমস্ত যোদ্ধা নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি মা! কেবল এই হুকুম দাও জননী—এই দণ্ডে বেদনুরে যাই!

রমা।—জানোজি—পুত্র! প্রস্তুত হ'য়ে থাকো—এ অধীর হবার বিষয় নয়,—অবিলম্বে হুকুম পাবে। হাঁ এই সঙ্গে তোমাকে আর একটি কথা ব'লে রাখছি জানোজি,—আমার আশ্রিতা কন্যা ইলার আলয় যেন রক্ষী শূন্য না হয়,—বিপন্ন পেশোয়ার উদ্ধারের জন্য যেন শরণাপন্ন বিপন্ন না হয়!

[ উভয়দিকে উভয়ের প্রস্থান।

———o———

# ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—০:*:০—

পুণা—দরবার। কাল—রাত্রি।

অমাত্যগণ, জনার্দ্দন, শিবপন্থ ও সর্দ্দারগণ।

১ম সরদার।—কি আশ্চর্য্য! পেশোয়া স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ ক'রলেন?

২য় অমাত্য।—তাঁর আত্মসমর্পণের হেতুও তো শুনলে; তবে আশ্চর্য্য হ'চ্ছ কেন?

১ম অমাত্য।—মহারাণী এখন আমাদের কি ক'রতে বলেন?

জনার্দ্দন।—মহারাণী স্বয়ং দরবারে এসে আমাদের কর্ত্তব্য ব'লে দেবেন।

১ম অমাত্য।—তাঁর আচরণে আমরা সকলেই, এবং আশা করি সমগ্র পুণাবাসীই মর্ম্মাহত!

জনার্দ্দন।—মহারাণীর আচরণে আপনারা সকলে মর্ম্মাহত! মমতাময়ী মাতার ব্যবহারে পুত্র ব্যথিত! অসম্ভব!—যিনি সহস্রজননিসেবিতা রাজমহিষী হ'য়ে, অভিমান অহঙ্কার ভুলে, রাজ্যের কল্যাণ-কল্পে রাজ্যবাসীর ঘরে ঘরে বিচরণ ক'রে থাকেন,—বরদা মাতার মূর্ত্তিতে বরাভয়পানি বিস্তার ক'রে প্রসন্ন আননে বিপন্নকে বর ও অভয় বিতরণ ক'রে ধন্য হন, তাঁর আচরণ মর্ম্মপীড়ার কারণ?

১ম অমাত্য।—শাস্ত্রের বাণী জান তো জনার্দ্দন—"সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্‌!" সব বিষয়েই অতি জিনিসটা অত্যন্ত মন্দ; রাণীর এই অতিশয় করুণাই আমাদের মনকষ্টের কারণ।—সেই বিদ্রোহী দস্যু জানোজি আংগ্রের নাম শুনেছ বোধ হয়,—তিনিই এখন রাণীর আশ্রিত! ডাকাতকে আশ্রয় দিতে আমরা রাণীকে নিষেধ ক'রেছিলেম, কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি, ডাকাত জানোজি এখনো তাঁর আশ্রিত হ'য়ে আছে!

( রমাবাঈয়ের প্রবেশ )

রমা।—জানোজি ডাকাত নয় অমাত্য, জানোজি আমার পুত্র; একদিন আমি তাকে মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত ক'রেছিলুম, তাই এই দুর্দ্দিনে মাতৃভক্ত পুত্র মাতৃঋণ শোধ ক'রতে এসেছে! অমাত্যগণ! জানোজির প্রসঙ্গ নিয়ে এখন তো মায়ের সঙ্গে কলহ করবার সময় নয়; এখন আমাদের যে বিপদ, তাতে শত্রুকে কোলে নিতে হয়—পাপীকে পার্শ্বে স্থান দিতে হয়! পেশোয়ার সহধর্ম্মিণী—কোটী কোটী প্রজার জননী—এ রাজ্যের রাণী আমি—আজ প্রজাদের স্বার্থের খাতিরে প্রজাদের জীবনের জন্য প্রজাদের হিতের জন্য—পেশোয়ার এই শূন্য সিংহাসনে দাঁড়িয়ে এই পুণ্যময় রাজদরবারে—ন্যায় ও ধর্ম্মকে সম্মুখে স্থাপন ক'রে আমার পুত্রদের আদেশ

ক'রছি—প্রাণপণে তোমরা এই পুণ্য সিংহাসন রক্ষা করো। ( সিংহাসন হইতে রাজদণ্ড তুলিয়া ) এই দেখ পেশোয়ার দণ্ড ! এই দণ্ড ধারণ ক'রে সিংহাসন আলো ক'রে পেশোয়া ব'সতেন ! এই দণ্ড—ন্যায়ের দণ্ড, ধর্ম্মের দণ্ড, পুণ্যের দণ্ড, রাজ দণ্ড, এই দণ্ড ধ'রে পেশোয়ার সিংহাসনে পেশোয়ার সহধর্ম্মিণী দণ্ডায়মান হ'য়ে শূন্য সিংহাসন রক্ষা করবার জন্য তোমাদের সাহায্য চাইছে। এক সঙ্গে রাণীর আদেশবাণী—মাতার অনুজ্ঞা—রাজদণ্ডের দোহাই; আমি মাতা—পুত্র তোমরা সবাই।

সকলে।—( তরবারি নিষ্কাষিত করিয়া ) জয় মা মহারাণী! সিংহাসন অবশ্য রক্ষা ক'রব!

রমা।—বিপদের দিনে সিংহাসন রক্ষা ক'রতে হ'লে হৃদয়ের রক্ত ঢেলে দিতে হবে! এই দেখ পুত্রগণ! আমার অঙ্গের রক্ত সর্ব্বাগ্রে এই সিংহাস-নতলে ঢেলে দিয়ে সাদরে তোমাদের আহ্বান ক'রছি—রক্ত দিতে, রক্তমাখা প্রাণ দিতে, রক্তের বিনিময়ে এই রাজতক্ত রক্ষা ক'রতে যারা প্রস্তুত আছ—তারা এগিয়ে এসো—আমি এই রক্তের তিলক তাঁদের ললাটে অঙ্কিত ক'রে দোব—রাণীর রক্তের ফোঁটা ললাটে তোমাদের জয়টিকা হবে—অবশ্য তোমরা জয়ী হবে।

সকলে।—জয় মা মহারাণী! দাও মা দাও—

[ সকলের ললাটে হস্তের দণ্ড স্পর্শ ও রক্তে রঞ্জিত করণ ]

জনার্দ্দন।—মা—মা—মহারাণী! তোমার পুণ্য পবিত্র অঙ্গের অগ্নিময় শোণিত তিলক, ললাটে অঙ্কিত ক'রে দিয়ে প্রাণে একি নূতন শক্তি-সুধা ঢেলে দিলে মা? কি মাদকতায় মাতিয়ে দিলে জননী? অসুরনাশিনী শিবসীমন্তিনী করালিনী কাত্যায়ণী এমনই সঞ্জীবনী ফোঁটা ভক্ত দেবতার ললাটে লিপ্ত ক'রে দিয়ে অসুরদলনে পাঠিয়েছিলেন! এওকি সেই রক্ত—সেই সুধা—সেই ফোঁটা?

রমা।—এ মায়ের প্রসাদ—রাণীর আশীর্ব্বাদ; ভক্ত সন্তান সব! তোমাদের জননীর রক্ত-রঞ্জিত এই রাজদণ্ড তোমাদের সম্মুখে এই সিংহাসনে রক্ষিত হ'ল; এখন এর রক্ষক তোমরা! [ প্রস্থান ]

সকলে।—( জানু পাতিয়া সিংহাসন সন্মুখে তরবারি বিন্যাস-পূর্ব্বক ) হাঁ মা—এর রক্ষক আমরা!

# সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

বেদনুর—কারাগারের দেউড়ী। কাল—রাত্রি।

বন্দুকধারী প্রহরীর মুদিত নেত্রে দেউড়ীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পরিক্রমণ ; সন্তর্পণে সখারামের প্রবেশ,—প্রহরীর পাছু পাছু সমতালে পা ফেলিয়া অনুগমন ও সুযোগ বুঝিয়া ধাক্কা দিয়া তাহার বন্দুক গ্রহণ ও অন্য হস্তে রজ্জুর দ্বারা প্রহরীর কণ্ঠ বেষ্টন!

সখারাম।—খবরদার! কথা কয়েছো তো একটি টান দোব, অমনই তৎক্ষণাৎ দম বন্ধ হ'য়ে মারা যাবি বেটা! আমি কে জানিস? ঠগীর রাজা!

(ইলার প্রবেশ)

ইলা।—আর আমি ঠগীর রাণী! আমার হাতে ছোরা দেখছিস? যেই কথা কইবি, রাজা ফাঁস টেনে দম বন্ধ ক'রবে, আর আমি অমনি ছোরাখানা আগাগোড়া বুকে বসিয়ে দোব!

প্রহরী।—য়্যা—ঠ—ঠ—ঠ—ঠগী—

সখারাম।—ব্যস্, এই পর্য্যন্ত, এবার চুপ ; হাঁ—আমরা ঠগী ; পুরী শুদ্ধ একগাড় ক'রেছি—কেউ বাদ পড়েনি—তুই বেটা শুধু বাকী আছিস্—কাঁপছিস্—তা কাঁপ ; কিন্তু খবরদার কথা যেন ক'স্নি!

প্রহরী।—আ—আ—আ—

সখারাম।—আবার? তবে ম'রলি। কথা কইলি তো মরলি—

ইলা।—আর এই ছুরিও খেলি।

সখারাম।—যা ব'লবি ইসারায় বল্।

প্রহরী।—( ইঙ্গিতে—প্রাণে মেরো না! )

সখারাম।—ভয় নেই বেটা, প্রাণে মারবোনা তোকে, শুধু বাঁধবো; দে—তোর হাত দুটো দে—বেঁধে ফেলি! (বন্ধন) এইবার যা জিজ্ঞাসা ক'রবো, যা চাইব—ইসারায় তার জবাব দে; চাবি কোথায় বল!

প্রহরী।—( ইঙ্গিতে—কি চাবি? )

সখারাম।—যে কামরায় পেশোয়া মাধবরাও বন্দী হ'য়ে আছেন, সেই কামরার চাবি চাই!

প্রহরী।—( ইঙ্গিতে—কোমরবন্ধ প্রদর্শন। )

সখারাম।—( কোমরবন্ধ হইতে চাবি খুলিয়া লইয়া ) বহুত আচ্ছা—এবার আমাদের সঙ্গে চল বাছাধন,—পেশোয়ার কামরা দেখিয়ে দিতে হবে।

[ সকলের প্রস্থান ]

---

# অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

—*—

বেদনুর—কারাকক্ষ।　　কাল—রাত্রি।

মাধবরাও।

মাধব।—এ আমি কোথায়? এ যে দেখছি সেই দানবীর চক্র! দানবীর চক্রান্তে রুদ্ধ কক্ষে দৃপ্ত সিংহ শীর্ণ বিকল দেহে অবসন্ন হ'য়ে প'ড়ে আছে! আমি কি সেই মাধবরাও? তর্জ্জনী হেলনে যার লক্ষ লক্ষ সৈন্য এক সঙ্গে রণরঙ্গে মত্ত হ'য়ে উঠত, দিল্লী থেকে কর্ণাট পর্য্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড যার পদতলে প্রাণ ঢেলে দিয়ে অবসন্ন ভাবে শুয়ে প'ড়েছিল, সমগ্র ভারতের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আশা— থাক্—আবার কোন আশার কুয়াশা অন্তরে এসে জাল পাতে! যে আত্মসমর্পণ ক'রেছে—হেলায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছে—তার অন্তরে আবার কেন আশা আসে? থাক্—আর এ চিন্তা নয়—( নেপথ্যে দারোদ্মোচনের শব্দ।) ওকি! এত রাত্রে কে দরজা খোলে!

( সখারাম ও ইলার প্রবেশ )

সখারাম।—একি! একি দেখছি! পেশোয়া—পেশোয়া! রাজরাজেশ্বর! এ আপনার কি শোচনীয় মূর্ত্তি!

মাধব।—কে তুমি? তোমার সঙ্গে ওই রমণীই বা কে? এখানে কিং জন্য এসেছ?

সখা।—পোশোয়ার গুণমুগ্ধ আমি সেই বঙ্গবাসী সখারাম! আর ইনি আমার সহধর্ম্মিণী; রাজ রাজেশ্বর কারাবাসী শুনে, জীবনপণ ক'রে আমরা এখানে এসেছি; আমাদের কৌশলে প্রহরী বন্দী হ'য়েছে, বাইরে অশ্ব সজ্জিত আছে, কৃপা ক'রে এখনি পেশোয়া এ কারাকক্ষ পরিত্যাগ করুন।

মাধব।—একি আশ্চর্য্য! আমাকে উদ্ধার করবার জন্য তোমরা সিংহীর গহ্বরে প্রবেশ ক'রেছ?

সখারাম।—রাজাধিরাজ! আমরা বাঙ্গালী; আমরা অক্ষম—দুর্ব্বল; কিন্তু রাজভক্তি আমাদের বড় প্রবল; রাজাকে আমরা দেবতার অবতার ব'লে জানি, রাজার জন্য আমরা যমদ্বারে প্রবেশ ক'রতেও কুণ্ঠিত নই!

মাধব।—কে বলে তোমরা দুর্ব্বল! অন্তর যাদের এমন সরল, তাদের মতন বলবান জাতি জগতে আর কোথায়? বীরত্ব অস্ত্রে নয়—ত্যাগে। ত্যাগশীল বন্ধু আমায়—তোমার আত্ম-ত্যাগের কথা শুনে চক্ষু আমার অশ্রুভারে সিক্ত হ'চ্ছে!

ইলা।—পেশোয়া! তাহ'লে আর বিলম্ব না ক'রে এখনই বাইরে চলুন!

মাধব।—মা! তোমাদের রাজভক্তি দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়েছি,

কিন্তু মা, তোমাদের এ অনুরোধ আমি রক্ষা ক'রতে পারছি না!

সখা।—সে কি পেশোয়া!

মাধব।—সখারাম! পেশোয়া ব'লে যাকে সম্বোধন ক'রছো— ফেরুর যোগ্য আচরণ তার কখনো কর্ত্তব্য নয়!

( রক্ষিগণসহ আনন্দীর প্রবেশ )

আনন্দী।—বিশেষতঃ সিংহী যখন স্বয়ং সজাগ হ'য়ে গুহায় এসে দাঁড়িয়েছে!

সখা।—ওঃ এই সেই সয়তানী!

আনন্দী।—মাধবরাও!

সখা।—মুখ সাম্‌লে কথা ক' সয়তানী—

ইলা।—পেশোয়া ব'লে ডাক—নইলে এখনি তোর বুকে—

( আনন্দীর ইঙ্গিতে রক্ষিগণ কর্ত্তৃক ইলার হস্ত ধারণ, ইলা ও সখারামকে বন্ধন )

আনন্দী।—এখনই বধ্যভূমে নিয়ে যাও;—সেইখানে বিচার হবে।

( ইলা ও সখারামকে লইয়া রক্ষিগণের প্রস্থান )

কি বীরপুরুষ! চুপ ক'রে আছ যে! ওরা তোমাকে মুক্ত ক'রতে এসে ধৃত হ'য়ে বধ্যভূমে চল্‌লো, কিন্তু তুমি ত এতে একটুও অধীর হ'লে না, তোমার হৃদয় তো উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল না!

মাধব।—ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর উপর শিলাখণ্ড নিক্ষিপ্ত হ'লে তার জলরাশি উদ্বেলিত হয়, কিন্তু সিন্ধুর বিশাল বক্ষ সে আঘাতে অধীর হয় না—স্থির হ'য়ে থাকে!

আনন্দী।—আমার বিচারে এদের প্রাণদণ্ড হবে!

মাধব।—ত্যাগ ও ভক্তির প্রেরণায় যারা এমন সঙ্কট স্থানে আসতে সাহস ক'রেছে, তারা বোধ হয় প্রাণের মমতাকে সঙ্গে ক'রে আনেনি।

আনন্দী।—যাক্, এখন আমি যেজন্য এইরাত্রে তোমার কারাগারে এসেছি তা শ্রবণ করো; আমি এখন তোমার পিতৃব্য পত্নী; তোমার বুদ্ধিমান পিতৃব্যকে উপলক্ষ ক'রে সিংহাসন গ্রহণ আমার পক্ষে বোধ হয় এখন আর তেমন অশোভন নয়, তত্রাচ একার্য্যে এখন তোমার সাহায্যও বিশেষ আবশ্যক, তুমি যদি এই মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্র লিখে দাও যে, আমি রঘুনাথরাওয়ের বৈধ সহধর্ম্মিণী, আর তুমি সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য সিংহাসন স্বেচ্ছায় আমাদের হস্তে সমর্পণ ক'রেছ, তাহ'লেই সহজে আমার কার্য্যসিদ্ধি হয়, শান্তি চিরস্থায়ী হয়, আর এর বিনিময়ে তুমি এই বেদনুরের সিংহাসন পাবে; আমি ঘোষণাপত্র লিখে এনেছি, এখনি এতে স্বাক্ষর করে দাও!

মাধব।—পালাও পালাও তুমি রমণী, আর এখানে থেকোনা, জননী হও, পিতৃব্য-পত্নী হও যাই হও—এখনি পালিয়ে যাও;

বিশ্বজননী রমণী এমন সয়তানী ক'রতে চায়—একথা শুনলে সয়তান পর্য্যন্ত তোমার বাদী হবে; প্রলয় হবে—সর্ব্বনাশ হবে—পালাও তুমি!

আনন্দী।—এই ঘোষণাপত্রে এই মুহূর্ত্তে তুমি স্বাক্ষর না ক'রলে এই রাত্রেই তোমার প্রাণদণ্ড হবে!

মাধব।—প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হ'লেও জোনাকির ভ্রূকুটি ভ্রূভঙ্গে স্বধর্ম্ম বিস্মৃত হয় না!

আনন্দী।—কে আছিস্ বাইরে—একে নিয়ে যা!

( রক্ষিগণের প্রবেশ )

সাবধানে বধ্যভূমে নিয়ে চল্—প্রাণদণ্ড হবে!

( মাধবরাওকে লইয়া প্রস্থান )

---

## নবম গর্ভাঙ্ক।

বধ্যভূমি—কাল-রাত্রি।

রঘুনাথ, নারায়ণ, আপাজি, কুঙ্কুম, রক্ষীগণ।

রঘুনাথ।—নারায়ণ! যখনই তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনই দেখি, তুমি গভীর চিন্তায় মগ্ন, তোমার জন্যই আমরা এই সব অসাধ্য সাধন ক'রছি, অথচ তুমি সদা সর্ব্বদাই বিষণ্ণ, এর কারণ কি?

নারায়ণ।—কারণ কি—তা আর কেমন ক'রে বলবো পিতৃব্য! কেবল নিদারুণ মনস্তাপ ভিন্ন এ বিপুল বিশ্বে বুঝি আমার বলবার আর কিছু নেই! তাই থেকে থেকে এক দগ্ধ হৃদয় কেঁদে ওঠে, জগতে সেই মর্ম্মভেদী ক্রন্দন কেউ দেখে না—কেউ শোনে না—কেউ জানে না!

রঘুনাথ।—বৎস! আত্ম সম্বরণ করো—সুখের সময় আর বিষাদের গান গেয়োনা,—তোমাকে সঙ্গে ক'রে মেঘমণ্ডিত ঝটিকাসঙ্কুল বিপদের রাত্রি অতিবাহিত ক'রেছি, এখন উষালোকে পূর্ব্বগগন আলোকময়; আশায়, উৎসাহে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে, কার্য্যসিদ্ধির আর বিলম্ব নাই;—এসময়ে ভ্রাতৃপ্রেমে মত্ত হ'য়ে তুমি যেন আর নিজের সর্ব্বনাশ ক'রোনা!

আপাজি।—দেখছো—আমি আমার ভগিনীর ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য কেমন ভীষণ হ'য়ে উঠেছি—ভগিনীপতির বধ্যস্থানে কেমন হাসিমুখে হাজির আছি। ভায়ের মৃত্যু দেখতে সংসারের আপদ ঝেড়ে ফেল্‌তে তুমিও বুকে সাহস বেঁধে দাঁড়াও!

( বন্দী সখারাম ও ইলাকে লইয়া দুইজন রক্ষীর প্রবেশ )

আরে কেয়া তোফা!

কুঙ্কুম।—তাইতো হে, শিকার ঘুরে ফিরে তোমারই খর্পরে এসে প'ড়েছে!

রঘুনাথ।—এরা এখানে কেন ?

১ম রক্ষী।—হুজুর ! এরা কয়েদ ঘরে ঢুকে পেশোয়াকে উদ্ধার ক'রতে এসেছিল ; রাণী মা জান্‌তে পেরে ঠিক সময়ে হাজির হওয়ায় ধরা প'ড়ে গেছে !

রঘুনাথ।—বটে !

আপাজি !—কি গো ইলাবিবি—কি হে সখারাম বাবু। তোমাদের মা কোথায় ? মা এবার এখানে আসবেন না ?

সখারাম।—সন্তান ছেড়ে মা কোথায় কবে স্থির হ'য়ে থাকেন ! পুত্রের ডাকে মা অবশ্য আসবেন।

কুঙ্কুম।—বটে ! এখনো বাবু সাহেবের বাঙলায় ফেরবার আশা আছে তাহ'লে !

( বন্দী মাধবরাওকে লইয়া রক্ষিদের প্রবেশ )

নারায়ণ।—( স্বগতঃ ) য়্যাঁ—য়্যাঁ—একি ! এই কি সেই পেশোয়া ? সূর্য্যতুল্য তেজীয়ান পুণ্যদীপ্তিময়-লাবণ্য—সর্ব্বশক্তিমান পেশোয়ার একি বিবর্ণ বিশীর্ণ মূর্ত্তি ! উঃ ! একি ভীষণ পরিবর্ত্তন ! রাজদণ্ডের আশ্রয়স্থান যে হস্ত, তা এখন শৃঙ্খলে আবদ্ধ ! ( প্রকাশ্যে ) এখনই পেশোয়ার শৃঙ্খল খুলে দে !

রঘুনাথ।—না—না কি তুমি ব'লছ নারায়ণ ? কে এখন পেশোয়া ! পেশোয়ার সিংহাসন যে তোমার নারায়ণ !

নারায়ণ।—আমার দাদাকে এখনি মুক্ত ক'রে দাও পিতৃব্য! নারায়ণরাও সিংহাসন চায় না, ভাই চায়!

( আনন্দীর প্রবেশ )

আনন্দী।—কিন্তু দেশে যে তোমাকে চায় নারায়ণ!—দেশবাসী তোমাকে পেশোয়ার সিংহাসনে সমাসীন দেখবার জন্য লালায়িত; তাই এই অত্যাচারীর প্রাণদণ্ড ক'রে তোমার হাতে রাজদণ্ড দিয়ে পুণার সিংহাসনে তোমাকে স্থাপন করা হবে!

নারায়ণ।—ভাইকে হত্যা ক'রে, ভাইয়ের রক্তে সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত ক'রে সিংহাসনে বসার চেয়ে শূলে বসা ভাল! জননী! তুমি আমাদের পিতৃব্যপত্নী, সম্বন্ধে, অন্যদিকে তুমি করুণাময়ী রমণী; তবে তোমার মনে এমন পৈশাচিক প্রবৃত্তি কেন মা? আমি তোমার পুত্র, দাদাও তোমার পুত্র, তবে কেন মা তুমি এত নিদয়া? মা হ'য়ে মাতৃ-স্নেহ বিতরণে কেন মা তোর এত কৃপণতা। পুত্রের রক্তে ওই কোমল হস্ত কলঙ্কিত ক'রতে কেন তোর এ উন্মাদ বাসনা জননী? আমি তোর পদতলে ব'সে দাদার প্রাণ ভিক্ষা চাইছি মা—দাদাকে মুক্ত ক'রে দে—তুই সিংহাসন নে—সর্ব্বস্ব নে—বিনিময়ে তার দাদাকে ফিরিয়ে দে।

রঘুনাথ।—কেন বৃথা চীৎকার ক'রছ নারায়ণ!

নারায়ণ।—হা অদৃষ্ট! এ বৃথা চীৎকার! ভাইয়ের সম্মুখে ভাইকে হত্যা ক'রবে তার জন্য ভায়ের রোদন বৃথা!

আনন্দী।—নারায়ণ! ভাইয়ের জন্য রোদন ক্ষণিকের কিন্তু সিংহাসন চিরদিনের। তখন এ অনুতাপ স্বপ্ন ব'লে মনে হবে! মাধবরাওয়ের প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য; আর আমার ইচ্ছা, পুণার ভবিষ্যত পেশোয়া নারায়ণরাও স্বচক্ষে এই দণ্ড দর্শন করে!

নারায়ণ।—আমি যদি যথার্থই পেশোয়া—কার সাধ্য তাহ'লে আমার ভাইকে হত্যা করে। আমি স্বয়ং তাঁকে মুক্ত ক'রবো।

রঘুনাথ।—[ নারায়ণের হস্ত ধরিয়া ] স্থির হও—নারায়ণ! জান, এখনো তুমি আমাদের হস্তচালিত পুত্তলিকা—

নারায়ণ।—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—আমাকে, আমার স্থান এখন আমার দাদার পার্শ্বে, ছেড়ে দাও আমাকে—

আনন্দী।—ধ'রে রাখ ওকে, এই বর্ব্বরের জন্য আমাদের সমস্ত উদ্যম পণ্ড হবে—

( কুঙ্কুম ও আপাজি কর্ত্তৃক নারায়ণকে ধারণ )

নারায়ণ।—ওঃ—রাক্ষস—রাক্ষস—রাক্ষসী মায়া, ভগবান রক্ষা করো কুল দেব রক্ষা করো—

আনন্দী।—চুপ ক'রে এইবার ভ্রাতৃহত্যা দর্শন করো!

[ পিস্তল ধারণ ]

নারায়ণ।—ওঃ—হোঃ—রক্ষা করো—দয়া করো—

সখারাম;—মা—মা—শক্তিময়ী মা আমার—কোথায় কোথায় তুই—আয় মা আয়—যেথায় থাকিস্ মা ছুটে আয়—

সখা ও ইলা।—মা—মা—মা—

আপাজি।—চোপরাও পাজি—ফের যদি চীৎকার ক'রবি—

আনন্দী। বন্দী মাধবরাওকে আমার লক্ষ্যের সমক্ষে নিয়ে এসো—

নারায়ণ।—এ পাপ দৃশ্য আমাকে দেখিও না—তার পূর্ব্বে আমাকে বধ করো—

আনন্দী।—তোমার এ রোদন মরুভূমে বারিবর্ষণ। স্বচক্ষে তোমায় ভ্রাতৃহত্যা দেখতে হবে।

( আনন্দীর মাধবরাওকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ধারণ, বেগে রমাবাঈয়ের প্রবেশ—আনন্দীর উত্থিত হস্ত ধারণ,—
[ সঙ্গে সঙ্গে জানোজি ও সৈন্যগণের প্রবেশ। ]
সখারাম ও ইলার বন্ধন মোচন, রঘুনাথ, কুঙ্কুম,
আপাজি ও রক্ষিগণের যুদ্ধার্থ অস্ত্রধারণ, ক্ষিপ্র
হস্তে তাহাদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক অস্ত্র হরণ ]

রমা।—( আনন্দীর হস্ত ধরিয়া ) ভ্রাতৃদ্রোহী নারায়ণের চক্ষে ভ্রাতৃহত্যা দর্শন সম্ভব হ'লেও, বৈকুণ্ঠের নারায়ণ যে এ হত্যা দর্শনে অক্ষম জননী! তাই তোমার উত্তম এইভাবে

[ ধৃত হস্ত সবলে সঞ্চালন ও আনন্দীর হস্তচ্যুত হইয়া পিস্তল ভূতলে পতন ] পণ্ড হ'ল।

আনন্দী।—য়্যাঁ—কে—কে—কে তুমি আমার সর্ব্বশক্তি হরণ ক'রে আমাকে এভাবে নির্জীত ক'রলে! বল—বল—কে তুমি?

রমা।—যাঁকে তুমি হত্যা করবার জন্য অস্ত্র উদ্যত ক'রেছিলে, আমি তাঁহার হৃদয়-রাণী।

আনন্দী।—উঃ [ স্বগতঃ ]—রমাবাঈ! এই রমাবাঈ! আনন্দী বাঈয়ের অহঙ্কার আজ চূর্ণ হ'লো!

আপাজি।—[ স্বগতঃ ] সয়তানী! সয়তানী! [ ঝটিতি কোটী-দেশ হইতে পিস্তল বাহির করিয়া রমাবাঈয়ের উদ্দেশে ধারণ। ]

জানোজি।—[ লম্ফ দিয়া আপাজির টুঁটি ধারণ ও পিস্তল কাড়িয়া লওন ] ফোঃ—আওয়াজ হ'ল না—ফেঁসে গেল; এইবার এইবার বাঘের থাবা সামলাবে কে? ( সহচরদের প্রতি ) একে পিছমোড়া ক'রে বাঁধ, এ নচ্ছার, আমার মার উপর হাত তুলেছিল।—মা! তুমি এবার ওই সয়তানীর হাত ছাড়ো—আমি ওকে বাঁধবো—

রমা।—ছিঃ বৎস! রমণীর গায়ে কি কখনো হাত দিতে আছে?

জানোজি।—হাঁ মা, ভুল হ'য়েছে, মাপ করো মা, আর এমন কথা কখনো মুখে আনবো না।

রমা।—পেশোয়া! তোমার অজ্ঞাতে এই দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'রে জানি না আমি কতখানি অনধিকার চর্চ্চা ক'রেছি! তবে আমি এইটুকু জেনেছি—স্নেহ আর ভক্তির অত্যাচার বারণ করবার সামর্থ্য তোমার আমার নাই! তুমি যেমন ভ্রাতৃ-স্নেহে আত্মহারা হ'য়ে ভাইকে রক্ষা ক'রতে মাতৃভূমির অন্তরে বিষম দাগা দিয়েছ, আমিও তেমনি স্বামীকে উদ্ধার ক'রতে—স্বামীর জীবন রক্ষা ক'রতে—পূজনীয় কাকা সাহেবের হৃদয়ে বিষম ব্যথা দিয়েছি, কাকী সাহেবাও এতে বড় সামান্য ক্ষুব্ধ হন নি! কিন্তু আমি জানি সংসারে স্বামীই সতীর সর্ব্বস্ব, স্বামীর রক্ষার্থ সতীর অসাধ্য কিছুই নেই।

রঘুনাথ।—হাঁ মা— তুমি তোমার কর্ত্তব্যই ক'রেছ, এতে আমাদের কোনো ক্ষোভ নেই!

মাধব।—রমা! রমা! তুলনায় সমালোচন ক'রলে বেশ বোঝা যায়—তোমার আমার কার্য্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। তুমি—তুমি রমা—পেশোয়ার কলঙ্ক স্খালনের জন্য পুণার ধর্ম্মাধিকরণের গৌরব রক্ষার জন্য, তোমার চরিত্রহীন ভাইকে অম্লান বদনে কারাগারে পাঠিয়েছ! আর আমি—পেশোয়া—আমি আমার ভাইকে বিদ্রোহী জেনেও তাকে রক্ষা ক'রবার জন্য—

নারায়ণ।—নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ক'রেছ দাদা! নিজের সৈন্যদের নিরস্ত্র ক'রে নিজের সৈন্যদের হাতে নিজে ধরা

দিয়েছো ; রাজরাজেশ্বর হ'য়ে হীন দস্যু তস্করের মতন শৃঙ্খলবদ্ধ ক'রে কারাগারে বন্দী হ'য়েছ ; অনসনে দিন যাপন ক'রেছ, শেষে মানবের চরম দণ্ড গ্রহণ করবার জন্য এই ভীষণ বধ্যভূমে এসে দাঁড়িয়েছ। কার জন্য এসব সহ্য ক'রেছ দাদা ? ভায়ের জন্য—ভাইয়ের জন্য ; যে ভাইকে তুমি বুকে ক'রে পালন ক'রেছ, সেই ভায়ের জন্য ! দাদা—দাদা রাজরাজেশ্বর তুমি, অপরাধীর দণ্ডদাতা তুমি, মর্ত্তে ধর্ম্মের অবতার তুমি, রাজধর্ম্ম পালন কর দাদা বিদ্রোহী ভাইকে দণ্ড দাও দাদা—রাজবিধানে রাজার আইনে ভায়েরও দণ্ডের বিধান আছে। এই বধ্যভূমে—দণ্ডদাতা রাজার চরণ তলে—দণ্ডকামী অপরাধী নত জানু হ'য়ে—চরম দণ্ড প্রার্থনা ক'রছে ; দণ্ড দাও দাদা—পাপীকে দণ্ডিত কর রাজা !

মাধব।—দণ্ড ! দণ্ড চাস নারায়ণ ? দাদার কাছে দণ্ডের প্রার্থনা ক'রছিস ? কিন্তু ভাই—দণ্ড দেবার আমার তো আর সামর্থ্য নাই ! দেখছিস্ না—অনসনে দেহ শীর্ণ হ'য়েছে—রোগে জীর্ণ হ'য়ে প'ড়েছে—এই কয় দিনে যেন বিশ বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি পেয়েছে ? তবু তবু তোকে দণ্ড দিতে হবে ? বেশ—বেশ—দোব—দণ্ড দোব তোকে, এমন দণ্ড দোব—যা দেখে সকলে স্তম্ভিত হবে। আয় ভাই এগিয়ে আয়,—এই শীর্ণ বাহুমধ্যে আয়—দণ্ড দোব এগিয়ে আয় ;

নারায়ণ—নারায়ণ—( আলিঙ্গনপূর্ব্বক ) এই তোর উপযুক্ত দণ্ড ভাই! ভায়ে ভায়ে আলিঙ্গন—ভায়ের বিধানে এর চেয়ে আর কি দণ্ড আছে নারায়ণ! আয় ভাই তোকে এই দণ্ড দিয়ে জগৎকে জানাই—আমার ভাই আজ থেকে আর অধর্ম্মের নয়—আমার! আমরা এবার ভাই-ভাই—আমাদের ভেদ নাই!

# চতুর্থ অঙ্ক।

---

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

---

শ্রীরঙ্গপট্টম—প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—রাত্রি।

হায়দারআলি, গোলামকাদের, আনন্দীর দূত।

হায়দার।—আপনাদের রাণীকে বলবেন—তাঁর প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণ সম্মত আছি। উপস্থিত যুদ্ধে তিনি যদি আমার পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহ'লে আমি আর কখনো বেদনুরের ওপর হস্তক্ষেপ ক'রবো না। আমার প্রতিনিধি শীঘ্রই আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবেন।

দূত।—জাঁহাপনার এই উত্তর শুনে আমাদের রাণী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন সন্দেহ নেই!—এখন তাহ'লে আমি বিদায় হ'তে পারি?

হায়দর।—আচ্ছা—আপনি এখন যেতে পারেন।

[ দূতের প্রস্থান ]

পেশোয়ার সঙ্গে পরাজিত হওয়ায় আমাকে অত্যন্ত অপদস্থ হ'তে হ'য়েছে গোলাম! তবু সৌভাগ্যের বিষয় এই—ঠিক ওই সময় আনন্দীবাঈয়ের চক্রান্তে পেশোয়া বন্দী হয়;

তাই আমাদের পরাজয় ব্যাপারটা চাপা প'ড়ে গিয়ে,—পেশোয়ার পতন কথাই ভারতময় রাষ্ট্র হ'য়েছে!—তত্রাচ আমার অন্তরে বড় সামান্য আঘাত লাগেনি; পেশোয়াকে যতক্ষণ আমি পরাস্ত ক'রতে না পারছি—পুণার অভ্যন্তরে গিয়ে মহীশূরের বিজয় পতাকা স্থাপন না ক'রছি—ততক্ষণ, স্থির হ'য়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।

গোলাম।—জাঁহাপনা! আমি শপথ ক'রে ব'লতে পারি—সুলতান টিপুর জন্যই গত যুদ্ধে আমাদিগকে পরাস্ত হ'তে হয়; আমাকে অপদস্থ করবার জন্য ইচ্ছা ক'রেই যুদ্ধস্থলে তিনি আমাকে সাহায্য করেন নি; তাঁর সাহায্য পেলে—পেশোয়ার তোপখানা অধিকার ক'রে নিশ্চয়ই আমি পেশোয়াকে বন্দী ক'রতে পারতেম; কিন্তু সুলতানের সাহায্যাভাবে আমাকেই বন্দী হ'তে হয়! জাঁহাপনা অবশ্যই অবগত আছেন, মুষ্টিমেয় সৈন্য ল'য়ে কিভাবে আমি পেশোয়ার সৈন্য-ব্যূহে প্রবেশ ক'রে যুদ্ধ ক'রেছিলেম!

হায়দর।—আচ্ছা—এবারকার যুদ্ধে তুমিই প্রধান সেনাপতি হবে গোলাম; টিপু এবার তোমার অধীনে যুদ্ধ ক'রবে, সৈন্যদের ওপর তার কোন কর্তৃত্বই থাকবে না। আমি এখন বিশ্রাম ক'রব; কাল প্রত্যূষে এই কক্ষেই আমার সাক্ষাৎ পাবে; পেশোয়ার গতি বিধি জানবার জন্য আমি যে সব গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেম, তারাও কাল উপস্থিত

থাকবে ; কালই সমস্ত মীমাংসা হবে—আর সর্ব্বসমক্ষে তোমাকেই প্রধান সেনাপতি ব'লে ঘোষণা করা হবে।

গোলাম।—(কুর্ণিশপূর্ব্বক) গোলামের প্রতি জনাবের যথেষ্ট অনুগ্রহ। [ হায়দরের প্রস্থান।

নবাব হায়দর আলির অন্তরটা কেতাবের মতন দিব্য আয়ত্ত ক'রেছি!—তাই নবাবকে আমার ইচ্ছানুসারে পরিচালিত ক'রতে কেবল আমিই সমর্থ হই ; নবাব মুখে যা বলে—কার্য্যে নিশ্চয়ই তা পালন করে ; টিপু এবার নিশ্চয়ই আমার অধীনে নিযুক্ত হবে ;—এইবার তাহ'লে সহজেই টিপুকে চূর্ণ ক'রতে সমর্থ হবো—টিপু জীবিত থাকতে আমার দুরাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার ত কোন সম্ভাবনাই নাই।

( জোবেদীর প্রবেশ )

জোবেদী।—[কক্ষমধ্যে কেবল মাত্র গোলামকে দেখিয়া চমকিত ভাব] ওঃ শাহাজাদা নেই এখানে! [ প্রস্থানোদ্যোগ ]

গোলাম।—শাহাজাদা? শাহাজাদা আসছেন এখনি!—ওকি—চললে যে জোবেদী!—[পথ আটকাইয়া দণ্ডায়মান।]

জোবেদী।—আপনি পথ আটক ক'রে—আমার দিকে অমন ক'রে তাকাচ্ছেন কেন সেনাপতি?

গোলাম।—বসোরার ফুটন্ত গোলাপ চ'খের সামনে দেখলে ফকীর পর্য্যন্ত তাকায়—আমি তো আমীর!—কথাটার কিছু অর্থ বুঝলে জোবেদী?

জোবেদী।—আপনি একজন সেনাপতি, আপনার মুখে পাগলের মতন এইসব উক্তি খুবই চমৎকার শোনাল!

গোলাম।—সেনাপতি হ'লেও আমি তো মানুষ বটে! রূপ দেখলে কে না পাগল হয়? মধু দেখলে মাছি যেমন সেখানে গিয়ে জোটে, রূপ দেখলে মানুষের মনও তেমনই সেই খানেঁ গিয়ে পড়ে! তবে যে কাপুরুষ—সে প্রাণের ভয়ে মন সংযত ক'রে পালায়, আর যে বীরপুরুষ—মানুষের মতন মানুষ, সে বীরের মতন সেই রূপ উপভোগ ক'রে ধন্য হয়।

জোবেদী।—আপনি পথ ছাড়ুন সাহেব! আমাকে এসব কথা শুনিয়ে আপনার কোনো লাভ নেই!

গোলাম।—লাভ নেই? রূপসীকে রূপের কথা শুনিয়ে রূপের ভিখারীর লাভ নেই? রসিক মেয়েমানুষ হ'য়ে বেরসিকের মতন কি তুমি ব'লছ সুন্দরী? অলি যখন ফুলের কাছে যায়, আগে গুণ গুণ ক'রে তার গুণ গায়—তার পর মধু খায়! এখন তুমি হ'চ্ছ রূপসী—আর আমি যে তোমার রূপের ভিখারী!

জোবেদী।—মুখ সামলে কথা কয়ো সেনাপতি! তুমি কার সামনে এসব কথা ব'লছ—তা ভুলে গেছ নিশ্চয়!

গোলাম।—তাই নাকি! কিন্তু কই? ভুলতো কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা সুন্দরী!—অনেকদিন হ'তে যার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে

আমি দগ্ধ হচ্ছিলেম—মনের আগুণ মনেই চেপে রেখে-ছিলেম—আজ তারই সামনে মুখের খোলস ছেড়ে কথা ব্যক্ত ক'রছি! এতে আর কসুর হ'য়েছে কি? তোমার ওই বেহেস্তের রূপ দেখে বুক আমার ভরে গেছে! আর ধৈর্য্য ধরবার সময় নেই—তোমাকে আমার চাইই—

[ জোবেদীর হস্তধারণ।

জোবেদী।—[সবেগে হস্ত মোচন পূর্ব্বক ]—সয়তান! সয়তান! এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর—তুই আমাকে অপমান ক'রতে সাহস করিস্? আমি তোকে এখনি এই পয়জার দিয়ে সায়েস্তা ক'রবো—

[ পায়ের পয়জার খুলিয়া গোলামকে আক্রমণ ]

গোলাম।—[ক্ষিপ্রহস্তে পয়জার সহ জোবেদীর হস্ত ধরিয়া ]—কেমন? এইবার? বুদ্ধিহীনা নারী! আমার অঙ্গের ওপর তুমি হাত তুলতে চাও?

জোবেদী।—আমার হাত ছাড় ব'লছি সয়তান—নইলে এখনই আমি চীৎকার ক'রবো—

( জোবেদীর বাম হস্ত হইতে এই সময় রুমালখানি পড়িয়া গেল, গোলামকাদের তাহা লক্ষ্য করিল )

গোলাম।—আচ্ছা থাক্—তোকে এবার মাপ ক'রলুম।

[হস্তত্যাগ।

জোবেদী।—কাল সাপিনীর পুচ্ছে তুই আঘাত ক'রেছিস্—এর

প্রতিফল হাতে হাতে পাবি—বিষের জ্বালায় জ্বলে মরবি!

[ প্রস্থানোদ্যোগ!

গোলাম।—(বাধা দিয়া)—দাঁড়াও—জোবেদীবিবি! আর একটা কথা শুনে যাও; দেখো—এ কেলেঙ্কারীটা প্রকাশ করে কোন ফল নেই—বরং এতে তোমারই ক্ষতি বেশী, তোমার ইজ্জতে আঘাত লাগবে, আমার এতে কোনো অনিষ্টই হবে না; এই ঘরে অন্দরমহল থেকে তুমি এসেছিলে—একথা শুনলেই, নবাব তোমার ওপরই রুষ্ট হবেন।—তার চেয়ে এসো আমরা দুজনে ব্যাপারটা আপোষে মিটমাট ক'রে ফেলি।—আমি ভাবতেম—মনে মনে তুমিও বুঝি আমাকে ভালবাস, তাই তোমার সঙ্গে একটু রসিকতা ক'রেছিলেম; কিন্তু এর পর আর আমি তোমার সঙ্গে কথা তো দূরের কথা—ভুলেও তাকাব না; আমি তোমার হাত ধরে-ছিলেম—সে জন্য মাপ চাচ্ছি; তুমি এ কথা আর কাউকে ব'লো না;—এই আসন্ন যুদ্ধের সময় একটা ঘরোয়া যুদ্ধ বাধানও উচিত নয়।

জোবেদী।—বেশ, আমি এতে রাজী; মাপ চাচ্ছ যখন তুমি—তখন তোমার ওপর আমার আর ক্রোধ নেই—আমি তোমাকে মাপ ক'র্লুম।　　　　　　　[ প্রস্থান।

গোলাম।—( রুমালখানি তুলিয়া লইয়া ) আর আমিও তোমার এই মৃত্যুবান হস্তগত ক'রলুম। এই রুমাল সুলতান টিপুর

সওগাদ,এতে জোবেদীর সর্ব্বনাশ ক'রতে আমায় বিলম্ব হবে না।

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

পুণা দুর্গ-চত্বর। কাল—মধ্যাহ্ন।

জনার্দ্দন, শিবপন্থ, জানোজি, সেনানীগণ।

শিবপন্থ।—নবাব হায়দরআলির উদ্দেশ্য কি? সে দিন যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হ'য়েও আবার যুদ্ধের জন্য লালায়িত হ'য়ে উঠল!

জনার্দ্দন।—সেবারকার পরাজয় যে সম্পূর্ণ হয়নি পন্থজি, তাই আবার অগ্রসর হ'চ্ছে! আমাদের ঘরোয়া বিভ্রাটের ফলে আমারা তখন নবাব-বাহিনীর অনুসরণ ক'রতে পারিনি, শ্রীরঙ্গপট্টমের সিংহদ্বারে হানা দিইনি!

জানোজী।—আর পেশোয়া যে অসুস্থ হ'য়েছেন, এ সংবাদও নবাব পেয়েছেন বোধ হয়!

জনার্দ্দন।—নিশ্চয় পেয়েছেন! পেশোয়া শয্যাগত, সৈন্যদলও সম্ভবত বিশৃঙ্খল—এইরূপ ধারণা হৃদয়ে পোষণা ক'রে মহা উৎসাহে নবাব আমাদের আক্রমণ ক'রতে আসছেন?

শুনলেম প্রনষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য নবাব সর্ব্বস্ব পণ ক'রেছেন

শিবপন্থ।—দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের সর্ব্বস্ব—মহারাষ্ট্র দেশের সর্ব্বস্ব পেশোয়া মাধবরাও আজ কঠোর রোগে শয্যাগত। আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য ন্যায় আর ধর্ম্মের জন্য এই বিপন্ন অবস্থাতেও তাঁকে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রতে হয়েছে।

( মাধবরাও ও নারায়ণরাওয়ের প্রবেশ )

সকলে।—এইযে পেশোয়া—পেশোয়া!

জনার্দ্দন।—পেশোয়া আপনি এখানে? রোগ শয্যা পরিত্যাগ ক'রে সমর-সজ্জায় আপনি এই দুর্গ-চত্বরে? একি আশ্চর্য্য পেশোয়া!

মাধব।—পেশোয়ার পক্ষে এতো আশ্চর্য্য নয় জনার্দ্দন। সমর সাগরে প্রাণতুল্য সন্তানদের ভাসিয়ে দিয়ে পেশোয়া কি কখনো নিশ্চিন্ত মনে প্রাসাদে থাকতে পারে?

জনার্দ্দন।—তা জানি পেশোয়া, কিন্তু আপনি যে এখন পীড়িত রুগ্ন—

মাধব।—জনার্দ্দন! গুহার দ্বারে আততায়ী শার্দ্দূলের চীৎকার শুনে রুগ্ন সিংহ কখনো সেখানে স্থির হ'য়ে শুয়ে থাকে না; সে তার সমস্ত শক্তি নিয়ে দৃপ্ত হ'য়ে উঠে প্রচণ্ড বেগে গুহার বাহিরে এসে শার্দ্দূলকে সংগ্রাম দেয়। আজ মহীশূরের শের অহঙ্কারে উন্মত্ত হ'য়ে বজ্র গর্জ্জনে সুপ্ত

সিংহের তন্দ্রা ছুটিয়ে দিয়েছে—সমরে তাকে বরণ ক'রেছে ; তাই সিংহ আজ সিংহ-বিক্রমে শার্দ্দুল সন্ধানে ছুটে এসেছে !

( ঔষধপাত্র হস্তে সখারামের প্রবেশ )

সখারাম।—পেশোয়া ! পেশোয়া ! আপনি এ অবস্থায় যুদ্ধে চ'লেছেন শুনে চিকিৎসকেরা অত্যন্ত শঙ্কিত হ'য়েছেন, অন্তঃপুরে হাহাকার উঠেছে !

মাধব।—বটে ! কিন্তু সেই অন্তঃপুরের যিনি অধিশ্বরী, তিনি ত স্বহস্তে আমাকে এই সমর সজ্জায় সজ্জিত ক'রেছেন ! সখারাম ! আমার অবর্ত্তমানে নারায়ণ পুণায় থাকবে, তুমিও তোমার কর্ত্তব্য পালন ক'রবে !

সখারাম।—পেশোয়া অসুস্থ ; অনুগ্রহ ক'রে আমাকে সঙ্গে নিন !

মাধব।—না ; জান তো আমার আদেশ ফেরে না !

সখারাম।—তাহলে এই ঔষধটুকু পান করুন, রাজ-বৈদ্য পাঠিয়েছেন !

( ঔষধ পাত্র প্রদান )

মাধব।—এ ঔষধ এখন কি হবে সখারাম ? যে রোগ এখন আততায়ী, তার প্রতিকারের মহৌষধ এই তরবারি ! স্থির জেনো সেনানীগণ ! হায়দরআলির অহঙ্কার আমি এবার এই ভাবে চূর্ণ ক'রবো !

( ঔষধ পাত্র ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক বেগে প্রস্থান )

সকলে।—পেশোয়ার জয় হোক!　　　　[ প্রস্থান।

( রমাবাঈ ও ইলার প্রবেশ )

ইলা।—মহারাণী-মা! দেখতে পাচ্ছ, পেশোয়া শয্যা ছেড়ে যুদ্ধে চল্লেছেন দেখে সমস্ত দুর্গবাসী কি ভাবে মেতে উঠেছে?

রমা।—পীড়িত পেশোয়াকে স্বহস্তে যখন সমর-সজ্জায় সজ্জিত ক'রেছিলুম, তখন তৃপ্ত হয়েছিলুম, আর এখন দুর্গ-চত্বরে সমর যাত্রিদের উৎসাহ দেখে মুগ্ধ হ'য়েছি ইলা! কাল শুনেছিলুম পেশোয়ার পীড়ার সংবাদে সমস্ত দুর্গ দুঃখে অবসন্ন, কিন্তু এখন দেখছি, চির নবীনতার অমৃত উৎসে অবগাহন ক'রে সমস্ত দুর্গ—যেন নবজীবনে সদ্যোজাত শিশুর মতন প্রফুল্ল!

( সখারাম ও বৃদ্ধের ছদ্মবেশধারি কুঙ্কুমের প্রবেশ )

সখারাম।—মা! আপনি এখানে এসেছেন, ভালই হ'য়েছে এই বৃদ্ধটিকে নিয়ে আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলেম ইনি আপনাকে কি একটা খবর দেবেন!

রমা।—উনি কে? কি খবর দিতে চান?

সখারাম।—আমাকে ইনি সে কথা ব'লতে অনিচ্ছুক! ( বৃদ্ধের প্রতি ) মশাই, ইনিই মহারাণী; আপনার কি বলবার আছে, এইবার বলুন!

কুঙ্কুম।—আ—আ—আপনি ম-ম-মহারাণী? তা—তা—তা—তা—জয় হোক আপনার!

রমা।—আপনার কি বক্তব্য আছে বলুন!

কুঙ্কুম।—আ—আমি আপনার ভা—ভা—ভা—ভাইএর কাছ থেকে আসছি!

রমা।—কিজন্য?

কুঙ্কুম।—সে-সে-সে-যে এখন ম-ম-ম-ম-মরানাপন্ন!

রমা।—য়্যাঁ—সেকি! আপাজির কি হ'য়েছে? সে কোথায়? বল বল—এখন কেমন আছে?

কুঙ্কুম।—আ-আ-আ- আর কে—কে—কেমন আছে!

রমা।—য়্যাঁ বেঁচে আছেতো? বল—সত্য বলো—বেঁচে আছে তো?

কুঙ্কুম।—তা-তা-তা-এখন ব-বলি কি ক'রে? ব্যা-ব্যা-ব্যা-ব্যামো হ'য়ে আ-আ-আ-আমার বা-বা বাড়ীতে গিয়ে পড়ে; ট্যাঁ ট্যাঁ-ট্যাঁকে এক ক-ক-কড়ি ছি—ছি—ছিলনা। প-প-প-প-পরনে ট্যা—ট্যা—ট্যা ট্যানা-ছেঁ-ছেঁ—ছেঁড়া—কা-কা-কানি, না-না-না খেতে পেয়ে দে-দে-দেহ দড়ী পা-পা-পানা, সা-সা—সাত দিন আমার বা—বা—বাড়ীতে ধ—ধ—ধন্না দিয়ে পড়ে রইল, ক—ক—কষ্টে—সেষ্টে চা—চা—চার দিন—খা—খা—খাওয়ালুম, তি—তি—তিন দিন না—খাইয়ে রাখলুম—ত—ত—তবু নড়লনা, তা—তা—তা—

তাইতে আজ স—স—সকালে তা—তা—তাড়িয়ে দিতে গেলুম—

রমা।—তিন দিন না খেতে দিয়ে তার পর তাড়িয়ে দিতে গেলে! উঃ কি নিষ্ঠুর তুমি! আমার কাছে কেন এলে না— আমি যে—

কুঙ্কুম।—ত—ত—ত—তখন কি সে ব—ব—ব—ব'লেছিল যে তু—তু—তুমি তার বো—বো—বোন? তা—তা—তা— তারপর—শো—শো—শোন, তা—তা—তা—তাড়িয়ে দিতে গেলে—কাঁ—কাঁ—কাঁদতে লাগলো; প—প— পরিচয় দিলে, আরএই কা—কা—কাগজে—কি—কি— কি—লিখে—তো—তো—তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলে; (বস্ত্র খোঁট হইতে খুলিয়া) এই না—না—নাও—

রমা।—সখারাম! পড়ো এখনি, এখনি পড়ে শোনাও—

সখা।—(পত্র পাঠ) দিদি! হতভাগ্য আপাজির জীবনের গন্না দিন ফুরিয়ে এসেছে! প্রদীপের পল্‌তে খয়ে এসেছে, নিবতে আর দেরি নেই! তাই আজ প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রাণ অধীর হ'য়ে উঠেছে। যে চরণে অপরাধী, সেই চরণ এই অন্তিমে মস্তকে ধারণ ক'রতে চাই! তবে এই প্রার্থনা, হতভাগ্য আপাজির হতভাগিনী ভগিনীর মতন দেখা দিতে এসো, রাণীর মতন এসো না; তাহ'লে দেখা পাবে না!

তোমার অপরাধী ভাই 'আপাজি'

রমা।—ভাই আমার! অভিমানে অন্ধ হ'য়ে এইভাবে আত্মহত্যা ক'রতে ব'সেছ! ভাইয়ের উপর বোনের অভিমান সম্পদে, বিপদে নয়! বৃদ্ধ আমার সঙ্গে এসো, রাণীর আবরণ ত্যাগ ক'রে—ভিখারী আপাজির ভিখারিণী বোন হ'য়ে তোমার আলয়ে যাবো, আমার সঙ্গে এসো।

সখা।—মা একা যাবে কেন? আমাদেরও তাহ'লে সঙ্গে নিয়ে চলো মা—

রমা।—না—না, ভাই তাহ'লে আমার ওপর অভিমান ক'রবে, তাহ'লে হয়তো দেখা ক'রবে না, অভিমানে একেবারে পালিয়ে যাবে; আমি যে ভিখারিণী সেজে ভাইকে দেখতে যাচ্ছি—সখারাম! স্নেহ আর প্রীতি এখন আমার সঙ্গের সাথী, মানুষ নয়! এসো বৃদ্ধ! [ রমা ও কুঙ্কুমের প্রস্থান ]

সখা।—রাণী ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ হ'য়ে একলা যেতে চাচ্ছেন! আমার মতে এটা সঙ্গত নয়! আমরা দুজনেই দূরে দূরে থেকে রাণীর অনুসরণ ক'রবো!

ইলা।—সেই ভালো!

সখা।—সব ভাল, যার শেষ ভাল, তুমি তাহ'লে অন্দর মহলে গিয়ে, রাণীর গতিবিধি লক্ষ্য করো, আমি বাইরে তোমার প্রতীক্ষায় রইলেম!

[ উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান ]

---

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুণা—উপকণ্ঠ ; ভগ্নগৃহ।　　কাল—সন্ধ্যা।

খাটিয়ার উপর বস্ত্রাচ্ছাদিত আপাজি শায়িত।

( কুঙ্কুম ও রমার প্রবেশ।)

রমা।—কই বৃদ্ধ, কোথায় আপাজি ?

কুঙ্কুম।—ও—ও—ও—ওইযে খা—খা—খা—খাটিয়ায় ; বু—বুঝি ম'রে গেছে।

রমা।—য়্যাঁ—আপাজি—আপাজি—আপাজি—

( খাটিয়ায় উপবেশন ও বস্ত্র উন্মোচন।)

আপা।—য়্যাঁ—কে—কে তুমি ! ওঃ দিদি—দিদি, এসেছ দিদি—

রমা।—আপাজি, ভাই ! কেমন আছ, বল্ ভাই ভাল আছ—

আপা।—হাঁ দিদি ভাল আছি, খুব ভাল আছি, তোমাকে দেখেই বেঁচে উঠেছি—এই দেখো উঠতে পাচ্ছি, একটু আগে দিদি লোহার ছিকলী নিজের গলায় বেঁধে মরতে যাচ্ছিলেম ; এখন—এখন দিদি, এই ছিকলী ( সহসা খাটিয়ার সহিত রমাবাঈয়ের উভয় হস্তে শৃঙ্খল জড়াইয়া ) এমনি ক'রে তোমার হাত জড়িয়ে দিয়ে আমি একদম শান্তি পাচ্ছি। কেমন দিদি, কেমন শান্তি ! লোহার শিকলি হাতে জড়িয়ে কেমন শান্তি পাচ্ছ দিদি ? এই শিকলি আমার হাতে জড়িয়ে দিয়ে ভারি মজা পেয়েছিলে খুব, বাহোবা নিয়েছিলে,

এখন কেমন মজা—লোহার শৃঙ্খল হাতে বাঁধলে কত আমোদ, তা এখন টের পাচ্ছ দিদি? আমিও একদিন এমনই আমোদ পেয়েছিলেম, খুব আনন্দ ক'রেছিলেম— তুমিও আজ আনন্দ কর দিদি!

রমা।—আপাজি! সত্যই—আমি এখন আনন্দে আত্মহারা, তুমি রুগ্ন—মরণাপন্ন শুনে, শোকাতুরা হ'য়ে পাগলিনীর মতন, এখানে ছুটে এসেছি; অবার যে তোমাকে এই ভাবে দেখতে পাবো—তারও আশা বুঝি ক'রতে সাহস পাইনি, বুক চেপে ধ'রে রুদ্ধ নিশ্বাসে এইজীর্ণ কক্ষে প্রবেশ ক'রেছি; তাই তোমাকে জীবন্ত দেখে, তোমার পিশাচ-লীলার বিকাশ দেখেও আমি আনন্দে আত্মহারা হ'য়েছি!

আপা।—বটে! বন্দিনী হ'য়েও আনন্দে আত্মহারা হ'য়েছ তুমি? ভাল ভাল এ একটা নূতন রকমের বীরত্ব বটে! কিন্তু দিদি এ আনন্দটা একা—একা তোমার ভোগ ক'রলে চলবে কেন? আমি হ'চ্ছি তোমার ভাই, আমিও যাতে আনন্দ পাই, তার একটু ব্যবস্থাও তোমাকে ক'রে দিতে হবে, জানোতো তুমি, আমি সেই ইলা ছুড়িটাকে বড় ভালবাসি, এখন তাকে আমার চাই!—

রমা।—সংসারে ভগিনী নির্ব্বুদ্ধি ভাইকে চির দিনই কর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়ে থাকে; ভাইয়ের জন্য বোন মরতে পারে, কিন্তু তার কুকর্ম্মে সাহায্য করেনা!

আপা।—কিন্তু অবস্থা বিশেষ ভাই বোনের সাহায্যে অসাধ্য সাধন করে; তুমি যদি ইলাকে এখানে না আনিয়ে দাও, তা'হলে আমি তোমাকে এইদণ্ডে বেদনুরে আনন্দীবাঈয়ের কাছে পাঠিয়ে দোব, আনন্দীবাঈ তোমাকে মহিশূরে হায়দর আলির কাছে পাঠাবে; তার ফলে হায়দরআলি বিনা যুদ্ধে জয়ী হবে আর পুণার সিংহাসন আনন্দীবাঈকে ছেড়ে দেবে, বুঝেছ?

রমা।—আমাকে হায়দর আলির কাছে বন্দিনী করে পাঠালে যদি আমার ভ্রাতার পৌরুষবৃদ্ধিহয়—তাতে আমার আর আপত্তি কি! আমি আজ ভাইয়ের সংসারে ভাইয়ের অধীনে, এখন আমার সম্বল শুধু স্নেহ আর প্রীতি, আর কিছু নেই!

আপাজি।—বাস! তবে আর কথা নেই! বেরিয়ে এসো সকলে! (খাটিয়ায় নিম্ন হইতে চারিজন প্রহরীর আবির্ভাব) কুঙ্কুম! পরচুল খুলে ফেলো তাহ'লে, আর লজ্জা কিসের?

কুঙ্কুম।—না—লজ্জা আবার কি! (শ্মশ্রু গুম্ফত্যাগ) আমি কে জান রাণী? কুঙ্কুম তাস্তিয়া, তোমার চির শত্রু!

আপা।—বাইরে শিবিকা প্রস্তুত আছে, এই রমনীকে সেই শিবিকায় তুলে বেদনুরে নিয়ে যাও!

(সখারাম ও ইলার প্রবেশ)

সখা।—দাঁড়াও সকলে! মায়ের গায়ে হাত দিয়ো না, আপাজি-

রাও! এখনি মায়ের বন্ধন খুলে দাও, আমি তোমার অভি-লাষ পূর্ণ ক'রতে এসেছি; আমার সহধর্ম্মিনী ইলাকে তোমার হাতে সঁপে দিতে এসেছি: তুমি মায়ের বন্ধন খুলে দাও—

কৃষ্ণ।—বাহোবা—সাবাস!

আপাজি।—ভ্যালা মোর ভাইরে! আমার সোনারচাঁদকে এনেছো তাহ'লে? আরে কই কই—পেছলে কেন সোনা-মণি! এগিয়ে এসো—এগিয়ে এসো—চাঁদবদনী!

রমা।—সখারাম—

সখারাম।—ক্ষমা করো জননী, এখানে তো তুমি রাণী নও, তবে কেন আমাদের আচরণে কুণ্ঠিত হচ্ছ; বাধা দিওনা মা, শুনতে পারবো না! আপাজিরাও! মাকে আগে মুক্ত ক'রে দাও—

আপাজি।—আগে তোমার প্রাণের পাখীটিকে আমার হাতে সঁপে দাও; তুমি ওকে আমার হাতে হাসিমুখে তুলে দিলে তবে আমি তোমার মায়ের বন্ধন খুলে দোব বুঝলে?

সখা।—ইলা—ইলা—সহধর্ম্মিনী আমার! স্বামীর ধর্ম্ম-পালনে সহায় হও; মায়ের সম্মান রক্ষার জন্য আমি এখন সর্ব্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত; আমার যিনি মা, তিনি তোমারা মা, এ মায়ের কৃপায় অনেকবার তোমার-আমার মর্য্যাদা রক্ষা হয়েছে, আজ সেই মর্য্যাদাময়ী জননীর মর্য্যাদা রক্ষা করতে ধর্ম্ম সাক্ষ্য ক'রে অন্যের হাতে তোমাকে সমর্পণ করবো, সাহসে বুকটা বেঁধে ফেলো, বড়ই কঠোর সমস্যা এখন।

রমা।—সখারাম! অন্যের হস্তে পত্নীকে সমর্পণ! কাপুরুষের লক্ষণ; ধর্ম্মাচরণ নয়—

সখা।—কিন্তু মা! এ ত্যাগের সাক্ষী ধর্ম্ম স্বয়ং; নগণ্যা ইলার আত্মসমর্পণে শুধু তোমার চক্ষে জল ঝরবে জননী, আত্মীয় স্বজন হীন সখারামের তাতে কোনো ক্ষতি হবেনা;—কিন্তু তুমি—বোল্‌তেও জিহ্বায় জড়তা আসে—হায়দারআলির কাছে গেলে যে—পেশোয়ার মুকুটে কলঙ্কের ছাপ লাগবে,—এ জাতি যে আর কখনো উঠবে না;—এসো ইলা—

রমা।—ইলা—ইলা,—সখারাম পাগল হ'য়েছে; মারাঠা ব্রাহ্মণের কন্যা তুমি, পাগল হয়োনা মা—ফিরে দাঁড়াও—

ইলা।—দাঁড়াবার আর স্থান কোথায় জননী; স্বামীই যে সতীর সর্ব্বস্ব মা, স্বামীর আদেশে ধর্ম্ম সাক্ষ্য ক'রে আমি তোমার নিগ্রহকারীকে আত্মদান ক'রতে চলেছি, বাধা কেমন ক'রে মানব মা!

রমা।—রাণীর আদেশ শুনবে না?

সখা।—তুমিতো এখানে রাণী নও মা—আদেশ এখন খাটবে না—আপাজিরাও! এই নাও—এই নাও—আমার ইলাকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি নাও—আজ থেকে ইলা তোমার। ( সমর্পণ। )

আপা।—ব্যস বাজিমাৎ! কেমন ইলা আজ থেকে তুমি তো আমার?

ইলা।—হাঁ আমি তোমার! কিন্তু মাকে কেন এখনও মুক্ত ক'রে দিচ্ছো না?

আপা।—কুঙ্কুম! এঁদের মাকে তাহ'লে আর মহীশূরে পাঠিয়ে কাজ নেই—বেদনুরেই পাঠিয়ে দাও—

ইলা।—( সবেগে হাত ছাড়াইয়া ) কোথায় পাঠাবে ব'ল্লে তুমি?

সখা।—আপাজিরাও! মুখের কথা মাটি করো না, মাকে আমি নিজে মুক্ত ক'রে দোব।

আপা।—শোন তবে, মুক্ত করবার জন্য একে এখানে আনা হয়নি, বেদনুরে পাঠাবার জন্যই এখানে আনা হ'য়েছে; দেখতে পাচ্ছ না এরা সব রাণী আনন্দীবাঈএর বরকন্দাজ! আর ইলাকে যখন ত্যাগ ক'রে আমার হাতে দিয়ে ফেলেছো, তখন তো আর ফিরিয়ে নিতে পাচ্ছনা যাদু?

সখা।—ওঃ—পিশাচ—পিশাচ—প্রত্যক্ষ পিশাচ!

আপা।—প্রিয়তমে ভাবছো কি?

ইলা।—( আপাজির কোমরবন্ধ হইতে তরবারী কাড়িয়া লইয়া ) পিশাচ! আমি তোকে এই দণ্ডে—

কুঙ্কম।—হুঁসিয়ার আপাজি!

আপা।—( সলক্ষে সরিয়া আসিয়া ) কেড়ে নাও তলোয়ার!

ইলা।—কার সাধ্য তলোয়ার কাড়ে! আমি এখন রাক্ষসী! আমি এখন রাক্ষসী!

[ বেগে আপাজিকে আক্রমণ ও আঘাত।

আপাজি।—ওঃ রাক্ষসী! খুন ক'রেছে আমাকে! মারো ওকে!

প্রহরীগণ মারো—মারো—

সখা।—( কুঙ্কুমের হস্ত হইতে সবেগে লাঠি ছিনাইয়া লইয়া ) আয়—কে কাকে মারে দেখি! মরিয়া হ'য়েছি আজ—মরিয়া হ'য়েছি।

আপাজি ও কুঙ্কুমকে প্রহার ও কুঙ্কুমের পতন )

আপা।—তলোয়ার—তলোয়ার—চালাও—

( সখারাম ও ইলার প্রহারে দুইজন প্রহরীর পতন। )

ওঃ সর্ব্বনাশ হ'লো দেখছি—সব ফেঁসে গেলো! ওঃ ছুঁড়িটাও গেল যে! কুঙ্কুম—কুঙ্কুম—একি! মাথা চুফাঁক হ'য়ে গেছে! ওঃ আমারও সর্ব্বশরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে! রক্ষা পাওয়াই এখন দায়। ( প্রহরীদের প্রতি ) তোরা বেঁচেছিস—পালিয়ে আয়, এখনি পালিয়ে আয়; নইলে আমাদেরও এই দশা হবে।

প্রহরীদ্বয়।—বাবা, আবার এখানে! ( বেগে প্রস্থান )

রমা।—( খাটিয়া সহ আবদ্ধ হস্ত খুলিবার ব্যর্থ প্রয়াস ) সখারাম সখারাম, ইলা। আমার আদেশ না শুনে এখানে এসে এই ভাবে জীবনের খেলা শেষ করলে?

সখা।—মা! মা! কই মা! কোথায় মা তুই। ওঃ এখনো এখনো তেমনি বাঁধা আছিস। দাঁড়া মা, খুলে দিচ্ছি, আর বুঝি বাধা দিতে কেউ নেই। ( উঠিবার ব্যর্থ চেষ্টা )

ইলা।—উঠতে পারছনা বুঝি—আমার হাতটা ধরো দেখি, আমার পায়ে—এখনো একটু শক্তি আছে, এই হাত নাও—

রমা।—না—না—উঠোনা—উঠোনা সখারাম—

সখা।—( ইলার সাহায্যে উঠিতে উঠিতে ) একবার উঠি মা, এই ওঠাই শেষ; তারপর—তারপর ওই রাঙাপায়ের তলায় শোবো—সেই শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হবে মা. ( উঠিয়া ধীরে ধীরে গমন ) মা! মা! আয় মা! ( কষ্টে রমার বন্ধন মোচন )

ইলা—।—হ'য়েছে মা! আমাদের কাজ শেষ হ'য়েছে—

সখা।—কাজ তো এখনো শেষ হয়নি ইলা—মা একলা যাবে কি করে? কি হবে মা! আমি যে আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনা ওঃ ( পতন )

রমা।—সখারাম! সখারাম! এই আমার গৃহ, আমি আর যাব না, তোমাদের দুজনকে নিয়ে এইখানে থাকবো—প্রাণপণে তোমাদের সেবা ক'রবো—

ইলা।—আর কার সেবা ক'রবে মা? বুঝি সব শেষ হ'য়ে গেলো, আমিও যে আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনা মা! ওঃ ( পতন )

রমা।—সখারাম! সখারাম!

ইলা।—স্বামী! রাণী ডাকছে শুনতে পাচ্ছ কি?

সখা।—মা—মা—আ—আ—আ ও নারায়ণ—

ইলা।—প্রভু ! প্রভু ! চিরসঙ্গিনী তোমার সঙ্গেই চললো। মা ! মা ! ঘরে যাও, আর কথা—মা ! ওঃ বি—ষ্ণু বি—ঠ—বা—

রমা।—নারায়ণ ! নারায়ণ ! মহাত্যাগের এই মহা পুরস্কার ! স্নেহ আর প্রীতি নিয়ে ভাইকে রক্ষা কর্ত্তে এসেছিলুম, শক্তি তাই সুযোগ পেয়ে বাদী হয়, তারপর ভক্তির অভ্যুদয়—ফলে তারই বিজয় !

---

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:•:—

শ্রীরঙ্গপট্টম উদ্যান; বাটীকার অলিন্দ। কাল—রাত্রি।

( টিপুস্থলতানের প্রবেশ )

টিপু।—জোবেদী আমার প্রেমের অমর্য্যাদা ক'রেছে—আমার প্রদত্ত প্রাণতুল্য সওগাদ সয়তান গোলাম কাদেরের হাতে নির্ভয়ে অর্পণ ক'রেছে, এও কি কখনও সম্ভব হ'তে পারে ! জোবেদী যে আমাকে পীরের চেয়েও শ্রদ্ধা করে—প্রাণের চেয়েও ভালবাসে—সেকি কখনো অবিশ্বাসিনী হ'তে পারে ? নিশ্চয়ই এ সংবাদ মিথ্যা—এর কোনো ভিত্তিই নেই ! কিন্তু কথা এই—ফয়জল তাহ'লে এ মিথ্যা সংবাদ দেবে কেন ? সে গোলামের হাতে জোবেদীর সওগাদ দেখেছে—

জোবেদীর প্রেমপত্রও গোলাম তাকে শুনিয়েছে—আমাকে ব'ল্‌তে ব'লে দিয়েছে! ফয়জল যতই দুর্ব্বলচেতা হোক না কেন, সে আমার কাছে কখন মিথ্যা বলবেনা। আর যা রটে, সর্ব্বাংশে তা মিথ্যা হয় না;—গোলামও যে জোবেদীর নামে এমন মিথ্যা অপবাদ রটাতে সাহস ক'রবে, আমার তা বিশ্বাস হয় না,—কারণ সেও টিপুসুলতানকে বিলক্ষণ চেনে! এখন জোবেদীকে জিজ্ঞাসা না ক'রে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব! আমার সওগাদ জোবেদীর নিত্যসহচর, যদি তা তার কাছে না পাই, তখন—থাক্—এই যে এসেছে!

( জোবেদীর প্রবেশ)

এসো জোবেদী,—তোমার জন্য আমি অলিন্দেই প্রতীক্ষা ক'রছি!

জোবেদী।—আমি কিন্তু তোমার ব্যবহার দেখে অবাক হ'য়েছি সুলতান!

টিপু।—আমার ব্যবহারটা—কি এমন অন্যায় হ'য়েছে জোবেদী?

জোবেদী।—এই রাত্রে প্রাসাদ থেকে এখানে আসা কি রকম সঙ্কটজনক, তা তুমি জাননা কি? একে তো আমাদের দুজনের উপর নবাব তুষ্ট নন! তুমি আমাকে বিবাহ কর এও বোধ হয় তাঁর ইচ্ছা নয়; এ অবস্থায় এখানে আমাদের দুজনকে দেখলে নবাব রক্ষা রাখবেন কি?

টিপু।—আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে বিবাহ ক'রতে একান্ত ইচ্ছুক আমি! এ কথা নবাব অবশ্য জানেন; সুতরাং আমাদের দুজনকে একত্র দেখলে তিনি এমন কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাবেন—আমি তো তা বুঝতে পারিনা!

জোবেদী।—তাহ'লে তুমি পুত্র হ'য়েও নবাবের প্রকৃতি এখনো বুঝতে পারনি সুলতান! যে কর্ত্তব্যে অবহেলা করে, নবাব তাকে দুষমন ব'লে মনে করে! নবাবের ধারণা, প্রেমের খাতিরে তুমি কর্ত্তব্য ভুলে যাও, আর গোলামকাদের কর্ত্তব্যের জন্য প্রাণের খাতির রাখে না; তাই আজ গোলামের এত আদর, এ রাজ্যে তোমার চেয়েও তার কদর বেশী; হয়ত কালে গোলামই এ রাজ্যের মালিক হবে!

টিপু।—( স্বগতঃ ) হুঁ, এতক্ষণে সব বোঝা গেল! আমার চেয়ে গোলামের প্রতিপত্তি দেখে—জোবেদী এখন তারই পক্ষ-পাতী; তবে তো ফয়জলের উক্তি মিথ্যা নয়! ( প্রকাশ্যে ) ওঃ তাই নাকি! গোলাম এ রাজ্যে মালিক হবে বটে! তা এ খোসখবরটী কোথায় পেয়েছ জোবেদী? গোলামই ব'লেছে বোধ হয়?

জোবেদী।—গোলাম ব'লবে কেন? সবাই তো একথা ব'লছে। তুমি চোখ বুজিয়ে আছ, তাই দেখতে পাচ্ছনা! কানে তুলো দিয়ে রেখেছো, তাই কিছু শুনতে পাচ্ছ না, তুমি

এখন বীরধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে প্রেমের মন্দিরে এসে তারই উপাসনায় মত্ত হ'য়েছ! গোলাম কিন্তু বীরের মতন দিবা-রাত্রি নবাবের কার্য্য ক'রছে—নবাবের হুকুম নিয়ে—সমস্ত নবাবী সৈন্যকে বশীভূত ক'রেছে—নবাবও ক্রমেই তার বাধ্য হ'য়ে প'ড়ছেন! আর তুমি এই প্রমোদ উদ্যানে প্রেমের তুফানে ভেসে চলেছ! একদিন তোমার বীরত্বের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি দেখে আমি যেমন ভয় পেয়েছিলুম, আজ আবার প্রেমের সাগরে তোমার অবগাহনের বহর দেখে—তেমনই লজ্জা পাচ্ছি!

টিপু।—ওঃ তাই বুঝি এখন লজ্জাবতী লতার মতন গোলামের শ্রীচরণ জড়িয়ে ধ'রেছ জোবেদী?

জোবেদী।—সুলতান! তোমার মুখে এমন নিষ্ঠুর পরিহাস আর তো কখনো শুনিনি!

টিপু।—আমিও জোবেদী তোমার আচরণে প্রাণে যেমন দাগা পেয়েছি—তেমন দাগা জীবনে কখন পাইনি!

জোবেদী।—সুলতান! আমার কথাগুলো নিতান্ত অপ্রিয়, কিন্তু অত্যন্ত সত্য—

টিপু।—আর তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্য এমন ভয়ঙ্কর তিক্ত, যে ব্যক্ত করতেও রসনা কুঞ্চিত হয়!

জোবেদী।—আমি এমন কি অন্যায় কার্য্য ক'রেছি সুলতান?

টিপু।—বিশেষ কিছু নয়—তবে আমার বুকের শিরাগুলো

ছিঁড়ে দিয়েছে—মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চূর্ণ ক'রে ফেলেছো! আমার প্রাণতুল্য প্রণয়সওগাদ তোমার হৃদয়ের সঙ্গে গোলামকে অর্পণ ক'রেছে; আমার প্রণয়ে বজ্রাঘাত ক'রে পরের চরণে আত্মসমর্পণ ক'রেছ!

জোবেদী।—য়্যাঁ! না—না—মিথ্যা কথা!

টিপু।—তোমার প্রেমের সওগাদ গোলামের বক্ষে আশ্রয় নিয়ে অকাট্য প্রমাণ দিয়েছে! যদি মিথ্যা ব'লতে চাও—আমার সওগাদ আমাকে দেখাও!

জোবেদী।—সুলতান! সুলতান! আমাকে ক্ষমা কর, তোমার সন্দেহ হয় তো আশ্চর্য্য নয়, কেননা সে সওগাদ আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়—সেই সওগাদ আর আমার কাছে নেই—আমি তা হারিয়ে ফেলেছি—কিন্তু খোদা সাক্ষী, আমি তা খয়রাৎ করিনি—আমি তা কাউকে দিইনি—আমি তোমার প্রেমের অমর্য্যাদা করিনি।

টিপু।—না, তুমি আমার প্রেমের অমর্য্যাদা করনি! তবে আমার উন্মেষিত যৌবনের খরপ্রবাহী প্রেমস্রোত রুদ্ধ ক'রে দিয়ে জীবনের আদর্শ, প্রাণের বাসনা, পর্ব্বত তুল্য উন্নত আশা কামনা সমস্ত—চিরজীবনের মত, চূর্ণ ক'রে দিলে। হায়, এ নবীন জীবনে—কেন এমন ভীষণ বজ্রাঘাত!

জোবেদী।—সুলতান! সুলতান! সর্ব্বনাশ—ওকি! নবাব যে!

ওঃ খোদা—বিপদের উপর বিপদ এনে ফেল্‌লে! আত্ম-সমর্থণের সময়ও বুঝি পেলুম না!

( হায়দরআলি ও গোলামকাদেরের প্রবেশ )

হায়দর।—টিপু! মহারাষ্ট্র-সেনা কৃষ্ণনদী পার হ'য়েছে; রুগ্ন পেশোয়া স্বয়ং যুদ্ধ ক'রতে আসছে! আর তুমি আমার সবল পুত্র—আমার সাম্রাজ্য রক্ষায় উদাসীন হ'য়ে—প্রমোদ-উদ্যানে পরম সুখে দিন কাটাচ্ছ! জোবেদী! তুমি আমার অন্দরমহল ছেড়ে কার হুকুমে এই উদ্যান-ভবনে এসেছ?

জোবেদী।—জাঁহাপানা! আমাকে ক্ষমা করুন; আমি—

হায়দর।—বুঝেছি—কিন্তু তোমাকে আমি কঠিন শাস্তি দোব জোবেদী! টিপু! এই রাত্রেই যুদ্ধশয্যায় সজ্জিত হ'য়ে তোমাকে যুদ্ধে যেতে হবে!

টিপু।—কোথায় যেতে হবে আদেশ করুন! আমি জানতেম, বর্ত্তমান যুদ্ধে আমাকে আবশ্যক হবে না, তাই নিশ্চিন্ত ছিলেম! কিন্তু জাঁহাপনার আদেশ পালনে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত; আমাকে কোথায় যেতে হবে আদেশ করুন!

হায়দর।—গোলামকাদের তোমাকে যেখানে যাবার জন্য আদেশ ক'রবেন!

টিপু।—আমাকে কি তাহ'লে গোলামকাদেরের অধীনে যুদ্ধ ক'রতে হবে?

হায়দর।—হাঁ ;—আশ্চর্য্য হ'চ্ছ যে ! এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই ; গোলাম এ যুদ্ধের সেনাপতি।

টিপু।—গোলামের অধীনে যুদ্ধ ক'রতে আমি অনিচ্ছুক !

হায়দর।—এ তোমার ইচ্ছা নয় টিপু—আমার আদেশ ; হায়দর আলির আদেশ পালনে যে আপত্তি করে ; তার কি দণ্ড—তা বোধ হয় তোমার অবিদিত নেই !

টিপু।—এ যদি আপনার আদেশ হয় পিতা—তাহ'লে আমার আপত্তি করা বৃথা ! সংসারে আপনাকেই আমি খোদা ব'লে জানি ; আপনার আদেশ—আমার কাছে কোরাণের বয়েদ ! আপনার আদেশ হ'লে—গোলাম কেন, আমি ফয়জলেরও অধীন হ'তে প্রস্তুত আছি !

হায়দর।—তুমি এখনি আমার সঙ্গে চলো, তোমার সঙ্গে আমার অন্য কথা আছে ! গোলাম ! স্মরণ থাকে যেন, তিন ঘণ্টার মধ্যে সীমাপ্রান্তে আমি সমস্ত সৈন্য উপস্থিত দেখতে চাই ! ( গোলামের হস্তে এক খণ্ড রক্তবর্ণ কাগজ অর্পণ ) এসো টিপু !

[ হায়দর ও টিপুর প্রস্থান।

গোলাম।—কি জোবেদী বিবি ! ভাবছ কি ! সুলতান টিপু তো এখন আমার গোলাম !

জোবেদী।—সেনাপতি ! আমি আপনার কাছে একটী জিনিষ ভিক্ষা চাচ্ছি !

গোলাম।—ভিক্ষা চাচ্ছ। কি ভিক্ষা চাও তুমি জোবেদী! তুমি ভিক্ষা চাইলে আমি কি না দিতে পারি?

জোবেদী।—সেদিন আপনার সঙ্গে যখন আমার বচসা হয়, সে সময় আমি একখানি রুমাল সেখানে ফেলে গিয়েছিলুম; সেখানি যে আপনি পেয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই; কেন না—তার একটু পরেই আমি সে কক্ষে এসেছিলুম; কিন্তু রুমালখানি পাইনি! আপনি দয়া ক'রে সেইখানি আমাকে ফিরিয়ে দিন; এই আমার ভিক্ষা!

গোলাম।—বাহবা! এ তুমি কি ব'লছ জোবেদী? তোমার মাথা গুলিয়ে গেছে নাকি? সে রুমাল তো আমাকে—আমার প্রতি তোমার প্রাণভরা ভালবাসার চিহ্ন ব'লে সওগাদ ফিরিয়ে দিয়েছিলে! এখন আবার নিতে চাচ্ছ? আমার প্রতি তোমার ভালবাসাও ভুলে যাচ্ছ নাকি?

জোবেদী।—গোলামকাদের!

গোলাম।—আমি তোমার ভালবাসার গোলাম প্রিয়তমে!

জোবেদী।—তুই সয়তান—প্রকৃত সয়তান—

গোলাম।—আর তুই তাহ'লে এই সয়তানেরই বাঁদি! তোর মৃত্যুবাণ হস্তগত ক'রে—টিপুর সঙ্গে তোর বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি, আবার তুই টিপুকে নষ্ট ক'রছিস—নবাবের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ক'রে দিয়ে—তোকে নন্দীতুর্গে বন্দিনী ক'রে রাখবার হুকুমনামা আদায় ক'রেছি। সেইখানে তোর দর্প

চূর্ণ ক'রবো,—তুই এখন আমারই আয়ত্তের মধ্যে! কই হ্যায়!

( তুইজন প্রহরীর প্রবেশ )

প্রহরীদ্বয়।—হুজুর!

গোলাম।—এই বাঁদীকে নন্দীতুর্গে নিয়ে যাও!

জোবেদী।—কার সাধ্য আমাকে নিয়ে যায়! আমি এখান থেকে এক পাও ন'ড়ছিনা!

গোলাম।—এই দেখ,—নবাব হায়দরআলির পরোয়ানা!

জোবেদী।—( কাঁপিতে কাঁপিতে ) খোদা! খোদা! আমার অদৃষ্টের এই পরিণাম!

গোলাম।—নিয়ে যাও একে!

প্রহরীদ্বয়।—চল বিবি। [ প্রস্থান।

---

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

অন্নবেত্তি—রণস্থল! কাল—অপরাহ্ণ!

( ফয়জলের প্রবেশ )

ফয়জল।—গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম! বাবা! ভোর পাঁচটা থেকে সেই যে আরম্ভ হ'য়েছে—এখন পর্য্যন্ত সমান ভাবে চ'লে আসছে! মারাঠা বেটারা তোপখানাটা ভারি জবর ক'রে

বানিয়েছে ; আটদশ ঘণ্টা ধ'রে বৃষ্টির মতন তোপ চালাতে লেগেছে! আমাদের ফৌজরাও লড়াই দিচ্ছে মন্দ নয়, কিন্তু ভাবে বোঝা যাচ্ছে গোলামসাহেব এবার সুলতান-সাহেবের ওপর একহাত নেবে! গোলাম আজ সরদার সেনাপতি কিনা—তাই দূরপীন ক'সেই দিন কাটাচ্ছে, আর সুলতান আজ সামান্য সেনানী—তাই যেন ক্ষেপে উঠে যুদ্ধ ক'রছেন! সুলতানের সাহস দেখে শত্রু পর্য্যন্ত অবাক হ'য়েছে—সুলতানের জন্যই তারা এগোতে পাচ্ছে না; গোলামসাহেব আজ সুলতানের সঙ্গে বেশী সৈন্য দিতে নারাজ! তাইতো বলছি—আজ গোলাম এক-হাত নেবে। জোবেদীর রুমাল হাতে ক'রে প্রেমের বাজারে একহাত নিয়েছে—আজ এ বাজারেও দিব্যি চাল চেলেছে! সুলতান সব বুঝেছে—বুঝেও কিন্তু ঝাঁজ সাম-লাতে পারছেনা—একটা যে কিছু কাণ্ড ক'রবে, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে! ( নিকটে জ্বলন্ত গোলা পতন। ) ও বাবাঃ এদিকেও যে গোলা গুলি আস্‌ছে দেখতে পাচ্ছি—তাহ'লে তো এধার থেকে স'রতে হ'চ্ছে! ওই যে সুলতান সাহেবও হাজির ; লড়াই তাহ'লে এবার এধারেই জাঁকাল দেখছি।

( টিপু ও সৈন্যগণের প্রবেশ )

টিপু।—সৈন্যগণ! সন্ধ্যা হ'তে আর বিলম্ব নেই, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত

যেমন ক'রেই হোক প্রচণ্ড শত্রুবাহিনীর প্রবল গতি প্রতিরোধ করা চাই! শত্রুসৈন্যের আক্রমণ মহাবিক্রমে পুনঃপুনঃ নিবারণ ক'রছো—আরো কিছুক্ষণ এই বিক্রম অক্ষুণ্ণ রেখে অটল অদ্রির মতন এই স্থানে স্থির হ'য়ে থাকো! ওই দেখ অস্তমিত সূর্য্য গোধুলি-ললাটে কম্পিত করে সিঁদুরের ফোঁটা পরিয়ে দিচ্ছে—আর বিলম্ব নাই—রণশ্রান্ত পৃথিবীকে বিশ্রামের কোলে তুলে দিতে—আকাশ থেকে এখনি সন্ধ্যা মর্ত্ত্যে নেবে আসবে;—যদি এই স্থানে এসে, এইভাবে আমাদের দর্শন পায়—তাহ'লেই, আমাদের বিজয়—অন্যথায় পতন নিশ্চয়! আজ এই সময় শত্রু যদি এই স্থানে প্রবেশ করবার অবকাশ পায়, তাহ'লে নিশ্চয় জেনো সৈন্যগণ—নবাব হায়দরআলির সাম্রাজ্য মধ্যে ওই যে সূর্য্য অস্তমিত হ'চ্ছে—তা চিরঅস্ত যাবে—আর উঠবে না; মহীশূরের অর্দ্ধচন্দ্র—পুণার ত্রিশূলে চূর্ণ হয়ে কৃষ্ণা কাবেরীর জলে ভেসে যাবে।

সৈন্যগণ।—আল্লা আল্লাহো! আল্লা আল্লাহো! [ প্রস্থান।

ফয়জল।—সুলতান! শত্রুরা পুরোদমে এদিক চেপেই আক্রমণ ক'রছে, ওই দেখুন দলে দলে আমাদের সৈন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিচ্ছে! সংখ্যাও ক্রমেই কমে আসছে; ওদিক থেকে কিছু ফৌজ এখন আনলে হয় না?

টিপু।—ওদিককার একটি সৈন্যও এদিকে পাঠাতে সেনাপতির

হুকুম—নেই! এই মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে আজ নবাবের মর্য্যাদা—মহীশূরের স্বাধীনতা রক্ষা ক'রতে হবে।

ফয়জল।—সেনাপতি ওখানে দাঁড়িয়ে কি এমন মহাকর্ম্ম করছেন, হুজুরের অবস্থাটা বুঝিয়ে দিয়ে তাকে এদিকে আনবো সুলতান?—

টিপু।—সেই সয়তানকে আমার সামনে উপস্থিত ক'রে তুমি আমার সঙ্কল্প পণ্ড ক'রতে চাও ফয়জল?

ফয়জল।—কিন্তু সেই সয়তান যদি আপনাকে এখন সাহায্য না করে, তাহ'লে যে আপনার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হবে সুলতান!

টিপু।—জীবনের মমতা নিয়ে টিপুসুলতান যুদ্ধে নামে না! আমার জীবন যদি এই যুদ্ধে বিনষ্ট হয়—আমার পক্ষে তার চেয়ে আর সুখের কথা কি আছে ফয়জল; যে পুত্র পিতার চক্ষে অবিশ্বাসী অকৃতজ্ঞ, তার পতনই শ্রেয়! নারী যার প্রেমের অবমাননা করে—সে নরাধমের মরণই মঙ্গল!

ফয়জল।—সুলতান! এখনো আপনি অভাগিনী জোবেদীর ওপর অভিমান ক'রছেন? গোলামের মুখে যা শুনেছিলেম প্রথমে তাই আপনাকে বলি; তার পর সে সব কথা যে মিথ্যা—গোলামের একটী চক্রান্ত মাত্র, তাওতো আপনাকে আজ বলেছি।

টিপু।—তা ব'লেছ ;—যে বক্ষে একদিন বজ্রাঘাত ক'রেছ,—সেই বক্ষেই আবার চন্দনের প্রলেপ দিচ্ছ! কিন্তু বজ্রাঘাতের দারুণ জ্বালা সহজে জুড়াবার নয়! (নেপথ্যে ভীষণ আওয়াজ) ওকি, ওকি—

ফয়জল।—উঃ—কি সর্ব্বনাশ! গোলার ঝাঁক—সমস্ত ফৌজ ছারখার!

টিপু।—কিন্তু এখনো গোলাম সৈন্য নিয়ে স্থির হ'য়ে আছে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছে। ফয়জল! ফয়জল! শত্রু এগোয়; চল আমরা দুজনেই বাধা দিই—

ফয়জল।—দোহাই আপনার সুলতান! আর এগোবেন না,—

টিপু।—চোপরাও, বাধা দিয়ো না—চলো যাই, (সহসা একটী গুলি আসিয়া টিপুর অঙ্গে পতন, আহত হইয়া টিপুর উপবেশন) ওঃ ফয়জল! আর এগোনো হ'লনা—বড় লেগেছে; বড় চোট লেগেছে—ওঃ (শয়ন করিয়া) ফয়জল—ফয়জল—

ফয়জল।—সুলতান—সুলতান—(উপবেশন)

টিপু।—ফয়জল! একটা ঘোড়া ছুটিয়ে এখনি রাজধানীতে ছুটে যাও—নবাবকে সংবাদ দাও, তিনি নিজে যেন—ওঃ—বড় কষ্ট—

ফয়জল।—সুলতান! সুলতান! হায় হায় কে আছ এখানে—একবার এসো; নবাব হায়দরআলির পুত্র রণস্থলে

মাটির উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে! কে তাকে রক্ষা কর্বে! কে তাকে রক্ষা করে!

( সমর-সজ্জায় আনন্দীবাঈএর প্রবেশ )

আনন্দী।—শুধু চীৎকারে আর রোদনে রণাঙ্গনে কে কাকে রক্ষা ক'রতে পারে? সুলতানকে রক্ষা ক'রতে হ'লে অস্ত্র চাই—শক্তি চাই—রক্ত চাই—দিতে পার থাকো, নতুবা পালাও! সুলতান! সুলতান! ভাই! ওঠ; ভগিনীর হাত ধ'রে অস্ত্র নিয়ে—আবার উঠে দাঁড়াও; ভাই বোনে মিলে আবার শত্রু জয় ক'রবো! ( শুশ্রূষার্থ উপবেশন )

টিপু।—কে—কে—তুমি করুণাময়ী? শ্রান্ত ক্লান্ত যাতনায় অবসন্ন প্রাণে করুণার ধারা ঢেলে দিতে কে তুমি এলে করুণাময়ী?

আনন্দী।—ভাই! আমি তোমার ভগিনী, আনন্দীবাঈ।

ফয়জল।—( স্বগতঃ ) ওরে বাবা—সেই বাঘিনী বটে!

টিপু।—দিদি! দিদি! করুণাময়ী বোন! এসেছ—মৃত্যুর কোলে মরণাপন্ন ভাইকে পতিত দেখে ছুটে এসেছ দিদি! ওঃ—দিদি তোমার জোবেদী—

ফয়জল।—সুলতান! সুলতান! সেনাপতি—

( গোলামকাদের ও কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ )

গোলাম।—এদের ঘেরাও ক'রে দাঁড়াও! আনন্দীবাঈ, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি, এখন তোমাকে বন্দিনী ক'রতে

এসেছি। আমি জানি, জীবন্ত তোমাকে বন্দিনী করা সম্ভব নয়; কিন্তু যদি তুমি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করো, তাহ'লে আমি তোমার চক্ষের ওপর টিপুকে তোপে উড়িয়ে দোব, ওই দিকে চেয়ে দেখো, আমার তোপশ্রেণী কি ভাবে প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছে!

আনন্দী।—আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে আসিনি; তোমাদের নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে চলেছি, নবাবপুত্র— আহত দেখে এখন এঁর পরিচর্য্যা ক'রছি—তুমি কি আমাকে এঁর পরিচর্য্যা হ'তে নিরস্ত ক'রতে চাও! নবাবের কাছে জবাবদিহির ভয় নেই তোমার?

গোলাম।—আমার কসুর হ'য়েছে বিবি সাহেব, মাপ করুন; আপনি স্বচ্ছন্দে সুলতানের শুশ্রূষা করুন, কিন্তু এ স্থানতো নিরাপদ নয়, এখনি এই স্থানে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে আমাদের তুমুল সংঘর্ষ হবে, আপনি আহত সুলতানকে নিয়ে প্রাসাদে চলুন, আমি যানবাহনের সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি; ফয়জল! সুলতানকে তোল; এই! (সৈন্যদের প্রতি) সাবধানে তুলে নিয়ে চল! (আহত সুলতানকে আনন্দী, ফয়জল ও দুইজন সৈন্য-কর্তৃক তুলিয়া লইয়া প্রস্থান।) নন্দীদুর্গে এদের অবরুদ্ধ ক'রে জানাব—গোলামকাদেরের মেহেরবানি মিছিরির ছুরির মতন ভীষণ। [ প্রস্থান।

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

নন্দী দুর্গ—কাল রাত্রি।

(দুর্গের উভয় পার্শ্বে তরঙ্গ সঙ্কুল গিরিনদী, দুর্গ-সংলগ্ন পাহাড় হইতে ঝরণার জল পড়িতেছে; দুর্গ নিম্নে সম্মুখ ভাগে শিলাময় ভূমি; এই ভূমি হইতে অতি সঙ্কীর্ণ পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া দুর্গের উপরে সিংহদ্বারে মিশিয়াছে; এই পথে একটির অধিক লোক একসঙ্গে উঠিতে সমর্থ নহে, সিংহদ্বারের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড কামান, কামানের লক্ষ্য উক্ত সঙ্কীর্ণ রাস্তার উপর; কামানের পশ্চাতে দুইজন গোলন্দাজ জানু পাতিয়া উপবিষ্ট; দুই পার্শ্বে দুইজন বন্দুকধারী প্রহরী দণ্ডায়মান; একজন আলোকধারী প্রহরী পরিক্রমণ পূর্ব্বক নিম্নস্থ নদীর জলের উপর বিশেষ তৎপরতার সহিত আলোক জ্বালিতে নিযুক্ত। দুর্গ মধ্য হইতে সিংহদ্বারে গোলামকাদেরের প্রবেশ; সকলে সসম্ভ্রমে কুর্ণিশকরণ।)

গোলাম।—সৈন্যগণ! তোমাদের নবাবপুত্র টিপু সুলতানের জন্য অন্নবেত্তির যুদ্ধে মারাঠারা জয়ী হ'য়েছে, মহীশূরের সমস্ত দুর্গই তারা দখল ক'রে নিয়েছে, কেবল এই দুর্গমাত্র

অবশিষ্ট! এই নন্দী দুর্গ যদি মারাঠাদের হস্তগত হয়, তাহ'লে, সমস্ত মহীশূর শত্রুর পদতলে লুণ্ঠিত হবে, নবাবের দুর্দ্দশার সীমা থাকবে না। এই দুর্গ অজেয়, এমন দুর্ভেদ্য দুর্গ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নেই; একটি মাত্র কামানের সাহায্যে অসংখ্য শত্রুর আক্রমণ থেকে এ দুর্গ আত্মরক্ষায় সমর্থ; সমগ্র নবাববাহিনীর মধ্যে তোমরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহসী যোদ্ধা; তাই তোমাদের ওপর এই দুর্গ রক্ষার ভার দিয়েছি; প্রাণপণে তোমরা সকল কর্ত্তব্য পালন করো, চতুর্দ্দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখো; যদি নিম্নে জনমানবের অস্তিত্ব দেখতে পাও—তৎক্ষণাৎ গুলি চালাবে আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সংবাদ দেবে!

রক্ষীগণ।—যো হুকুম হুজুরালি [ গোলামকাদেরের প্রস্থান।

১ম রক্ষী।—পাগল হ'য়েছিস ভাই! দুষমণের সাধ্য কি এর তিরসীমায় ঘেঁসে!

২য় রক্ষী।—আরে যদি বা ঘেঁসে এগোবে কেমন ক'রে? তোপ তৈরি, বন্দুকে গুলি ঠাসা—

গোলন্দাজ।—হাঁ হাঁ ঠিক কথা, যেমন একটু সাড়া পাব, অমনি গুড়ুম ক'রে আওয়াজ দিয়ে—জানাব, আমরা জেগে আছি!

১ম রক্ষী।—আমরাও সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক হেলিয়ে ছেলাম দোব, গুলি সোঁ সোঁ ছুটবে—

১ম রক্ষী।—আর মিতেরা বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরে মাটির ওপর সটান শুয়ে প'ড়বে।

আলোকধারী।—কই, কিছুইতো দেখতে পাচ্ছি না, কোন সাড়া-শব্দও পাচ্ছি না; চোখে কেবল নদীর জল দেখছি, কাণে ঝরনার জলের আওয়াজ লাগছে, এছাড়া আর কিছুই তো—

১ম রক্ষী।—নিশ্চিন্ত থাক দোস্ত, আর কিছুই আসছেনা; আর না এলে দেখবেই বা কি? আমরাতো ভাই গা ঢেলে দিয়েছি! একে এই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা।

২য় রক্ষী।—তার ওপর এই খাড়া পাহারা! দাঁড়িয়ে পাহারা দেওয়ার চেয়ে লাড়াই দেওয়া ঢের ভালো; ওহে দোস্ত, একবার আলোটা নিয়ে এইদিকে এসোদেখি—ও খানটায় বোতল দুই সিরাজি লুকোন আছে, খুজতে হবে।

আলোকধারী।—য়্যা, সিরাজি—সিরাজি! বল কি! ওঃ, এখন একটু সিরাজির জন্য কিনা ক'রতে পারি? (আলোক লইয়া দরজার পার্শ্বে অন্বেষণ)

২য় রক্ষী।—বাহবা মিলে গেছে।

সকলে।—সাবাস! সাবাস!

[ মদ্যপাত্র বেষ্টন করিয়া সকলের উপবেশন ]

( নিম্নে নদীর জলে অঙ্গ ডুবাইয়া মাধবরাও, জনার্দ্দন, শিবপন্থ ও জানোজির আবির্ভাব )

মাধবরাও।—(চাপাকণ্ঠে) সাবধানে--খুব সাবধানে—ওই ঝরণার

জলের শব্দে শব্দ মিলিয়ে এগিয়ে এসো ; আলোর আর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ না বলে মনে কোরনা যেন—আলোকধারী অদৃশ্য হয়েছে ! নিশ্চয়ই সে প্রচ্ছন্নভাবে আছে ;—আলোকধারী ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে, এই টুকু মনে ক'রে যথাসম্ভব সতর্কভাবে স্রোতের সঙ্গে ছুটে এসো !

১ম রক্ষী।—( আলোকধারীর প্রতি ) দোস্ত ! একবারে এতটা চুপ কিন্তু ভাল নয় ; তুমিতো একচোট মাল টেনেছো—এবার আলো নিয়ে ওঠো—

আলোকধারী।—হাঁ ঠিক বলেছ দোস্ত—

২য় রক্ষী।—তুমি দোস্ত আমাদের একটু রেহাই দাও এখন ; আমরা একটু তাজা হয়ে তোমাকেও তেমনি রেহাই দোব—

আলোকধারী।—রেহাই দাও বা না দাও, তাতে বড় ক্ষতি নেই—কিন্তু ভাই আর এক পাওর বুঝেছ ?

২য় রক্ষী।—হাঁ—হাঁ—হাঁ—আলবৎ দোব।

( আলোকধারীর আলোকহস্তে স্বকার্য্যে গমন ;
ঘন ঘন আলোকপাত )

মাধব।—সাবধান ! আবার আলো—চুপ ক'রে জলের সঙ্গে মিশে থাকো সকলে—　　[ সকলের তথাকরণ ]

আলোকধারী—( অন্যদিকে এই সময় আলোক ধরিল )

মাধব।—আবার এগিয়ে এসো—আলো এবার ওধারে, দ্রুত অতিদ্রুত এসো সকলে—( সকলের কিয়ৎদূর অগ্রসর )

চুপ ; আবার আলো পড়েছে, আবার সেই ভাবে আত্ম-গোপন ক'রে থাক ( পূর্ব্ববৎ অবস্থান )

আলোকধারী—( আবার অন্য ধারে আলোক ধরিল )

মাধবরাও।—আলো আবার অদৃশ্য ! এসো এসো আবার দ্রুত এসো ( সকলের দ্রুত অগ্রসর ) ব্যস, কিনারায় এসেছি এবার ! উঠে এসো—সকলে উঠে এসো—( সকলের তীরে উত্থান ) এই স্থানে এসে দাঁড়াও—ঝরণামিশ্রিত জলপুঞ্জে এই স্থান কুজ্ঝটিকাময়—এই স্থানে দাঁড়াও—জলের শব্দে শব্দ মিলিয়ে লৌহশলাকা প্রথিত ক'রে আমাদের দুর্গ-দ্বারে উঠতে হবে ! ( লৌহশলাকা প্রথিতকরণ ) চুপ ! আবার আলো আসছে ! সাবধান ! পাহাড়ের গায়ে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো—

২য় রক্ষী।—দোস্ত ! এইবার আসতে পারো,—তুমি বেশী খাটছ, কাজেই কিছু চাটও দিতে রাজী আছি !

আলোকধারী।—তাই নাকি ;—চাট কিছু আছে ? বহুত আচ্ছা —( পুনরায় সকলে একত্র বসিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত )

মাধব।—ব্যস ! এইবার আমরা আগ্নেয়গিরির অগ্নি স্রোতের মতন উত্থিত হয়ে ওদের যুগপৎ ধ্বংস ক'রবো।

( পর্ব্বত গাত্র বাহিয়া মাধবরাও প্রভৃতির উপরে উত্থান ; রক্ষীগণকে আক্রমণ ও নিরস্ত্র করিয়া নিম্নস্থ নদীতে নিক্ষেপ। )

মাধব।—জনার্দ্দন! পেরেক দিয়ে কামানের মুখ এঁটে দাও, জনার্দ্দন! রণভেরী বাজাও, সৈন্যগণ এই পথে উঠে আসুক! আর আমাদের চিন্তা নাই—এতক্ষণে আমরা শ্রীরঙ্গপট্টম অধিকার ক'রলেম!

( জনার্দ্দনের ভেরীধ্বনি—সৈন্যগণের একে একে সঙ্কীর্ণ পথে উত্থান )

## পটপরিবর্ত্তন—

( পালঙ্কে আহতাবস্থায় টিপু শায়িত, পার্শ্বে গোলামকাদের দণ্ডায়মান )

গোলাম।—সুলতান টিপু! মনে আছে তোমার, তুমি একদিন আমাকে বধ করবার জন্য আমার সামনে তলোয়ার খুলে দাঁড়িয়েছিলে?

টিপু।—তাহলে বুঝি তারই প্রতিশোধ নেবার জন্য—আজ তুমি —মরণাপন্ন সুলতানের শিয়রে এসে সয়তানের মত দাঁড়িয়েছ?

গোলাম।—হাঁ হাঁ মতলবটা ঠিকই এঁচে নিয়েছ! মরবার আগে মানুষ শিয়রে সয়তান দেখে, তাই সয়তান আজ আমার কাঁধে চেপে এইখানে হাজীর হয়েছে! কাজেই এখন যদি রীতিমত সয়তানী করি, তাহ'লে নিজেই যেন— সয়তানের মতন ক্ষেপে উঠোনা! ( বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে

জোবেদীর রুমাল বাহির করিয়া ) এখানি কেমন চমৎকার চীজ্ বল দেখি স্থলতান ? বেশ খাসা নয় ? ও কি দেখেই যে দুই চক্ষু কপালে তুলেছ ? এখানি কোথায় পেয়েছি জান ?—

টিপু।—থাক্ থাক্—আর জানাবার আবশ্যক নাই—আমি জানতে চাইনা—চুপ কর তুমি—

গোলাম।—সয়তান কি সহজে চুপ করে স্থলতান ? কথাগুলো শোনো আগে ; এখানি প্রেমের সওগাদ, প্রেম হচ্ছে জোবেদীর—আর সেই প্রেমের পাত্র হ'চ্ছি আমি—তাই—এই—

টিপু।—ওঃ—

গোলাম।—হুঁ—সয়তান এবার স্থলতানের গলা চেপে ধরেছে ! কিন্তু আমার অপরাধ কি ? জোবেদী যে যেচে এসে আমাকে ভাল বেসেছে ; যাচা প্রেম কি কখনো ছাড়তে পারা যায় ! বিশেষ যখন অমন খাসা মেয়ে মানুষ !

টিপু।—উঃ—খোদা—খোদা আমাকে—আমাকে—একবার—এক লহমার মতন টিপু স্থলতান হ'তে দাও—সেই শক্তি একবার দেখাতে দাও—আমি তেমনি সিংহ বিক্রমে উঠে—এই সয়তানকে—ওঃ—　　( উঠিবার উদ্যম ও পতন )

গোলাম।—বটে ! আচ্ছা ;—কই হ্যায় ? এবার দেখছো কি ? এসো জোবেদী বিবি—

( দুইজন রক্ষীসহ জোবেদীর প্রবেশ। )

জোবেদী।—( ছুটিয়া গিয়া ) সুলতান! সুলতান! প্রিয়তম—

গোলাম।—( বাধা দিয়া ) কাছে যেওনা, সরে দাঁড়াও!

জোবেদী।—পথ ছেড়ে দে সয়তান! আমার স্থান ওইখানে।

গোলাম।—না প্রেয়সী—তোমার স্থান এইখানে! এসো প্রিয়তমে! ( হস্তধারণ )

জোবেদী।—সুলতান! সুলতান! তোমার সামনে এই সয়তান আমাকে অপমান করে!

( আনন্দীবাঈএর প্রবেশ। )

আনন্দী।—সয়তান যখন সতীর অপমান করে—সতী তখন কাঁদেনা—ফণীনীর মতন ফণা তুলে ধরে! ভগিনি! তোমার হস্তরুদ্ধ, কিন্তু চরণ মুক্ত; সতীর শক্তি যে ওই খানে বোন!

জোবেদী।—ঠিক কথা ব'লেছ দিদি; সয়তানের শাস্তিই হ'চ্ছে এই—( গোলামকে পদাঘাত পূর্ব্বক টিপুর পার্শ্বে গমন )

গোলাম।—ওঃ বটে—বটে—আচ্ছা—একি! এ সয়তানী কি দেওয়াল ফুঁড়ে এখানে এলো? কে তোকে মুক্ত ক'রে দিলে? আমিতো তোকে পাশের কামরায় বন্দী ক'রে রেখেছিলেম!

আনন্দী।—আর আমি মাছি হয়ে সেখান থেকে উড়ে এলুম;— আর কাকে সঙ্গে আনলুম তাও দেখো—

( হায়দরআলির প্রবেশ। )

হায়দর।—গোলামকাদের !

গোলাম।—জাঁহাপনা ! জনাব !

হায়দর।—এসব কি ব্যাপার ! কি শুনছি—কি দেখছি—আমার অজেয় বাহিনী আজ তোমার নেতৃত্বে পরাজিত ও বিধ্বস্ত ! আমার পুত্র বন্দী—

গোলাম।—জাঁহাপনা ! সত্য কথা ব'লতে কি—আপনার পুত্র আর—এই দুই আওরতের জন্যই আজ আপনার বাহিনী পরাজিত ; তাই আমি এদের আটক ক'রেছি ; আমি সাহস ক'রে ব'লতে পারি—জনাব যদি আমার অবস্থাপন্ন হ'তেন—তাহ'লে পুত্র হত্যায়—কুণ্ঠিত হ'তেন না !

টিপু।—বিশ্বাসঘাতক ! ফের যদি তুই মিথ্যা কথা বলবি—তাহ'লে আমি তোকে এখনি পদাঘাত ক'রবো—

হায়দর।—আমি তাহ'লে সেই দণ্ডে তোমাকে বধ ক'রবো—এটা যেন স্মরণ থাকে ! অপদার্থ—বিলাসপ্রিয়—কামুক—পশু !

টিপু।—পিতা আগে আমার—

হায়দর।—আমি তোমার এক বর্ণও শুনতে প্রস্তুত নই ; তুমি যে অপরাধে অপরাধী, তাতে গোলাম যদি তোমাকে হত্যা ক'রতো—তাহ'লে আমি তুষ্ট হ'তেম, ওকে শিরোপা দিতেম !

আনন্দী।—নবাব! আপনি কি ক'রছেন! কার কথায় বিশ্বাস স্থাপন ক'রে আপনার বীর পুত্রকে—

হায়দর।—অর্থাৎ যে তোমার প্রণয়পাত্র—তাকে—

আনন্দী।—নবাব হায়দরআলি! আপনি কাকে এ কথা—ব'লছেন—তা বোধহয় বিস্মৃত হ'য়েছেন! আমি সুলতান টিপুর ভগিনী—প্রণয়িনী নই!

হায়দর।—আমি শুনেছি তুমি তুনিয়া শুদ্ধ লোকের প্রণয়িনী!

আনন্দী।—নবাব! দেখ্ছি তোমার গৃহ পাপে পরিপূর্ণ; প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা ভিন্ন এখানে সত্যের কোন চিহ্ন নেই! আর এ কক্ষে একদণ্ড দাঁড়াতে আমি প্রস্তুত নই।

গোলাম।—একে যেতে দেবেন না জনাব! এই সয়তানি পেশোয়ার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, আমাদের দলভুক্ত হ'য়ে, সুলতানকে মুগ্ধ ক'রে—নবাবের সর্ব্বনাশ ক'রেছে! এইই হ'চ্ছে সকল অনিষ্টের মূল!

আনন্দী।—এটা তোর মহাভুল সয়তান! পেশোয়া আমার পরম-শত্রু; বন্ধু ছিল নবাব হায়দর আলি, কিন্তু আজ তোর জন্য সেও শত্রু হ'য়ে দাঁড়াল!

হায়দর।—সয়তানীকে আটক কর (নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি) ওকি—

আনন্দী।—বিজয়ী পেশোয়ার তূর্য্যধ্বনি! তুমি সমস্ত জেনেও আত্মরক্ষার চেষ্টা না ক'রে—আত্মনাশে প্রবৃত্ত হ'লে,

এই তার প্রতিফল! চেয়ে দেখো, শত্রুসৈন্যে দুর্গ পরিপূর্ণ!

নেপথ্যে—হর-হর মহাদেও!

( জনার্দ্দন, শিবপন্থ, জানোজি প্রভৃতির প্রবেশ )

জনার্দ্দন।—হুঁসিয়ার ভাইসব! এক প্রাণীও যেন না পালায়!

শিবপন্থ।—সৈন্যগণ! সঙ্গীন ধ'রে প্রস্তুত হ'য়ে থাকো; নবাব সাহেব, আত্মসমর্পন করুন—

হায়দর।—ওঃ—খোদা। খোদা! কার দোষে আজ আমার এই সর্ব্বনাশ!

( মাধবরাওয়ের প্রবেশ )

মাধব।—দোষ আপনারই; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকদের যে ভুল হ'য়ে থাকে—আপনিও সেই ভুল ক'রে বসেছেন,—শত্রুকে আপনি দুর্ব্বল মনে ক'রেছিলেন। পুণার পেশোয়া রুগ্ন মরণাপন্ন শুনে আপনি তাকে চূর্ণ করবার সঙ্কল্প ক'রেছিলেন; কিন্তু এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন, পেশোয়া পীড়িত হ'লেও সৈনিকের ব্রত বিস্মৃত হয়নি!

হায়দর।—পেশোয়ার এই ব্রত পালনের অর্থ—বিশ্বাসঘাতকতা!

মাধব।—মিথ্যা কথা;—মাহারাষ্ট্র জাতি আজ পর্য্যন্ত বিশ্বাসঘাতক আখ্যা পায়নি! নবাব হায়দরআলির মহীশূরের নবাবী প্রাপ্তির মূলে বিশ্বাসঘাতকতা—আছে সত্য, কিন্তু আমি যে আজ বিজয়ী হ'য়ে দুর্ভেদ্য নন্দীদুর্গে প্রবেশ করেছি

—সে কেবল বাহুবলে! ইচ্ছা ক'রলে এই দণ্ডে আমি মহীশূরের সিংহাসনে আমার ইচ্ছামত যে কোনও ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারি; কিন্তু আমি তা ক'রব না;—ভারতের আদর্শ যোদ্ধা, আদর্শ সেনাপতি, আদর্শ অধীশ্বর—বীরবর হায়দরআলিকে পরাজিত ক'রে আমি আজ গৌরবান্বিত হ'য়েছি; সুতরাং বীরের প্রতি বীরের মত ব্যবহার ক'রতে আমি কিছুমাত্র কৃপণতা ক'রব না! নবাব হায়দরআলি। আপনার সঙ্গে আমি সন্ধি স্থাপন ক'রব।

হায়দর।—সন্ধি স্থাপন ক'রবেন! জয়ী হ'য়ে অত্যাচারের আগুনে আমার রাজধানী ধ্বংস না ক'রে—আমার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন ক'রবেন? তাই যদি হয়, এমন অসম্ভব যথার্থই যদি সম্ভব হয়, তাহ'লে—পেশোয়া! পেশোয়া! সন্ধি-সর্ত্তের সমস্ত ভার—আমি আপনার ওপর প্রদান ক'রছি, আর এই পাগড়ী আপনার পায়ের তলায় রক্ষা ক'রছি,—

( পাগড়ী পদতলে রক্ষার চেষ্টা—ক্ষিপ্রহস্তে
পেশোয়ার গ্রহণ )

মাধব।—বীরশ্রেষ্ঠ হায়দরআলি, আপনার এই পাগড়ী আমি সাদরে আমার শিরে ধারণ করছি, আর এর বিনিময়ে আমার পাগড়ী আপনার হস্তে অর্পণ ক'রছি—গ্রহণ করুন।

হায়দর।—আমার সঙ্গে পাগড়ী-বদল ক'রে, আমাকে এতদূর সম্মানিত করলেন পেশোয়া! বেশ—বেশ! পেশোয়া মাধবরাও আর নবাব হায়দরআলির পাগড়ী—পরস্পর মিতালী ক'রে, হিন্দুস্থানে নূতন যুগের সৃষ্টি করুক—আকাশে আবার নূতন সূর্য্য উঠুক—নূতন কিরণ বর্ষণ করুক—বিশ্বে আবার শান্তির তুফান ছুটুক।

---

# পঞ্চম অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ—অলিন্দ। কাল—রাত্রি।

হায়দর আলি।

হায়দর।—মহীশূরের বুকের উপর দিয়ে কি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাই না ছুটে গেল। এই ভীম ঝঞ্ঝায় হায়দর আলির ভারত-ব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আবার কিছু কালের মতন বিলুপ্ত হ'ল। এ ক্ষতি পূরণ ক'রতে পূর্ব্ববৎ প্রবল হ'য়ে দাঁড়াতে—এখন অনেক অর্থ—অনেক সামর্থ—অনেক কৃতিত্বের আবশ্যক! আমার হৃদয়ের অর্দ্ধেক রক্ত আমি আমার আকাঙ্ক্ষার পরিপুষ্টির জন্য অম্লানবদনে উৎসর্গ করেছিলেম,—কিন্তু সে সমস্তই পণ্ড হয়েছে! কেন হয়েছে? আমার উদ্যম কে পণ্ড করেছে? তার জন্য দায়ী কে? হুঁ, দায়ী আমার পুত্র—দায়ী আমার কন্যা তুল্য স্নেহের পাত্রী জোবেদী—দায়ী সেই বেদনুরের আমনী-বিবি। তাই এই তিন জনকেই বন্দী ক'রে রেখেছি:

কঠোর দণ্ডে এদের দণ্ডিত করব! কিন্তু গোলাম কি এ ব্যাপারে নিরপরাধ? সত্যই কি সে নিরপরাধি? ফয়জলের সাক্ষ্য যদি সত্য হয়—তাহলে বুঝতে হয়—আমার এই সর্ব্বনাশের একমাত্র কারণ—গোলামের বিশ্বাসঘাতকতা! কিন্তু গোলাম কি অবিশ্বাসী হ'তে পারে? তার ওপর আমার যে অনন্ত বিশ্বাস! বড়ই কঠিন সমস্যা এখন আমার;—এ সমস্যার সমাধান সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

( বোচকা-বুচকি পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফয়জলের প্রবেশ। )

ফয়জল।—তসলীম জাঁহাপনা!

হায়দর।—একি! এ ভাবে এ অবস্থায় তুমি এখানে কেন ফয়জল!

ফয়জল।—জাঁহাপনা! এ হচ্ছে অবস্থার ব্যবস্থা; অবস্থার ফেরে মানুষ হাতীর ওপর চড়ে, আবার পাল্কি ডুলিও কাঁধে করে! এতদিন আপনার মোহেরবাণীতে আমীরি করেছি, আর আজ গোলাম সাহেবের গোলামী করতে বোচকা পিঠে বেঁধে দিল্লিকা লাড্ডুর আস্বাদ নিতে চলেছি।

হায়দর।—তোমার আজ যে ভারি স্ফূর্ত্তি দেখছি।

ফয়জল।—হাঁ জনাব! আজ একটু স্ফূর্ত্তি হ'য়েছে বৈকি; আর না হবেই বা কেন? বিদেশে হাওয়া খেতে যাবো—এ

কথা শুনলে কার মনে না স্ফূর্ত্তি হয় বলুন! আমরা যে-বিদেশ চ'লেছি।

হায়দর।—বিদেশে চ'লেছ? কার হুকুমে?

ফয়জল।—হুজুরের হুকুমে?

হায়দর।—আমার হুকুমে?

ফয়জল।—আজ্ঞে না, আপনার কেন; যিনি এখন হুজুরেরও হুজুর, তাঁরই হুকুমে; কেন, আপনি কি হুকুম পাননি? (স্বগতঃ) না—বাবা! আর ঠাট্টার দিকে এগোনো ভাল নয়; যে রকম চটেছে দেখছি,—তাতে নিজের হাতে কোতল করাও বিচিত্র নয়!—(প্রকাশ্যে)—জাঁহাপনা দেখছি এ বান্দার ওপর খুবই চটেছেন; কিন্তু বান্দার বিশেষ অপরাধ নেই;—এবার আসল কথাটা শুনুন; আপনার সেনাপতি গোলামকাদের দল বল নিয়ে আজ রাত্রেই দিল্লীতে রওনা হচ্ছেন; তাঁরই হুকুমে তল্পী তল্পা নিয়ে আমিও হুজুরে হাজির হ'তে চলেছি; তবে অনেক কাল ধ'রে জাঁহাপনার নিমক খেয়েছি—তাই একেবারে নিমকহারামী ক'রতে পারিনি—যাবার সময় জানাতে এসেছি।

হায়দর।—কি তুমি পাগলের মতন ব'লছ!—গোলামকাদের দিল্লীতে যাচ্ছে?

ফয়জল।—হাঁ জাঁহাপনা—দিল্লীতে যাচ্ছে, সেখান থেকে খুব জবর নেমন্তন্ন এসেছে; দিল্লীর দরবারে বাদশা সাহ আলমের

সঙ্গে তাঁর উজীরদের ভারী মনকসাকসি চলেছে; উজীর প্রভুরা নিজেদের দল পুরু করবার জন্য—মোটা রকম লোভ দেখিয়ে গোলামকে ডেকেছে; তাই গোলাম আগে থাকতেই নিজের বাধ্য সৈন্যদের দিল্লীতে পাঠিয়েছে, আর আজ রাত্রে—নবাবের রাজকোষ লুণ্ঠন ক'রে—আনন্দী আর জোবেদীকে নিয়ে দিল্লী রওনা হবে!

হায়দর।—ফয়জল, তুমি যা ব'লছ, তা যেন আরব্যরজনীর আলাউদ্দিনের কাহিনীর মতন অদ্ভুত! আচ্ছা—তুমি এর কিছু প্রমাণ দিতে পার?

ফয়জল।—জাঁহাপনা যদি রক্ষীদল নিয়ে এখনই গোলামকাদেরের খাসকামরা আটক ক'রতে পারেন, তাহ'লে মুখে যা ব'লেছি—কাজে তা দেখাতেও প্রস্তুত আছি।

হায়দর।—উত্তম—তাহ'লে এখনি চলো।

[ উভয়ের প্রস্থান।

( তরবারি হস্তে টিপুসুলতানের প্রবেশ )

টিপু।—অন্ধকার এখনো কাটেনি;—কৌশলে অন্ধকারাগার থেকে মুক্ত হ'য়ে তরবারি-করে এই উজ্জ্বল অলিন্দে এসে উপস্থিত হয়েছি সত্য, কিন্তু এখানেও যেন অন্ধকার পুঞ্জীভূত হ'য়ে রয়েছে! আমার অন্তরে অন্ধকার—হৃদয়ে অন্ধকার—জীবন অন্ধকার; চতুর্দ্দিকের অন্ধকার যেন বিরাট সয়তানের আকার ধ'রে আমাকে গ্রাস ক'রতে আসছে!

ঐই অন্ধকারের অভ্যন্তর দিয়ে—সমস্ত বিঘ্ন বাধা বিচূর্ণ ক'রে—ইরম্মদের শক্তি ধ'রে আমি এখন প্রতিহিংসা গ্রহণে উন্মত্ত আবেগে ছুটে চলেছি! প্রাণের রুদ্ধ আবেগ আজ উন্মুক্ত হ'য়ে লক্ষ লোমকূপ দিয়ে আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবের মতন বিচ্ছুরিত হচ্ছে! জীবনের চরম সমস্যা আজ! হয় এই নিষ্কোষিত তরবারি আজ প্রতিদ্বন্দ্বী গোলামকাদেরের হৃদয় শোণিতে সিঞ্চিত হ'য়ে আমাকে পরিতৃপ্ত ক'রবে,—না হয়—এই রাত্রেই মহীশূরের বক্ষ থেকে টিপুসুলতানের অস্তিত্ব চিরদিনের মতন মুছে যাবে! [ বেগে প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

---

বিলাস-কক্ষ।—কাল-রাত্রি।

সোফায় গোলামকাদের আসীন,—পার্শ্বে বন্দীভাবে আনন্দী-বাঈ ও জোবেদা দণ্ডায়মান ;—সম্মুখে নর্ত্তকীগণ।

( গীত )

( ওলো সই ) ফুল ফুটে ভূমে লুটে সুবাস বিলায়।
কতূহলি অলি তাই সোহাগে তাকায়॥
সেধেছিল যখন অলি ফুল দিয়েছিল কতই গালি
( এখন ) ভেঙ্গে গেছে চতুরালি—মানে পরাজয়।

কেন আর কর লো মান, গাও গাও প্রেমের গান,
চাও চাও বদন তুলে—মৌন ভাল নয় ॥

[ প্রস্থান।

গোলাম।—তোফা—তোফা! তোফা—নাচ, তোফা গান—তোফা মিঠি আওয়াজ! এখন এই দুই বিবির এক এক দফা নাচ দেখলেই আমার এখানকার কাজ শেষ হ'য়ে যায়। কিগো জোবেদী বিবি! ঘাড়টি হেঁট ক'রে মাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছ কি? আজ তোমাকে জানি—এক কদম না নাচিয়ে কিন্তু ছাড়ছি নি!

( জনৈক প্রহরীর প্রবেশ )

প্রহরী।—হুজুর! হুজুর! সুলতান সাহেব সয়তানের মতন ছুটে আস্‌ছে—বারণ মানছে না!

গোলাম।—য়্যাঁ—বলিস কি? তা তোরা সকলে কি ক'রতে র'য়েছিস? তাকে এখনো কোতল ক'রতে পারিসনি!—ওকি! সে সয়তান সকলকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে! আচ্ছা আমিও—( কোটিদেশে হস্তার্পণ ও পিস্তল ধারণ )

( একদল খোজাপ্রহরীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে উন্মত্তভাবে টিপুসুলতানের প্রবেশ )

টিপু।—স'রে যা পতঙ্গের দল! তোদের উপর আমার লক্ষ্য নয়; আমি সেই সয়তানকে চাই! কোথায়—কোথায় সে সয়তান!

গোলাম।—মরণের রাজ্যে সয়তানের সাক্ষাৎ মেলে,—আগে মরো—( পিস্তলের আওয়াজ )

জোবেদী।—( ছুটিয়া গিয়া পিস্তলের গুলি স্ববক্ষে ধরিয়া ) সুলতান—সুলতান—প্রিয়তম! ( পতন )

টিপু।—একি! জোবেদী—জোবেদী—সর্ব্বস্ব আমার—ওঃ—

গোলাম।—য়্যাঁ—তাইতো—ওঃ—

( হায়দরআলি, ফয়জল ও সৈন্যগণের প্রবেশ )

হায়দর।—অস্ত্র ফেল সকলে—নবাব হায়দরআলির হুকুম! ( সকলের অস্ত্রত্যাগ ও কুর্ণীশ ) সৈন্যগণ! এখনই এই বিশ্বাসঘাতক সয়তানকে বন্দী করো—

গোলাম।—জাঁহাপনা—

হায়দর।—খবরদার! কোনো কথা শুনতে চাইনা! বন্দী করো একে! আর এই সব নেমকহারামদেরও বন্দী করো—( তথাকরণ ) টিপু! তোমার ওপর অন্যায় সন্দেহ ক'রে আমি তোমার নিকট অপরাধী; পুত্র আমাকে—

টিপু।—জাঁহাপনা! আপনার ওপর আমার আর কোনো অভিমান নেই;—কিন্তু আমার বক্ষে আজ বজ্রাঘাত হয়েছে! আমার সর্ব্বস্ব—

হায়দর।—দেখতে পাচ্ছি পুত্র—জোবেদী আমার—কন্যা আমার—সয়তানের প্রহারে সংসার ছেড়ে বেহেস্তের পথে

অভিমান ক'রে চলে যাচ্ছে। জোবেদী—জোবেদী—পিতৃ-মাতৃহীনা অভাগিনী—তোর এই শোচনীয় পরিণাম আমাকে দেখতে হ'লো! তোর পিতার মৃত্যুশয্যা—অন্তিম প্রার্থনা এখন যে আমার চক্ষের ওপর ভাসছে মা!

জোবেদী।—বাবা! বাবা! জাঁহাপনা! এ আমার সুখের মরণ! পিতার সম্মুখে—পতির চরণতলে—নারীর এ মৃত্যু আনন্দের! জাঁহাপনা—আমার অন্তিম প্রার্থনা, বেদনুরের রাণীর সম্মান রক্ষা ক'রতে ভুলবেন না—তিনি নিরপরাধিনী—ওঃ—( মৃত্যু )

হায়দর।—মা আমার—এ শুধু তোমার কেন—আমার নিষ্ঠুর হৃদয়ের প্রার্থনাও যে এই!—রাণী! রাণী! তুমি আমার জননী—আমি তোমার সন্তান—আমাকে মাপ করো মা; স্বহস্তে আমি তোমাকে মুক্ত ক'রে দিচ্ছি—পুত্রের ওপর আর অভিমান করোনা মা—( বন্ধন মোচন )

আনন্দী।—নবাব! মনে আমার কিছুমাত্র অভিমান নেই! তবে—তবে—জোবেদীর শোকে বুকে বজ্রাঘাত হ'য়েছে—সে আঘাত-যন্ত্রণা কেমন ক'রে সহ্য ক'রব নবাব! জোবেদীর প্রাণঘাতী সয়তান এখনো জীবিত—এ দুঃখে যন্ত্রণা যে অসহ্য হ'চ্ছে নবাব। জোবেদী—জোবেদী—দিদি আমার—

হায়দর।—ফয়জল, এদের নিয়ে চলো—এই রাত্রেই

এ'দের তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া চাই ! গোলামকাদের ! এই তোমার দণ্ড !

---

# তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুণা—উপকণ্ঠ। কাল—সন্ধ্যা।

আপাজিরাও।

আপাজি।—অনেক দিন পরে আবার পুণায় প্রবেশ ক'রতে হচ্ছে ! বহুদিন ধ'রে এই অন্তরে যে কালানল প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে, এবার যেন তা আরও প্রখর হ'য়ে উঠেছে—আরো তীব্র শিখা বিস্তার ক'রে অন্তরের অন্তস্থল পর্য্যন্ত দগ্ধ ক'রছে ! তার আশে পাশে আকাশে ভূতলে—যে দিকে দৃষ্টি পড়ে—সেইদিকে সেদিনকার সেই শোণিতময় লোমহর্ষণ দৃশ্য প্রত্যক্ষবৎ ফুটে ওঠে। সখারামের বীভৎস বদন, ইলার সেই জ্বলন্ত নয়ন—চোখের ওপর জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলতে থাকে ! সে দৃশ্য দেখে সাহস অপসৃত, হৃদ্য—শক্তি সামর্থ লোপ পায়—জীবনগ্রন্থী শিথিল হয়ে পড়ে ! ওই—ওই—ওই—সেই ভীষণ দৃশ্য ! ওই—সেই সখারাম—সঙ্গে সেই সর্ব্বনাশী ইলা ! ওঃ—ওই এগিয়ে আসছে—আমায়

গ্রাস ক'রতে আসছে—প্রতিশোধ নিতে আসছে—না—না—মেরোনা—মেরোনা—বধ ক'রো না—গ্রাস ক'রো না—বাঁচাও আমায়—

( রঘুনাথ ও আনন্দীর প্রবেশ )

রঘুনাথ।—কার কাছে জীবনভিক্ষা ক'রছ আপাজিরাও? এখানে তো তোমার কোন আততায়ীই নেই!

আনন্দী।—আপাজিরাও! তুমি কি অসুস্থ হ'য়েছ?

আপাজি।—য়্যা—অসুস্থ! কই না—কিন্তু—কিন্তু আমি বড় আশ্চর্য্য হ'য়েছি! অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখে আশ্চর্য্য হ'য়েছি! আমি এইমাত্র দেখছিলেম—সখারাম আর ইলাবাঈ অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধ'রে আমাকে আক্রমণ ক'রতে আসছে, কিন্তু এখন দেখছি, তারা আপনাদের দুজনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো!

রঘুনাথ।—আপাজি! সেই দিন থেকে নিত্যই তো এই রকম বিভীষিকা দেখে আসছ! এসব মনের দুর্ব্বলতা মাত্র! এ চিন্তা পরিত্যাগ কর—

আপাজি।—রাওসাহেব! সত্য সত্যই আমার মনে আর বিন্দুমাত্র দৃঢ়তা নেই; আমি যেন কেমন এক রকম হ'য়ে গেছি! সহসা কক্ষের মধ্যে প্রবেশ ক'রলেই দেখতে পাই, সখারাম যেন সেখানে ব'সে র'য়েছে! আকাশের দিকে যদি চাই—তখন দেখি—ইলা যেন বিদ্যুতের মতন

আমাকে লক্ষ্য ক'রে ছুটে আসছে! দেখে কম্পিত হই—মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ি—

আনন্দী।—তুমি বীরচূড়ামণি,—তোমার অন্তরের এরূপ দুর্ব্বলতা—লজ্জার কথা;—যাক্—এখন কাজের কথা কই এসো;—পুণার সব সংবাদ শুনেছ?

আপাজি।—শুনেছি; মহীশূর থেকে ফিরে এসে পেশোয়া কঠিন রোগশয্যাগত—আশীরগড়ের প্রাসাদে এখন তাঁর চিকিৎসা চ'লছে!

রঘুনাথ।—চিকিৎসা বৃথা; পেশোয়ার জীবনের কোন আশাই নেই; এদিকে পুণার দরবারের অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন; সরদার—অমাত্য সকলেই পেশোয়ার কাছে; নির্ব্বোধ নারায়ণরাওই এখন রাজকার্য্য দেখছে; সুতরাং কলে কৌশলে এখন পুণার সিংহাসন অধিকার করা বোধ হয় তাদৃশ কষ্টসাধ্য নয়।

আপাজি।—সহজসাধ্য ব'লেও তো বোধ হয় না! যাক্—এখন কি স্থির ক'রেছেন বলুন শুনি!

রঘুনাথ।—আমি এবার শিবাজীর পন্থা অবলম্বন করব স্থির করেছি।—বরযাত্রী সেজে বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজী একদিন পুণায় এসে অভিষ্ট সিদ্ধ ক'রেছিলেন, আমরা এবার শিবযাত্রী সেজে পুণায় প্রবেশ করে কার্য্যোদ্ধারের সঙ্কল্প ক'রেছি।

আপাজি।—কথাটা বুঝতে পারছি না।

রঘুনাথ।—আজ কি তিথি জানা আছে?

আপাজি।—আজ ত্রয়োদশী।

রঘুনাথ।—কাল চতুর্দ্দশী—শিব-চতুর্দ্দশী; সমগ্র পুণাবাসী কাল উপবাসী থেকে সারারাত্রি আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করে—প্রমোদ-প্রমত্ত নরনারী বহুরূপী সেজে নৃত্য-গীত-অভিনয় ক'রে পরিতৃপ্ত হয়; এই ছলে—আমি আমার বিশ্বাসী সৈন্যদের বহুরূপী সাজিয়া অভিনয়ের ছলে নগরে প্রবেশ ক'রবো; সে অভিনয়-দর্শনে নরনারী যখন তন্ময় হবে—তখন অমনি বজ্রনাদে পেশোয়ার মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা ক'রে দোব,—তখনই উৎসব ভেঙে যাবে—প্রমত্ত নরনারী শোকার্ত্ত হ'য়ে গৃহে ফিরবে—ভক্ত রাজকর্ম্মচারীরা পেশোয়ার শবযাত্রী হ'তে আশীরগড়ে ছুটে যাবে—

আনন্দী।—আর সঙ্গে সঙ্গে শিবযাত্রী বহুরূপীর দল—সমরযাত্রী সৈনিকরূপে সমর-কোলাহলে সমগ্র সহর মুখরিত ক'রে—সিংহাসনগৃহে প্রবেশ ক'রবে,—ছদ্মবেশী শিবদুর্গা রাজ-পরিচ্ছদে রাজারাণীরূপে রাজাসন আলোকিত ক'রবে—আর নন্দীরূপী তুমি আপাজিরাও—রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজসভা উজ্জ্বল ক'রবে।—এখন গোদাবরীর তীরে সুবিস্তীর্ণ অরণ্যে এই বিপুল বহুরূপীর মহলা দেখবে এসো।

---

# চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—•—

পুণা—সিংহাসন-গৃহ ; কাল—রাত্রি।

সিংহাসনে রঘুনাথরাও ও আনন্দীবাঈ ;
দক্ষিণে ও বামে আপাজিরাও ও রক্ষীগণ
সম্মুখে বন্দীভাবে নারায়ণরাও।

আনন্দী।—নারায়নরাও! এখনো তুমি তোমার পিতৃব্যকে পেশোয়া ব'লে—আর আমাকে পেশোয়ার পত্নী মহারাণী আনন্দীবাঈ ব'লে স্বীকার ক'রতে প্রস্তুত নও?

নারায়ণ।—কখনই নয়! বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে—অভিনয়ের ছলে অভিযান ক'রে—অতর্কিত ভাবে আমাকে বন্দী ক'রে তোমরা সিংহাসনে বসেছ! কিন্তু এর স্থিতি কতক্ষণ? মহাশক্তিমান পেশোয়া মাধবরাওয়ের শক্তি সামর্থ প্রতিপত্তি কেবল এই সিংহাসন-গৃহেই সীমাবদ্ধ নয়!

রঘুনাথ।—কিন্তু দুঃখের বিষয়—মাধব রাও এখন আর জীবিত নয়! তার নাম আছে—স্মৃতি আছে— কীর্ত্তি আছে—কিন্তু সে মূর্ত্তি আর নেই।

নারায়ণ।—সে মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে বিরাজ ক'রছে;—আমার বিবেক বলছে—সে মূর্ত্তি আবার এই সিংহাসনে প্রকাশ পাবে!. পেশোয়ার মৃত্যু ঘোষণা—তোমার মিথ্যা রটনা;

ভাই ভাইয়ের পরস্পরের প্রাণ—অন্তরে অন্তরে অচ্ছেদ্য-বন্ধনে বাঁধা; ভায়ের বিপদ ভাইকে জানাতে হয় না—অন্তর আপনি জানতে পারে। আমার অন্তর ব'লছে—ভাই আমার বেঁচে আছে।

( মাধবরাও, জনার্দ্দন, জানোজি ও শিবপন্থের প্রবেশ )

মাধব।—হাঁ—নারায়ণ! ভাই তোমার বেঁচে আছে—মরেনি; পিতৃব্য! মাধবরাও মরেনি এখনো—বেঁচে আছে! যতক্ষণ না মাধবরাও চিতায় শয়ন ক'রছে—অঙ্গতার ভস্মে পরিণত হচ্ছে—ততক্ষণ সে মরছে না। আমাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছো পিতৃব্য—তা এ আশ্চর্য্য নয়—পুরদ্বারে আমাকে দেখে তোমার রক্ষীদল আমাকে প্রেত মনে করে মূর্চ্ছা গেছে! তুমিও কি আমাকে প্রেত মনে ক'রছ? কি দেখছ—জীবন্ত মাধবরাও—না তার প্রেতাত্মা? কি দেখছো? অপাজিরাও, তলোয়ার খুলছ? বেশ—খোল তলোয়ার, আমি তাই চাই—নারীঘাতক রাক্ষস তুমি—তোমাকে আমি চাই—তোমার রক্তে—আমি—না—না—না—ওরক্ত আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রলে শত জন্মেও আমার নরক-যন্ত্রণা ঘুচবে না—তোকে—তোকে—

আপাজি।—পেশোয়া! আপনাকে আক্রমণ করবার জন্য আমি তলোয়ার খুলিনি—এই তলোয়ার আপনার চরণতলে নিক্ষেপ ক'রে আত্মসমর্পণ ক'রছি। ( তলোয়ার ত্যাগ )

মাধব।—নারায়ণ—নারায়ণ—আয় ভাই—পিতৃব্যের বন্ধন ভাইয়ের আলিঙ্গনে ছিন্ন করি।—( বন্ধন মোচন )

নারায়ণ।—দাদা! দাদা! দাদা!

জনার্দ্দন।—পেশোয়া! পেশোয়া! রাজদ্রোহীরা এখনো সিংহাসনে।

মাধব।—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী—ক্ষণিকের জন্য—সকলের উচ্চে শূলের ওপর শোভা পায় জনার্দ্দন।—পুণার সিংহাসনে একবার আরোহণ করতে পিতৃব্য আর পিতৃব্যপত্নীর অন্তরের আকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল! আজ তা পূর্ণ হয়েছে। মহাপাপীর চরম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা ধর্ম্মাধিকরণের কর্ত্তব্য। পিতৃব্য! সাধ মিটেছে? দাঁড়াবার আর সামর্থ নেই আমার—শয্যা শূন্য প'ড়ে আছে,—সাধ মিটেছে পিতৃব্য?

রঘুনাথ।—মাধবরাও—

জানোজি।—খবরদার দাদাসাহেব—পেশোয়া বলো,—নইলে টুঁটি ধ'রে এইখানে এনে খাড়া ক'রবো—

রঘুনাথ।—পেশোয়া! আমরা স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেছি, আমাদের স্বাধীনভাবে বেদনুরে যাবার অনুমতি দাও। ( সিংহাসন হইতে নিম্নে অবতরণ )

মাধব।—যে প্রাণঘাতী পাখী একদিন আমার মস্তক চূর্ণ করবার জন্য তার তীক্ষ্ণচঞ্চু উদ্যত ক'রেছিল, সে পাখীকে পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রেও আমি তাকে স্বাধীনভাবে ওড়বার সামর্থ

দিয়েছিলেম—আজ সেই পাখী আবার আমার কক্ষমধ্যে এসে আমার প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হ'য়ে জালে আবদ্ধ হয়েছে! স্বাধীনতা দূরের কথা—পামর পাখী এখনো প্রাণের প্রত্যাশা করে?

আনন্দী।—কিন্তু পাখী জালবদ্ধ হ'লেও এখনো সঙ্গীশূন্য নয়,—তার সৈন্য প্রস্তুত, রক্ষী সশস্ত্র!

জনার্দ্দন।—বাইরের সমস্ত সৈন্য বন্দী হয়েছে—আর এই রক্ষী-দের নিরস্ত্র ক'রতে পেশোয়ার একটিমাত্র অঙ্গুলি উত্তো-লনের ওয়াস্তা!

মাধব।—ওদের কারাগারে নিয়ে যাও জনার্দ্দন,—আজ হ'তে সপ্তাহের মধ্যে এদের তিন জনের প্রাণদণ্ড হবে।

[ সকলের প্রস্থান।

---

# পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পুণা-প্রাসাদ—অলিন্দ। কাল—মধ্যাহ্ন।

রমাবাঈ।

রমাবাঈ।—আপাজি আমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছে—আবার আমাকে পত্র লিখেছে।—রাখাল বালকের গরুর পালে আজ সত্য সত্যই বাঘ এসেছে! কিন্তু এবার তার

আকাশভেদী চীৎকার শুনেও—কেউ তাকে সাহায্য ক'রতে যেতে ইচ্ছুক নয়! কিন্তু সেই রাখালের যদি ভগিনী থাকতো, তাহ'লে বারবার প্রতারিত হ'য়েও, শেষ পর্য্যন্ত সে সমান ভাবে ছুটতো! রাখালের ভগিনী ছিল না, আপাজির ভগিনী আছে। হা ভগবান্! কেন তুমি সংসারে ভগিনীর সৃষ্টি ক'রেছিলে—কেন ভগিনীর অন্তরে ভ্রাতৃস্নেহের পীযূষ-ধারা ঢেলে দিয়েছিলে! পিশাচে যা ক'রতে ভয় পায়, আমার ভাই তার চেয়েও ভয়ঙ্কর কাজ করেছে—নারীহত্যা করেছে—ব্রহ্মহত্যা ক'রেছে,—তারই মহাপাপে আমার পুণ্যাত্মা স্বামী আজ মরণাপন্ন—মৃত্যুর করাল কোলে ধীরে ধীরে ঢলে পড়েছেন! এজেনেও ভাইয়ের পরিণাম শুনেও—ভাইয়ের সেই মলিন মুখ খানি ভেবে প্রাণ আমার আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠছে! কিন্তু আমি কি ক'রতে পারি? প্রাণের এই কাতর রোদন নিবারণ করবার আমার সামর্থ কই! প্রাণ ভিক্ষার কথা মনে হ'লে—ইলা সখারামের রক্ত মাথা দেহটি চোখের ওপর ফুটে ওঠে—কারাগারের সহস্র অপরাধীর কথা মনে জাগে! হত্যাকারী হ'য়ে—বিদ্রোহী হ'য়ে—রাণীর ভাই যদি মুক্তি পায়—না, না—এ আমি ভাবছি কি ক'রে! এ হ'তে পারেনা;—আপাজি—আপাজি—ভাই—ক্ষমা করো আমাকে—আমি অক্ষম—সত্যই অক্ষম—ওকি! ওকি!—জানজি! কি এ—

১৪

( আপাজির ছিন্ন মুণ্ড হস্তে জানোজির প্রবেশ )

জানোজি।—মা! চিনতে পারছ না!

রমা।—ওঃ—জানোজি! তুমি কি মানুষ? না—না—পিশাচ—পিশাচ তুমি—তাই ভাইয়ের ছিন্নমুণ্ড ভগিনীকে দেখাতে এনেছো! ওঃ—কি ভয়ঙ্কর পিশাচ তুমি—

জানোজি।—মা, আমার তো কোন অপরাধ নেই! আপনার ভাইয়ের প্রার্থনা আমি পূর্ণ ক'রেছি,—মরবার আগে তিনি ঈশ্বরের নাম ক'রে প্রার্থনা ক'রেছিলেন—যেন আপনার কাছে তাঁর—

রমা।—থাক্ থাক্—আর ব'লতে হবে না,—আর ব'লো না,—ভাই আমার—ভগিনীর ওপর অভিমান ক'রে খুব প্রতিশোধ নিয়েছো—খুব প্রতিশোধ নিয়েছো,—আর তোমাকে ভিক্ষা ক'রতে হবে না—তোমার জন্য আমাকেও আর ভাবতে হবে না; সব শেষ হ'য়েছে—সব শেষ হ'য়ে গেছে!—ভাই ছিল—আমার ভাই ছিল,—পাপী হোক—তবু সে তো আমার ভাই ছিল—বুকের ভিতর শিরার সঙ্গে স্মৃতি তার জড়ানো ছিল—আজ সে বন্ধন ছিন্ন হ'ল—ভাই ব'লতে আর কেউ রইল না! উঃ ভাইয়ের শোক—ভাইয়ের শোক—থাক থাক থাক! আমি যে রাণী—কাঁদবারও বুঝি আমার অধিকার নাই!—জানোজি—জানোজি—নিয়ে যাও—তার চিহ্ন এখানে আর কিছু রেখো না—

যাও—যাও—চলে যাও,—আচ্ছা দাঁড়াও—আর একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো—ককাসাহেবও কি এই অবস্থাপন্ন হয়েছেন ?

জানোজি।—না মা ; কাল তাঁর—

রমা।—তাঁর পত্নীর কথা জানো ?

জানোজি।—কাল প্রাতে এক সঙ্গে তাঁদের দুজনেরই প্রাণদণ্ড হবে।

রমা।—আচ্ছা—যাও—যাও—আর এখানে থেকো না—আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হচ্ছে—যাও তুমি জানোজি—

[ জানোজির প্রস্থান ]

আর কেন ? আপাজির শোণিতে অশান্তি রাক্ষসীর দারুণ পিপাসা মিটে গেছে—তবে আর রক্তপাত কেন ? পেশোয়ার চরণে প'ড়ে পিতৃব্যের প্রাণ ভিক্ষা ক'রবো, তাঁর পত্নীকে মুক্ত ক'রবো। ভাইয়ের জন্য রাণীকে ভিক্ষা ক'রতে নেই, কিন্তু রাজার মঙ্গলের জন্য দাঁতে তৃণ ধ'রতেও রাণীর বারণ নেই !

[ প্রস্থান।

—

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কারা-কক্ষ। কাল—রাত্রি।

রঘুনাথরাও ও আনন্দীবাঈ।

রঘুনাথ।—বিভীষিকা—বিভীষিকা—চতুর্দ্দিকে কেবল বিভীষিকা দেখছি আনন্দী! ভয়ঙ্কর বিভীষিকা—ভীষণ মৃত্যু বিভীষিকা!

আনন্দী।—চুপ কর তুমি; পাগলের মতন বৃথা চীৎকার ক'রোনা—কাপুরুষের সমস্ত লক্ষণগুলি আর প্রকাশ ক'রো না।

রঘুনাথ।—বেশ—বেশ; চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর জ্বলন্ত শিখা,—এর ওপর তুমি এবার তোমার নারী-হৃদয়ের সমস্ত বিদ্বেষ-বহ্নি-শিখা নিয়ে আমাকে আচ্ছন্ন করো—জীবন্ত আমাকে দগ্ধ করো।

আনন্দী।—এখন দগ্ধ হ'তে যদি তোমার এত সাধ—তাহ'লে সেদিন যখন ক্ষণিকের জন্য সিংহাসনে ব'সেছিলে—তখন কেন সেইখানে রাজার মতন মৃত্যুকে বরণ ক'রলে না—যুদ্ধের অনলে কেন তখন দগ্ধ হ'লে না!—সে মৃত্যু তো সুখের ছিল—গর্ব্বের ছিল—গৌরবের ছিল!

রঘুনাথ।—তোমার নারী-হৃদয়ের এ বুদ্ধি তখনই বা কেন লুপ্ত হ'য়েছিল? তোমার বীরত্বশিখা কেন তখন জ্বলে ওঠেনি!

আনন্দী।—জ্বলেনি তোমার জন্য,—তোমার মত কাপুরুষের অধম সাহচর্য্যের জন্য! মেষের মতন তুমিই প্রথমে সিংহাসন থেকে অবতরণ ক'রে পেশোয়ার কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা ক'রেছিলে! লতা যতক্ষণ বৃক্ষকে আশ্রয় না করে—ততক্ষণ সে নিজের শক্তিতে অগ্রসর হয়, বৃক্ষের আশ্রিত হ'লে—আত্মশক্তি ভুলে লতা তখন বিপদে বৃক্ষের শক্তির ওপর সমস্ত নির্ভর করে! আমিও এখন এই লতার অবস্থাপন্ন হ'য়ে আত্মশক্তি বিসর্জ্জন দিয়েছি! সেদিন যদি আমি একাকিনী পূর্ব্বের কুমারী আনন্দীবাঈয়ের মতন—পুণার সিংহাসনে আসীনা থাকতেম—তাহ'লে সমস্ত হিন্দুস্থান একত্র হয়েও আমাকে সিংহাসন থেকে নামাতে পারতো না।

রঘুনাথ।—ক্রমেই দেখছি তুমি ভীষণ হয়ে উঠছো; আমি পরাজয় স্বীকার করছি—তুমি ক্ষান্ত হও!—ওকি! দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দ না! তবে বুঝি ঘাতক আসছে! ওই—ওই বুঝি ঘাতক—

( রক্ষী সঙ্গে রমাবাঈয়ের প্রবেশ। )

রমা।—কাকাসাহেব! আমি আপনার কুলবধূ—ঘাতক নই।—( রক্ষীর প্রতি )—শীঘ্র এঁর বন্ধন খুলে দাও।—

রঘুনাথ।—একি! মা করুণাময়ী—তুমি! আমাকে মুক্ত ক'রতে এসেছো? ( রক্ষীকর্ত্তৃক বন্ধন মোচন )

রমা।—মা! এসো—আমি তোমার বন্ধন খুলে দিই—

আনন্দী।—থাক্—যথেষ্ট হয়েছে;—আমার বন্ধন আর খুলতে হবে না!

রমা।—বন্ধন মুক্ত না হলে—বদ্ধ হাতে কি ক'রে তোমার পুত্রকে আশীর্ব্বাদ ক'রবে মা! তিনি যে মহাপ্রস্থান করছেন।

রঘুনাথ।—য়্যাঁ—সে কি?

রমা।—প্রদীপ নিবে এসেছে কাকা—একটু ক্ষীণ আভা আছে মাত্র! আপনাদের আশীর্ব্বাদ নিতে—নির্ব্বাণের আগে ক্ষণিকের মত যদি একটু জ্বলে ওঠে!—মা! বন্ধন মুক্ত ক'রতে দাও,—পুত্রের ওপর অভিমান ভুলে যাও,—একবার যদি সে মূর্ত্তি এখন দেখো—চক্ষু তোমার জলে ভ'রে যাবে! তোমার পদতলে ব'সে ভিক্ষা চাইছি মা—ক্ষমা করো— বন্ধন খুলে দিই মা—

আনন্দী।—( উদাসভাবে ) দা—ও!—( রমাকর্ত্তৃক বন্ধনমোচন ) ( স্বগত ) পেশোয়া জয়ী হ'য়ে জগতের বাইরে পালিয়ে যাচ্ছে;—আর-আর—নরকের প্রতিহিংসা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিনী আমি তার—এখানে! উঃ—জিতল' কে—জিতল' কে!—জিত কার!

[ সকলের প্রস্থান।

———

# সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

পুণা—প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—রাত্রি।

পালঙ্কে মাধবরাও শায়িত।

নিম্নে জনার্দ্দন, শিবপন্থ, অমাত্যগণ, জানোজি,

বৈদ্যগণ প্রভৃতি আসীন।

মাধব।—সকলে শপথ করো—আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নারায়ণকে সিংহাসনে বসাবে।

সকলে।—শপথ করছি—ঈশ্বরের নামে শপথ করছি পেশোয়া!

মাধব।—শপথ করো—তোমরা সকলে—প্রাণপণে তাঁকে রক্ষা ক'রবে।

সকলে।—শপথ ক'রছি—প্রাণপণে তাঁকে রক্ষা ক'রবো।

মাধব।—শপথ করো—যদি সে কিছু অন্যায় করে—আমার কথা মনে ক'রে—তা সহ্য ক'রবে।

সকলে।—শপথ ক'রেছি—তাঁর সহস্র অন্যায় অম্লান বদনে সহ্য ক'রব।

মাধব।—ভগবান গণপতি তোমাদের কল্যাণ করুন,—নারায়ণকে রক্ষা ক'রতে তোমাদের অন্তরে রাজভক্তির অনন্তধারা ঢেলে দিন—আমি এখন মহাসুখী—সুখে এবার মরতে পারবো।

( রমাবাঈ, রঘুনাথ ও আনন্দীর প্রবেশ )

রমা।—পেশোয়া! পেশোয়া! কাকাসাহেব এসেছেন—কাকী সাহেবা এসেছেন—আশীর্ব্বাদ ক'রছেন!

মাধব।—কাকা—মা—প্রণাম; মহাপ্রস্থান ক'রছি,—আমাকে যে আশীর্ব্বাদ ক'রবেন—তা নারায়ণকে—ওঃ—

রঘুনাথ।—পেশোয়া! পেশোয়া! পুত্র আমার—বংশের কুল-তিলক আমার—

আনন্দী।—পুত্র! পুত্র! তুমি আমার পুত্র, পুত্রহীনা আনন্দী-বাঈএর তুমি সর্ব্বস্ব;—আজ এ দৃশ্য দেখে—পাষাণ বিগলিত হ'চ্ছে! পুত্র! জগতে কারো মুখে কখনো মায়ের সম্ভাষণ শুনিনি! রমা আজ আমাকে মা ব'লে ডেকে কঠিন অন্তরে আমার মাতৃস্নেহের মন্দাকিনী ছুটিয়েছে! বৎস! তুমিও একবার এই মহাপাতকিনীকে মাতৃসম্বোধন করো।

মাধব।—এ বুঝি স্বপ্ন!

আনন্দী।—না সত্য; মহারাষ্ট্রের সবিতা, সত্যের অবতার, ধর্ম্মের সিন্ধু, দুর্ব্বলের বন্ধু, বৎস—পুত্র আমার—তোমাকে মৃত্যুর কোলে নিক্ষেপ ক'রে আমি আজ আত্মবলি দিয়েছি,—আমার চিরশুষ্ক নয়নে আজ প্রত্যেক বিশ্বকণা—ত্যাগ ও করুণায় ফুটে উঠেছে!—স্নেহের তরঙ্গে হৃদয় ভেঙ্গে পড়ছে!

মাধব।—মা—জননী! দেহী আমি—দেবতা নই;—তোমার নয়ন কোণে আজ যে করুণা ফুটে উঠেছে—তা পুণ্যায় প্রবাহিত হোক,—নারায়ণের মস্তকে কুসুমরাশির মতন বর্ষিত হোক—বিশ্বের কল্যান হোক!—রমা!—ঐ উর্দ্ধে আলো ফুটে উঠছে! ঐ—ঐ—ঐ—আহাহা—সুন্দর দৃশ্য—

সুন্দর মুরতি—জননী ভগবতী—কোলে তাঁর গণপতি—
জয় প্রভু—জয় প্রভু—জয় গণপতি !　　( মৃত্যু )

রমা।—( পদতলে বসিয়া ) ওঃ, প্রভু আমার মহা প্রস্থান ক'রছেন !

সকলে।—(মস্তকের পাগড়ী খুলিয়া)—পেশোয়া ! পেশোয়া !—ওঃ—জয় প্রভু গণপতি ! জয় প্রভু গণপতি !!

আনন্দী।—যাও— মহাপুরুষ ! জীবন-মধ্যাহ্নে জীবনের খেলা শেষ ক'রে—ভগবানের রাজ্যে নিষ্পাপ হৃদয়ে মহাপ্রস্থান করো ; তোমার জয় সর্ব্বস্থানে। ধরাতলে অতুল প্রতাপে রাজশক্তি আয়ত্ত ক'রেছিলে,—উর্দ্ধে ঈশ্বরের রাজ্যে অতুল যে ঐশীশক্তি—তাও তোমার করতলে !　[ প্রস্থান।

( বেগে নারায়ণের প্রবেশ )

নারায়ণ।—একি—একি—দীপ নিবে গেছে ! পেশোয়া—পেশোয়া—দাদা—

**পট পরিবর্ত্তন।**

সিংহাসন-গৃহ প্রকাশ।

সকলে।—( মস্তকে পাগড়ী দিয়া নারায়ণকে অভিবাদন )—পেশোয়া ! পেশোয়া ! সিংহাসন গ্রহণ করুন—

নারায়ণ।—ক্ষমা করুন আমাকে—আমি সিংহাসনের প্রার্থী হ'য়ে আসিনি।

রঘুনাথ।—কিন্তু সিংহাসন তো শূন্য রাখতে নেই নারায়ণ !—

অমাত্যগণ! একদিন আমিই এই সিংহাসনে আঘাত ক'রেছিলেম,—আর আজ আমিই এই সিংহাসনের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রবো;—আমিই স্বহস্তে নারায়ণকে সিংহাসনে স্থাপন ক'রবো,—বৎস! সিংহাসন গ্রহণ করো— তোমার ভ্রাতার অন্তিম আদেশ—আমার অনুরোধ—এই সব ভক্তমণ্ডলীর আকুল আকাঙ্খা পূর্ণ করো!

রঘুনাথ কর্ত্তৃক নারায়ণকে সিংহাসনে স্থাপন,—
নারায়ণের মস্তকে মুকুট অর্পণ।

সকলে।—জয়—পেশোয়া নারায়ণ রাওয়ের জয়!

জনার্দ্দন।—পেশোয়া! সর্ব্বত্যাগী ফকিরের পুণ্যদেহ প'ড়ে র'য়েছে! সৎকার করবার অনুমতি হোক!

রমাবাঈ।—( উঠিয়া ) পেশোয়া! ফকীরের সহধর্ম্মিনী—স্বামী সঙ্গে সহমৃতা হবার প্রার্থনা ক'রছে, প্রার্থনা—

নারায়ণ।—( সিংহাসন হইতে নামিয়া রমাবাঈয়ের পদতলে বসিয়া ) মা! মা! মা! রক্ষা করো—পুত্র—সন্তান—ভৃত্য আমি তোমার;—আমার কাছে তোমার প্রার্থনা—যন্ত্রণা মনে হয়,—ইচ্ছাময় তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন, মা!

সকলে।—জয়—রমা-মাধবের জয়! জয় রমা-মাধবের জয় জয় রমা-মাধবের জয়!!

---

যবনিকা।